ভাগবতী গীতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বুক সোসাইটি

বুক সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক
(২, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
প্রকাশিত

নতুন প্রেস কর্তৃক
(১৬।এ, ডাফ্ ষ্ট্রীট , কলিকাতা)
মুদ্রিত

শিল্পবিদ্যানিকেতন কর্তৃক
(৫২।৭, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
গ্রথিত

প্রথম প্রকাশিত, ৩০ অক্টোবর, ১৯৪৬

মূল্য ৪৲ চার টাকা

উৎসর্গ

বন্ধুবর অন্নদাশঙ্কর রায়কে

সত্যেরে মানে যে গূঢ় হৃদয়-ভাবনে তার
তার তরে কলাকারু ছাড়িতেও বাজে না যার।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

প্রীতিবদ্ধ
দিলীপ

George Russell

A.E.

(অনুবাদ)

Some for beauty follow long
Flying traces...some there be
Seek thee only for a song...
I — to lose myself in thee.

রূপের পিপাসা বহি' তোমার যাহারা—অনুসরে
অধরা চরণচিহ্ন তব বন্ধু, যুগে যুগে তারা
কেহ বা তোমারে ডাকে শুধু ক্ষণগীতিসুখ তরে···
আমি চাই হ'তে লীন তোমার অতলে—আত্মহারা।

O Beauty, as thy heart o'erflows
In tender yielding unto me,
A vast desire awakes and grows
Unto forgetfulness of thee.

লো মাধুরী ! সমুদ্বেল হৃদয় তোমারে ডাকে যবে
আমার আবেশ-গাঢ়বন্ধে দিতে ধরা—সেই ক্ষণে
অন্তরে আমার জাগে তৃষ্ণা এক বিপুল বৈভবে
রূপপারে উত্তরিতে—মায়াবিনী, তব বিস্মরণে।

ভূমিকা

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কাব্যে, কাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ গানে—একথা রবীন্দ্রনাথের মুখে প্রায়ই শুনতাম। উক্তিটির সত্যাসত্য নিয়ে হাজারো তর্ক ফাঁদা সম্ভব, কিন্তু অসম্ভব হ'ল নিষ্পত্তি। কারণ রসের বিচারে চরম কথা বলেন যে-ওস্তাদ—অর্থাৎ ভাবিকাল—তাঁর মার শেষরাত্রে—কি না, সুদূর ভবিষ্যতে। কবি ও গীতিকারের কাজ বিতণ্ডা নয়—তাঁদের কাজ কবিতা লেখা, গান বাঁধা। কবিতা ও গানের মধ্যেও ঠিক্ কোন্খানে সীমানা টানা যেতে পারে এ নিয়েও তর্কের অবসর আছে—রাত ও দিনের ঠিক কোন্ সন্ধিলগ্নটি গোধূলি? ধরা কঠিন—যদিও ছোঁওয়া হয়ত যায়। কিন্তু যাক্ বা না যাক্ এ ভূমিকার উদ্দেশ্য নয় এ-হেন কোনো প্রচণ্ড তর্কের মীমাংসা। এর উদ্দেশ্য দুটি: প্রথম, গীতিরসিক ভাবুকদের দরবারে এই নিরীহ কথাটি পেশ করা যে ভাগবতী গীতির প্রত্যেকটি গান সুরে বসানো হয়েছে এবং এর নানা গান নানা গায়ক-গায়িকার মুখে গীত হয়েছে: সেই সব সুরে না শুনলে এরা অসম্পূর্ণ। কিন্তু তবু গানকে আমাদের অনেক সময়েই সুর ছাড়াই শুনতে হয়—বা পড়তে হয় ছাপার অক্ষরে: নেই মামার চেয়ে কানা মামা। স্বরলিপি? প্রকাশ করছি আশ্রম প্রেস থেকে "সুরবিহার" নাম দিয়ে—চার খণ্ডে। কিন্তু তাতেই বা কতটুকু হয় গান শোনানো? এ নিয়েও ফের তর্ক উঠতে পারে—তাই ফের থামতে হ'ল দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে সংক্ষেপে বলতে।

সেটি এই যে আমি এ-যাবৎ অজস্র গান বাঁধলেও তাদের মধ্যে যে-গুলি আমার মনে ধরেছে শুধু সেইগুলিরই একটি চয়নিকা হিসেবে এ-সঙ্কলনটি গ্রথিত হয়েছে। কেবল একটি কথা: আমার অনামী, সূর্যমুখী, সাঙ্গীতিকী, ভূস্বর্গ-চঞ্চল ও ভাগবতী কথা এই পাঁচটি বইয়ে

কয়েকটি গান আছে যাদের আমি এই সঙ্কলনে স্থান দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মুদ্রাকর তথা কাগজ মেলা ভার ব'লে আপাতত "মনের বাসনা" মনেই রাখতে হ'ল। যদি "ভাগবতী গীতি"-র আদর হয় তাহ'লে সেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করার ইচ্ছা রইল। এ-গানগুলির বাইরে আমার বহু গান নানা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। আমার গানের কোনো অত্যনুরাগী বন্ধু যদি কৃপা ক'রে সেগুলি খুঁজে না বার করেন তাহ'লেই আমি বাধিত হব।

"ভাগবতী গীতি"-র গানগুলির পারম্পর্য রাখা হয়েছে রচনার তারিখ দিয়ে। আমার মনে হয় যাঁরা কোনো গীতিকারের গানের বিকাশ কী ভাবে হ'ল জানতে চান তাঁরা এতে খুসিই হবেন। আমি নিজে এই

ব'লেই তাঁদের খুসি করতে আমার এ-প্রয়াস। (আমার সদ্যপ্রকাশিত ইংরাজি কবিতার বই Eyes of Light-এও আমি এই পদ্ধতিতে কবিতাগুলি সাজিয়েছি।) তবে ব'লে রাখি প্রথম দিককার গানগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে স্থানে স্থানে স্মৃতিবিভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। শেষের দিকে—১৯৪২ থেকে ধরলে গানগুলির রচনাকালের তারিখ ক্রমশই নির্ভুলতর হয়ে এসেছে। ১৯৪৪ থেকে রচিত সব গানগুলির তারিখ আমার গানের খাতায় সযত্নে লেখা ছিল। যে-গানগুলিতে স্থান লেখা নেই সেগুলি সবই পণ্ডিচেরি আশ্রমে বাঁধা।

শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	শেষ	ভাব	ভায়
১১	১০	ভয়	ভায়
১৫	১৯	নীতি	নিতি
২০	১৪	পরাবে	পরাতে
২১	১০	পরিখায়	গরিমায়
২৫	১৪	মেঘ	মেঘে
২৬	২	তন্দ্রহারা	তন্দ্রাহারা
২৬	৬	বিরাগী	বিবাগী
২৭	৫	ভোর	ডোর
২৮	২	ভোরে	ডোরে
৩০	৯	শ্যমলী	শ্যামলী
৩২	১১	তোমার	তোমায়
১১৬	১৭	পর্বাণি	পর্বণি
১৪৮	১২	সরিল	সলিল
১৫১	১২	সকল	সরল
১৭০	৯	অভুল	অতুল
১৮২	১৪	মুক্তা	মুক্ত্বা
১৮৩	৭	বিদীর্য	বিদীর্য্য

বর্ণানুক্রমিক সূচী পুস্তকের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট হইল।

মিছে ?

যদি দিন না দেবে তবে
এত ব্যথা কেন সওয়াও ?
যদি আশা নাহি রবে
বৃথা বোঝা কেন বওয়াও ?

যদি মেঘের নানা খেলা
শুধুই ক্ষণিক রঙের মেলা,
তবে হৃদয়-তন্ত্রী বাজে
কেন সকাল-সন্ধ্যা বেলা ?

যদি সৃষ্টি মিছে মায়া,
মিছে লক্ষ রূপকায়া,
দেয় হাতছানি কে অরূপ
রূপের দুলিয়ে আলোছায়া ?

যদি অশ্রুব্যথার মাঝে
ছুটি অসার্থকের পাছে
তবে বিফলতার বুকেও
কেন আশার বাঁশি বাজে ?

কলিকাতা, ১৯২৩

জয়-পরাজয়

প্রিয়! তোমার কাছে যে হার মানি,
সেই আমার জয়।
বলো জয়বিভব-দাবিতে প্রেম
জয়ী কি কভু হয়?

নিতি তোমার কাছে যে-পরাভব
সেথাই মোর জয়গরব,
অপর-মুখে বিজয়রব
চিত্তে বিঁধি' রয়;
শুধু তোমার সাথে আমার নহে
নহে সে-পরিচয়।

প্রিয়! তুমি যে-দানগৌরবে গো
ভরেছ এ-হৃদয়,
তার প্রতিদানে কি নোয়াতে মাথা
ঘনায় দ্বিধা ভয়?

আমি তোমার কাছে পেয়েছি যত
চরণে তার লক্ষ শত
দুরভিমান হয়েছে নত,
হীনতা সে তো নয়;
আমি তোমার কাছে জিতিলে হারি,
হারিলে জানি জয়।

কলিকাতা, ১৯২৬

প্রাণ-সাধনায়

তোমায় বরণ না করিলে মা প্রাণ-সাধনায়
তুমি মিটাবে কেমনে তৃষ্ণা অঝোর ধারায় ?

মোরা হৃদে না তোমারে বরি'
বাহি' প্রেমহীন তরী
চাহি পেতে তোমারে মা এড়ায়ে কাঁটায়,
যারে মেলে শুধু কাঁটাপথে প্রাণ-সাধনায় !

মাগো না থামিলে কলরব,
দীপালি-মদিরোৎসব
তোমার পরশখানি ফোটে না যে হায়,
তোমায় মেলে শুধু ঘর-ছাড়া প্রাণ-সাধনায়।

না না, তব আশাপথ চেয়ে
যাব তরীখানি বেয়ে
ধ্রুবতারা তোমার না জ্বলিলে উষায়
ঝলি' অমানিশা উদিবে মা প্রাণ-সাধনায়।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি, ১৯২৯

মায়ামুক্ত

(লঘুগুরু ছন্দ)

জ্যোতি জ্বালো নাশি' কালো
স্বপ্নসাধা ছন্দনে
নীল মন্ত্রে প্রাণ-তন্ত্রে
ঝঙ্কৃয়া নির্বন্ধনে ॥

পঙ্ককায়া তূর্যরাগে
স্পন্দি' ব্যোমে সূর্য মাগে,
সঞ্চিয়া না রাখি মায়া সাঁঝছায়া ক্রন্দনে।
অন্তরে যে মন্দ্রিবে মা বহ্নিবাণী-বন্দনে ॥

বিদ্ধবাণে রক্তধারে
চিত্ত হাসে অন্ধকারে,
রাত্রিদীক্ষা শঙ্কি না তো তীব্র-জ্বালা-মন্থনে।
ভ্রান্তিঝঞ্ঝা গঞ্জিবে মা, শান্তি-ঊষা-স্যন্দনে ॥

মোহবন্যা মা বিদায়ে
মুক্তি-বেলা মর্ম চাহে
পুণ্য-তারা-দীপ্তি-সাথী—ধন্য আলো-অঙ্গনে।
মঞ্জিবে মা, মুগ্ধ গন্ধে পুষ্পপন্থে নন্দনে ॥

১৯৩১

কৃষ্ণের নূপুর

কৃষ্ণের মঞ্জীর মাঝ সুরহীন স্বর পায় লাজ,
অন্তর গায়—"সাজ্ সাজ্ উৎসব-রব ছন্দে।"
মন্থর-প্রাণ-কুঞ্জে মূর্ছন-মিড় মুঞ্জে
ভৃঙ্গের আশ গুঞ্জে ফাল্গুন স্তব গন্ধে।

"দোল্ দোল্"—গায় মর্মে, "দূর কর্ দায় কর্মে,
তোল্ নর্তন নর্মে সঙ্গীত স্রোত চঞ্চল।"
ভক্তির রঙ দীপ্ত বিশ্বের হৃদ তৃপ্ত
স্বপ্নের দল নিত্য ভরপুর রস-উচ্ছল।

অম্বর ঐ গলল, অঙ্কুর লাখ ফলল,
খঞ্জন-মন টলল—পাখনায় নীল নৃত্য।
সুপ্তির ঘোর ছুটল, সিন্ধুর বাঁধ টুটল,
চিত্তের ফুল ফুটল বিহ্বল প্রেম-সিক্ত।

আজ সুন্দর বল্লভ! শিঞ্জন-রূপ-সৌরভ-
বায় পাণ্ডুর বৈভব—ঐহিক সাজসজ্জা;
সংশয় সব কাটল, নন্দন বন জাগল,
মুক্তির ভার ঝাঁপল মুখ বন্ধন-লজ্জা!

১৯৩২

গৌরী

(লঘুগুরু ছন্দ)

সুদূর-দীপ্তি-বিহ্বলা, হিরণ্ময়গর্ভবন্দিতা !
অমাতটে সমুচ্ছলা, অদৃশ্য রশ্মি-রঞ্জিতা !
বসুন্ধরা সদা স্বপে স্ফুলিঙ্গ যার গৌরবে,
মরীচি যার উৎসবে যুগান্ধতা পরাভবে,
প্রবাহি' যে ধরাঙ্গণে দ্যুলোকপদ্ম মঞ্জরে,
ধিয়ান-সিংহ-আসনে পরার্ধ দৈত্য সংহরে।

পরার্ধ কণ্টকক্ষতে ভুলে বিনিদ্র রাধনে,
ধনধ্রুবে পদে পদে ত্যজে অসাধ্য-সাধনে,
তপঃ স্বয়ম্বরা চিতে বিলাস বিস্ময়ে ভবে,
অসীম স্বপ্ন ঝঙ্কৃতে অমূর্ত মন্ত্র যে জপে
পদে নমামি তার মা তব স্তবে হিয়া নতা,
দ্যুরাশিনী ! তিলোত্তমা ! শুভা ! অনাগতব্রতা !

১৯৩৩

বিদায়-বাঁশি

বিদায়-বাঁশি বাজে···বাজে···
মৃন্ময়তা বিদায় লবে।
তোর মহিমার মিড়টি আমার
প্রাণের বাণী হবে কবে?
এই ধরণীর আনন্দ হায়
ধরতে গেলেই যায় যে স'রে!
গন্ধ-হাওয়া মুঠোয় তবু
রাখতে যে চাই বন্দী ক'রে।
সুরায় উছল যে-পিয়ালা
সুধা সেথায় হয় কি ঢালা?
সাঙ্গ হ'লে দিনের পালা
তারার প্রদীপ জ্বলবে তবে।

আশার ভাষা বুকের বীণায়
ফিরলে নিতুই ঝঙ্কারিয়া
আশার অতীত সুরখানি তোর
কান পেতে কোন্ শোনে হিয়া?
ছায়ানিবিড় অন্তরে আজ
আয় না মা অকূল-উদাসী,
বিদায় দেব কাছের কিরণ
পরিচিত শঙ্খ বাঁশি।
ছোট আলো চাই না মা আর,
আজকে বরণ করব অপার
চিরন্তনে—সেই যে আমার
নিত্য নিলয়—সুদূর নভে।

বৃন্দাবনের লীলা

ঐ বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবি
আজো পড়ে মনে মোর…পড়ে যে কেবলি মনে।
ঐ আলোর দুলাল শ্যামলের প্রেম-ছবি
আজো পড়ে মনে মোর…পড়ে যে কেবলি মনে!

সেই সখা-সখী সনে কুতূহলে ঘাটে যাওয়া…
সেই নির্মল নীল যমুনার জলে নাওয়া…
সেথা সম তানে সবে গুণমণি-গুণ-গাওয়া…
আর কখনো বা প্রিয়তম-দরশন-পাওয়া…
আজো পড়ে মনে মোর … পড়ে যে কেবলি মনে!

সেই ফুল-ফুল-খেলা কত অরণ্যে বনে…
কত তারার দেয়ালি আকাশের আঙ্গনে…
মধু মুরলীধ্বনি শুনিয়া পিয়াসী মনে
খোঁজা কুঞ্জে কুঞ্জে প্রেমল মনোমোহনে…
আজো পড়ে মনে মোর…পড়ে যে কেবলি মনে!

কত চাঁদিনি রাতে সে-অপরূপ-রূপরাস…
নিতি রূপের মন্ত্রে জাগানো প্রেম-উছাস…
চির- রঙিনের রঙে রঙানো হৃদি-উছাস…
আহা আপনা হারায়ে বঁধুর বরণ আশ…
আজো পড়ে মনে মোর…পড়ে যে কেবলি মনে!

ওরা হাসে যবে, বলে—"হায় রে মধুর স্বপন!"
বলে, "কৃষ্ণ-কাহিনী-কল্পনা, কবি-রচন,"

বঁধু,   সে-সব কথা তো শোনে না আমার শ্রবণ ;
ব্রজ-   রমণীর কথা আর সে রমণী-রমণ
আজো   পড়ে মনে মোর…পড়ে যে কেবলি মনে।

আঁখর

ওরা   হাসে…কলভাষে…ওরা জানে না, তাই হাসে…
ওরা   জানে না…তাই মানে না,
তুমি   এসেছিলে—ভালোবেসেছিলে, বঁধু, জানে না,
তব   করুণার তরে পাতে নি তো কান, তাই তো জেনেও জানে না,
বঁধু,   করুণা তোমার যে জেনেছে—তার আকাশ অশনি হানে না,
দেখে   বিজলি দীপনে তোমার কেতন অশনিরে আর মানে না,
সে যে   আলোরি আলাপ মানে—জ্বালাতাপ সে তো আর ভুলে মানে না।

তার   আঁখিজলে ঝরে শান্তির ধারা—অঝোর বেদনা নয় সে,
গাঢ়   শোকের আঁধারে উজলে অশোক ক্ষুধাছলে সুধা বয় সে,
দেখে   যুগে যুগে তুমি আসো করুণায়—গায় তারি জয় জয় সে,
কৃপা   বাহিরে গোপন রাখে বাণী তার—অন্তরে কথা কয় সে।

আমি   জানি—তাই মানি…
আমি   অন্তরে তব বাঁশরি শুনেছি, তাই বঁধু আমি জানি…
আমি   বিরহে তোমায় জানি, আমি মিলনে তোমায় জানি…
আমি   বাদলে তোমায় জানি, আমি কিরণে তোমায় জানি…
আমি   তিমিরে তোমায় জানি, আমি তপনে তোমায় জানি…
আমি   জীবনে তোমায় জানি, আমি মরণে তোমায় জানি।

শক্তিময়ী

মন্ত্র জ্বালাও মন্ত্রময়ী,
চলার পথে যুবন্ প্রাণে।
ক্লান্তে করো দিগ্বিজয়ী—
তোমার দুঃসাহসের গানে।

রুদ্ধ হৃদির পাষাণ-কারা
ধ্বংস করো—উৎসধারা
উচ্ছলি' মা হিরণ্ময়ী,
নামাও জ্যোতি জীবন-বানে।
অন্ধকারে শক্তিময়ী
বহ্নিমন্ত্র জ্বালাও প্রাণে॥

জানি জানি—তোমার অচিন
মন্ত্র ওঙ্কারিত হিয়ায়।
জানি—তোমার দীপ অমলিন
ঝঙ্কারিত মর্ম্মগুহায়।

জানি—অমাও ধেয়ান ধরে
আকাশ-আলোর; তাই তো ভরে
বন্দী পাতাল তোমার নবীন
মুক্তি-দোদুল মঞ্জরিকায়।
জানি—নয় ও-মন্ত্র অচিন,
ওঙ্কারে অঙ্কিত হিয়ায়॥

সে-ওঙ্কারে মা চিন্ময়ী,
তন্দ্রানিগড় ছিন্ন করো।
এসো বিশাল বরাভয়ী,
সৌদামিনীর মূর্তি ধরো ;

যার তরঙ্গ-শিরে লেগে
পঙ্গুবুকে ওঠে জেগে
পাথার-তরণ জগজ্জয়ী
বীর্যবিভা—শঙ্কা হরো।
যুগান্তরা জ্বলন্ময়ী
ভয়-জড়িমা ভস্ম করো॥

তোমার দীপ্তি-দুলাল আমি—
এই প্রতীতি জাগাও প্রাণে।
বাজাও বাজাও দিবসযামী
তূর্য—সূর্য-অভিযানে।

দাও ধাঁধিয়ে অন্ধ পুরী
উদ্ভাসি' ঐ নীল মাধুরী
শৈলবালা ! এসো নামি'
ভাসিয়ে মরু শ্যামল বানে।
তোমার দীপ্তি-দীক্ষাকামী
সন্তান আজ—এসো প্রাণে॥

১৯৩৬

দুরভিসার

তব চির চরণে দাও শরণাগতি।
এসো ফুল-সারথি আলো ধরিতে বনে॥ (১)

আমি চাহি গভীরে তব অকূল-স্বনে
ঘন তুফান-তীরে ধ্রুব- তারা-স্বপনে॥ (২)

তুমি জানো তো প্রিয়, মোর প্রাণ-দুরাশা,
যাচি শুধু অমিয় তাই বহি পিপাসা॥

এসো ছায়া-পাথারে দলি' মায়া-আঁধারে
সহ দুরভিসারে তব দুখ-বরণে॥ (৩)

আঁখর

(১) আমায় দাও হে শরণ দাও···
আমায় চরণে টানিয়া নাও···
বঁধু জীবনে মরণে।

(২) যারা চায় না চরণ—যাক্ বরিয়া কূলে;
আমি অকূল-মরণ তরে উঠেছি দুলে।

(৩) আমার সুখে যে ভরে না প্রাণ,
বঁধু, তাই করি অভিমান;
পাতে কান যে জলদে
তটিনীর স্রোতে
চায় সে কি সুখ-স্নান!

কলিকাতা, ১৯৩৭

দুর্গা

মাগো, এক হাতে তোর রূপ সংহার, আন হাতে শুভ সৃষ্টি,
তাই বিরহের বুকে আজো ঝরে ফুলশয্যার সুখবৃষ্টি।

মাগো, এক হাতে তোর করাল কৃপাণ, আন হাতে সখী-শঙ্খ,
তাই মন্থর মেঘমন্দিরে বাজে বিদ্যুৎ-জয়ডঙ্ক।

মাগো, এক হাতে তোর নিশীথ শ্মশান, আন হাতে উষা-বরাভয়,
তাই চিরবিদায়ের ক্ষণে নাই তোর নব-উদয়ের পরাজয়।

মাগো, এক হাতে তোর আশাঝরা ব্যথা, আন হাতে প্রেম বিকশন,
তাই ভরিয়া আঁধার কাঁপে অনিবার পূর্ণিমাহাসি-শিহরণ।

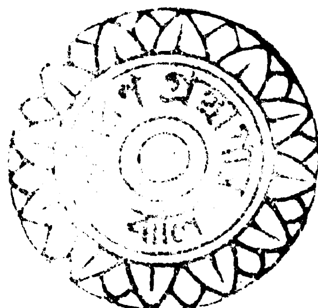
মাগো, এক পায়ে তোর কলকল্লোল, আন পায়ে গাঢ় শান্তি,
তাই যুগান্তরের সান্ধ্য অচলে জ্বলে রবি-অভ্রান্তি।

মাগো, এক পায়ে তোর তাণ্ডব তাল, আন পায়ে মধু-সুপ্তি,
তাই প্রলয়ের মাঝে নাই তোর নব জীবন-লীলার লুপ্তি।

মাগো, এক পায়ে তোর সীমার মুক্তি, আন পায়ে ধরাবন্ধন,
তাই জল চায় মেঘে শ্যামল মুক্তি, মেঘ চায় জলদর্পণ।

তুই দ্বন্দ্বের আলোছায়ায় ঝরাস সুষমার মহানন্দ,
রণি' বহ্নিবিষাণে নিভৃতি-নূপুর, গরলে অমৃত ছন্দ।

কলিকাতা, ১৯৩৭



অভাবনীয়

শ্যামল-মুরলী উঠিল উছলি' বিরহ উজলি' বিজলিভায়।
কে গো প্রিয়তম নীল নিরুপম ঝরিলে হে মম যুগ-তৃষায় !
দেখেছি স্বপনে করুণা যাহার,
যে-অরুণ বিনা ভুবন আঁধার, (১)
সেই তুমি আজি সুরে সুরে বাজি' এলে কি হে সাজি' রূপমালায় !
যার বাঁশি তরে রজনীবিহান
পথ চেয়ে রয় পথিক পরাণ (২)
সে-তুমি মোহন, এলে কি শরণ শিখাতে বরণ-মূরছনায় !
যার দীপবরে ফুলে ছায় শাখী,
স্মরি' নীল যার পাখা পায় পাখি, (৩)
সে-তুমি সুদূর, এলে কি নূপুর রণিয়া মরুর বিফলতায় !

আঁখর

(১) যার ভুবনমোহন কান্তি আনে আঁধারে আলোকশান্তি,
যার ভুবনভোলানো আলো ধূলি- জীবনো বেসেছে ভালো,
সেই তুমি নাথ রাঙালে প্রভাত, ঝলি' দুখরাত সুখঊষায় !

(২) যার সঙ্গীত শিখা জ্বালি, পায় নয়ন কিরণমালী,
যার সুঠাম ঠমক শুনি' নামে মরুবুকে সুরধুনী,
সে-তুমি অতুল বাঁশিতে বিপুল দুলিলে দোদুল মধুরিমায় !

(৩) নিতি অকূলের আবাহনে যার নূপুর-মুরলী স্বনে,
যার চরণ শরণ বরে চির মরণো সরমে মরে,
সেই তুমি এলে নীলপাখা মেলে আলোশিখা জ্বেলে কালোকারায় !

সেদিনে

প্রিয় ! দিও হে শরণ শীতল চরণে—দিন মোর যবে ফুরাবে
যেন তুফানেও জপি তারকা লগনে—দিন মোর যবে ফুরাবে
এসো ধূলায় উজলি' অরুণ-তীর্থ
যমুনা-মুরলী-করুণা-স্নিগ্ধ,
যেথা বেণু তব বাজিবে বিজনে—দিন মোর যবে ফুরাবে। (১)

হোক প্রাণ সুরভিত পূজা-পরিমলে,
গান বিকশিত আশা উচ্ছলে,
কালো যত হোক আলো-আরাধনে—
দিন মোর যবে ফুরাবে। (২)

তুমি হে দীপঙ্কর, দিও দীপদান, (৩)
ক্লান্তির শেষে শান্তি শিথান,
ধূসরের বুকে সুনীল-বরণে—
দিন মোর যবে ফুরাবে।

আঁখর

(১) প্রিয়, তোমার বাঁশরীবরে মরুবুকে সুরধুনী ঝরে,
হৃদি যমুনার কালো জলে চির-করুণার আলো ঝলে

(২) প্রিয়, তোমা বিনা প্রাণ পুরে বলো কেমনে অমিয় ঝুরে ?
নীতি তোমারি তো পরশনে দুখ সুখ হয় শিহরণে।

(৩) প্রিয়, দিও দিও দীপদান
রবি- মরণে দিও ধ্রুবতারা-দীপদান।

করুণা

এসো মা আরতিময়ী, পূজারী-পরাণপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলন সুরে।

অরুণ-আশিস- রাগে
করুণা যেমন জাগে
বাসনা-বাঁধনে এসো স্বপন-ফুল-নূপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলনসুরে ॥

তুফানে যেমন তরী
চলে ধ্রুবতারা বরি'
লহ তব অভিসারে—নিয়ে যাবে যত দূরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলন-সুরে ॥

দিয়ে উষা-করতালি
যেমন কিরণমালী
আলোর কবরী বাঁধে কালোর ছায়াচিকুরে,
বেসুরে এসো মা সাধে মাধুরী-মধুর সুরে ॥

দক্ষিণেশ্বর, ১৯৩৮

বুলবুল

বুলবুল মন! ফুল-সুরে ভেসে
চল নীল-মঞ্জিল-উদ্দেশে।

অম্বর বাঁশরী ঐ ডাকে—"আয়!"
পিঞ্জর পাসরি' চল্ অধরায়।

এ ধরায় দে বিদায়,
অধরায় প্রাণ চায়!

ঐ শোন্ আলো গায় ভালোবেসে—
"ফিরে আয়, নীড়ে আয়—দিনশেষে।"

চল্ দূর বন্ধুর উদ্দেশে
চিরচরণের শরণের রেশে

চরণে   শরণে
জীবনে   মরণে।

১৯৩৮

অকূলাশী

অকূলে সদাই চলো ভাই, ছুটে যাই।
ভালোবেসে বাঁশিরেশে ডাকে যে সে—"ভয় নাই।"
ধাও প্রাণ! গাও গান—"বরদান এই চাই—
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই।"

রঙিন মেলায় বাসনায় উছলি'
শুনি হায়, আলেয়ায় ধ্রুবতারা-মুরলী।
ধাও প্রাণ! গাও গান—"বরদান এই চাই—
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই"

অপার-বিজয় বরাভয় স্বনিল!
হৃদিতারে ঝঙ্কারে সে-রাগিণী রণিল!
ধাও প্রাণ! গাও গান—"বরদান এই চাই—
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই।"

১৯৩৮

নির্ঝরিণী

নিঝরধারা !   শিহরধারা !
কার পূজারিণী   আপনহারা
    গান গাও কুলুকুলুধ্বনি ?—মিলনমণি
অঙ্গে অঙ্গে চমকে তোমার ?   আলোপারাবার
    ডাকে যে তোমায়, ডাকে যে তারা !
    তাই কি উধাও—নিঝরধারা !

লো চঞ্চলা !   কলোচ্ছলা !
আনন্দ কার   সুর-উপলা
    নূপুরিকা, হেন দিনরজনী   সাধো সজনী ?
নৃত্যে কার বা উঠিলে তুমি   রূপে কুসুমি'
    অলখ বঁধুর বাঁশি-বিভলা
    তাই ধাও বুঝি নীলাঞ্চলা ?

শান্তিময়ী !   কান্তিময়ী !
ছন্দে যে তুমি   দিগ্বিজয়ী !
    লক্ষহারা তো নহ গমনে,   চলচরণে,
    পুলকে তোমার সাধিলে যারে   বাঁধিলে তারে
    অশ্রুমালারো বরণে অয়ি !
    দূরভিসারিণী স্বপ্নময়ী !

কাশ্মীর, ১৯৩৮

জোনাকি

বলো ছায়া কি আকাশ তব ওগো জোনাকি ?
যেথা আলোর পাখি,
মেলি' পরীর ডানা গাও—"আঁধার-মানা
না না মানি না—আমি যে আনি' রঙের হোলি।"
ওগো ক্ষণবিজলি ! তাই তোমারে ডাকি
মোরা ক্লান্তি-কারায়, ভুলি—তুমি যে পাখি
হায় দূর-বিবাগী !

মোরা মুক্তিমন্ত্রছবি হারায়ে পাখি
কালো কামনা আঁকি।
তাই তোমারে সাধি, ধরা না দিলে, কাঁদি···
শুনে করুণায় ফিরে হেসে শান্তি ঢালো,
সাঁঝে বাসিয়া ভালো তারে রবির রাখী
বুঝি পরাবে মণির মালা গাঁথো জোনাকি,
পাখা-প্রদীপে পাখি !

মোরা অরুণবিবাগী, তাই তিমিরে থাকি'
নিশা বিরহে জাগি।
তুমি উষাদুলালী তার মিলন-তালই
সাধো নৃত্য-আরতি-রাগে, তাই কি তোমার
তনু জ্যোতির্ঝঙ্কার রহে ঘেরিয়া পাখি !
মোরা অদীপ্তি-দাহ সহি, তুমি জোনাকি,
শুধু আলো-সোহাগী।

কৈলাসপতি

উদার গম্ভীর তুষার-মন্দির-শঙ্খে মুক্তি-মৃদঙ্গে
দিকে দিগন্তরে ধ্বনিয়া অন্তরে জাগো হে নৃত্যবিভঙ্গে।

গভীর ওঙ্কার মন্ত্রে
উছলি' স্বপ্ন-অনন্তে
দাও চিরাশ্রয়, হে শিব বরাভয়, তোমার আলোকিত অঙ্কে
মায়ার বন্ধন দহিয়া হে পাবন জ্যোতির্গঙ্গাতরঙ্গে।

তোমার দুন্দুভি-তূর্য
স্বননে ব্যোমে ঝলে সূর্য,
তোমার করুণায় গগন পরিখায় কুসুম বিকশিল পঙ্কে
সর্বহারা তুমি তোমার মণি চুমি' তারকা শোভে ধূলি-অঙ্গে

এসো চিরোজ্জ্বল-কান্তি!
বিছায়ে তুঙ্গ প্রশান্তি
বাজাও শঙ্কর তাল শুভঙ্কর অলোক ডম্বরু-ডঙ্কে
শিখর-সঙ্গীতে ঝলকি' ভীরুচিতে নীলিমানন্দ অশঙ্কে।

কাশ্মীর, ১৯৩৮

আবির্ভাব

রূপে বর্ণে ছন্দে
আলোকে আনন্দে
কে এলে গো মেলে পাখা!
শ্যামল বসন্তবীথি
বিছালো গন্ধ গীতি
দিগন্তে শৈল আঁকা!
আকাশে হাসে রাকা!
(রাকা—রাকা—রাকা—হাসে রাকা)

তুধারে তালে তালে
সুরসুন্দরী কে ঢালে
রাগমালা—দোলে শাখা!
মিটালে কে পিপাসা
জাগালে ভালোবাসা
অনন্ত-স্বপ্ন-মাখা!
আকাশে হাসে রাকা!
(রাকা—রাকা—রাকা—হাসে রাকা)

আঁখর

সুরে সুরে সুরে ফুলে ফুলে ফুলে
রূপে বর্ণে ছন্দে'
তালে তালে তালে তুলে তুলে তুলে
আলোকে আনন্দে
এলে কে—এলে কে—মেলে পাখ'—মেলে পাখা!

চিরসাথী

তুমি কাছে এসো চিরসাথী!
জপি' তোমার কমলকান্তি উজল হবে যে অধীর রাতি।

বঁধু, তোমার উষার আশায় আমার সঙ্গীতদীপ জ্বালি, (১)
গাই— "ধুসর জীবনে তব শিহরণে কাঁপিবে কিরণমালী।" (২)
জানি, ঝলিবে সেদিন তব অমলিন বিজয়-বাঁশরী-বাতি
যবে মূর্ছনা-আলো-ঝঙ্কারে ভালোবাসিব তোমারে সাথী!

বঁধু, তব তারা-ব্রত যাপিতে নিয়ত চলি বেয়ে তরীখানি (৩)
জানি বিরহেরো মাঝে আনন্দে বাজে মিলনমুরলীবাণী।
জানি দূরে থেকে হাত ধরো, তাই নাথ তৃষার আসন পাতি'
আজো অন্ধ তমসা ছন্দ হরষা করুণায় ওঠে মাতি'। (৪)

আঁখর

(১) তুমি অরুণমণি—তব উষা চেয়ে জাগি রজনী,
হিয়ার সন্ধ্যামন্দিরে জ্বালি স্মৃতি-উষা-শিখা চিরন্তনী।
(২) আমি জানি যে মনে—রবিছবি তব ছায়াজীবনে—
বাজিবে কাঁপিয়া মেঘকাননে—
(৩) বাহি' স্বপনতরী—তারা-জাগা রাতে উঠি শিহরি'
তোমার তারার দূর-অভিসার তুফানেও আমি স্বপনে বরি।
(৪) তুমি আনো যে আলো—ফুলের আলো
তাই তো জীবনে মিলায় কালো—কাঁটার কালো;
ম্লানিমায় তুমি নীলিমা আলো,
তুমি আনন্দ-মলয়ছন্দ কুসুমকরুণা তাই তো ঢালো।

১৯৩৮

সমাধান

শিখিচূড়াধারী স্বপন বিহারী
বাজায় বাঁশরী রে !
কুঞ্জের ধারে যমুনা-কিনারে
ডাকে সে আ মরি রে !

বাঁশি শুনে কেউ যমুনায় ধায়,
কেউ বলে—"সই, দেখবি যদি আয় !"
কেউ বা মুরছায় সহসা—না পেয়ে সন্ধান।
কেউ বলে—"আর ধৈরয না ধরে,"
কেউ বা হারায় কুল মুরলীর স্বরে,
কেউ অকূলে কূল দেখে ধায় আনন্দে উজান !
কেউ উছসি' হাসে, শুধুই হাসে,
উচ্ছলি' কেউ শুধুই কলভাষে,
কেউ ফেরে তায় খুঁজে—শুনে ঘরছাড়া তার তান।
কেউ বলে—"কই, কোথায় বাজে বাঁশি ?"
কেউ বলে—"ঐ ! আয় না দেখে আসি।"
অচিন বাঁশি প্রাণ উদাসী করে—এ কোন্ টান ?

গাগরিতে হয় না ভরা জল,
পথের কাঁটায় চরণ অচঞ্চল,
মন বসে না কাজে—জাগরণ স্বপনে লয় !
কেউ বা শুনে লুটায় আঙিনায়,
লুটোপুটি কেউ বা ধুলায় হায় !
অশ্রু-ছলছল রহে কেউ বিরহ-তন্ময় !

হেসে তখন বলেন রসরাজ—
"শোন্, তোদের এক উপায় বলি আজ,
উন্মূল না হ'লে বেণু রবেই বাঁশির ভয়।
বেণুর কুলে না যদি রয় কেউ
থামবে বাঁশির দুকূলভাঙা ঢেউ
কর্ তোরা তাই বেণুবীথি লুপ্ত ভুবনময়।"

নিষ্ঠুর

যদি অন্তরে দেখা দিলে ওগো প্রিয়তম!
তবে কেন গো বিধুর রাখিলে দুটি নয়ন?
যদি হৃদয়ে শুনালে বাঁশি তব নিরুপম
তবে কেন করো হেন শ্রবণেরে উনমন?

প্রাণে জাগায়ে প্রেমের জ্যোতির্মন্ত্র-দিশা
কেন মোহমায়া-মেঘ নিভাও ক্ষণে ক্ষণ?
যত চাই আমি উষা—রচো আড়ালের নিশা
যদি রবে সুগোপন—ডাকিলে কেন মোহন?

আলো রসের সিন্ধু হ'য়ে কেন হে উছল!
করো ফুলহীন কান্তারসম এ-জীবন?
যদি তুমি চন্দন-স্নিগ্ধ সুখশীতল,
কেন বহ্নি-বিরহে আনো এ-খরদাহন?

১৯৩৮

তারার দিশা

ওগো বিধুরা তারা! তুমি তন্দ্রহারা কার ধ্রুব শরণে?
কার পথ চাহিয়া দীপ-খেয়া বাহিয়া এলে দিন-মরণে?
কার বরণে তারা!
তুমি শ্রান্তিহারা?

তুমি চির-বিরাগী, জাগো কাহার লাগি' ঐ নীল শয়নে?
চারি- ধারে করো কার কায়া-সুরভি বিথার—ছায়া ফুল চয়নে?
কার ধেয়ানে তারা!
তুমি শ্রান্তিহারা?

মেঘ- ঢেউয়ে গগনে তৃষা- অনুসরণে তুমি কোথা ভেসে যাও?
যার বরে উজালা তব রূপসী ডালা, তারি তরে কি উধাও—
তব তরণী, তারা!—
প্রেম- লহরে হারা?

তুমি কত যে দূরে, তবু কাছের সুরে তব যে-কিঙ্কিণি
বাজে অন্তরে মোর— গাও তারি কি অঝোর সুর-সুধা-রাগিণী—
নভো- বীণায়, তারা!
চির- ভ্রান্তিহারা?

তাই গোধূলি-হিয়া ওঠে উচ্ছলিয়া বুঝি তোমারে বরি'?—
কূল- মুগ্ধা আশা পায় অকূল-ভাষা তব আরতি করি?
মোরা তাই কি তারা!
তব সুদূর-হারা?

১৯৩৮

বিনতি

যাচিয়ে নিবি—এমন নিকষ
আঁধার ঘরে কোথায় তোর ?
অশ্রু যদি মালা না হয়—
বেদনা রয় শুষ্ক ভোর।

জ্বালতে বাতি চাইলি না মন !
দেখতে তো তাই পায়না নয়ন,
আসবে ব্যথাই—না যদি তোর
কাটে অভিমানের ঘোর।
বরণমালা গাঁথলে—তবেই
ফুল হবে তোর আঁখিলোর।

পরম চাওয়ার মুকুল প্রাণে
ফুটিয়ে আগে বাস্ রে ভালো।
আলোর আলো না চাইলে বল্
কোন্ উদয়ে ঘুচবে কালো ?

দেখতে যদি চাস ওরে মন !
খোল্ ঠুলি, খোল্ গর্ব-বাঁধন,
নৈলে শুধুই সাধবি বাঁধন
চলার পথে জীবনভোর,
শরণ ক্ষুধার আবাহনেই
নামে সুধার ঢল অঝোর।

আসা-যাওয়া

আঁধারের ভোরে গাঁথা
আলোকের মণিমালা।
গগনের দেবালয়ে
স্বপনের প্রদীপ জ্বালা।

অচেনার রূপ-উদাসী
চেতনায় বাজে বাঁশি,
বেদনার অশ্রু-ফুলে
অজানার গন্ধ-ঢালা।

মলয়ে মিলায় যে-সুর
শিশিরে পাই যে তারে ; (১)
মরণে আসে ফিরে
জীবনে হারাই যারে। (২)

যারে চায় যুগের তৃষা
রজনী অনিমিষা,
জেগে রয় স্মৃতির বুকে
তারি নয়ন নিরালা। (৩)

আঁখর

১) প্রভাতে মিলায় যে-সুর নিশীথে পাই যে তারে।
২) বিরহে আসে ফিরে মিলনে হারাই যারে।
৩) এ-কেবল আসা-যাওয়া হারিয়ে ফিরে-পাওয়া,
ফোটে ফুল ঝ'রে যেতে ঝরিলেই ফোটার পালা।

চিরাশী

তোমারি ভালোবাসা তরে আশা গভীরে মিটাও।
(তোমার ঐ ভালোবাসার আলো-আশার সুরভি বিলাও)
করুণায় এসো কাছে, হিয়া যাচে—শরণ শিখাও।

কাঁটা সব কুসুমি' নাথ, রাঙো প্রভাত রজনীবনে।
(মিলনের হাসিফুলে এসো দুলে কাঁটার বনে)
বাঁধনে ওগো সুদূর, নভোনূপুর ভুবনে বাজাও।

আঁধারে চাহি যারে বারে বারে আলোকে ভুলি !
(যারে চাই মৌন হিয়ায়— মুখরতায় কেমনে ভুলি !)
স্মরণের চিরশিখা আরতিকা বরণে জ্বালাও।

জানি না চিরসাথী, তব বাতি কেন নিভে যায় !
(জ্বলে যে গহন প্রাণে— কলতানে কেন নিভে যায় !)
যে-তারা ধ্রুবরাগে ডাকে ডাকে তারি আলো দাও।

১৯৩৯

তারার তরী

তোমারি তারকা-তরণী বাহিয়া
অকূলে তুফানে চলিব গাহিয়া।
রজনী নামিলে জপিয়া অরুণা
বিরহে সাধিব মিলন-করুণা।
আঁধার-পিয়াসে ঘনালে বেদনা
তোমারি ধেয়ানে জ্বলিবে চেতনা
সেদিনে মুরলী উঠিবে বাজিয়া
ঊষরে শ্যামলী হাসিবে সাজিয়া।

নীলিমা-কিরণে মরিবে তমসা
বিয়োগে অশোকে ঝরিবে বরষা।
কাননে কাননে নিঝর-ঝলকে
তুলিবে অলকা কুসুম-অলকে।
ললিতা লাবণী সুষমা-নূপুরে
রণিবে সমীপে রণিবে সুদূরে।
সেদিনে শরণ-সাগরে নাহিয়া
চলিব বরণ-তরণী বাহিয়া।

কলিকাতা, ১৯৩৯

দীপক

জ্বলে কি আলোর আলো তুমি যদি নাহি জ্বালো ?
পারি কি বাসিতে ভালো তুমি না বাসালে ভালো ?
তুমি ধরো বাঁশি ব'লে সুরধুনী সে ঝরালো।

নয়নে নয়নমণি, (১)
জীবনে জয়ধ্বনি, (২)
কাননে কুসুমবীথি,
পরাণে চির-অতিথি,
কে বলে তোমারে কালো
তুমি যে আলোর আলো !

এসো হে গগন-গানে, প্রিয়তম,
বিরহে মিলন-তানে নিরুপম !

এসো হে বাজায়ে বাঁশি
করুণে অরুণ-হাসি
তোমারি তরে উদাসী,
পিয়াসী,
শিখাও বাসিতে ভালো।

আঁখর

১) আঁখিমন্দিরে তারা প্রতিমা
২) আঁখির আকাশে দৃষ্টিতারা

১৯৩৯

নিবেদন

শ্রীচরণে নিবেদনে জানাই এ-মিনতি—
"ছায়ায় আমার জাগাও তোমার আকুলতার জ্যোতি। (১)
অশ্রু-সাঁঝে এসো কাছে হ'য়ে ব্যথার ব্যথী
ফুলের বাঁশি বাজিয়ে—নাশি' কাঁটার ক্ষত ক্ষতি।

"কূলে কূলে দুলে দুলে বিলাও অকূল-আলো, (২)
সুরে সুরে নীল নূপুরে উধাও শিখা জ্বালো,
গানে গানে উছল বানে বহাও রূপের গতি,
তোমার আশায় তোমার ভাষায় জ্বালাও প্রেম-আরতি।

"তোমার আঁখির মিলন-মদির বিরহে মোর ঢালো,
তোমার হিয়া সব সঁপিয়া চায় বাসিতে ভালো,
সেই শিহরে ধায় সাগরে আমার বিধুর নদী, (৩)
সীমা তরি' অসীম বরি' হোক সে নিরবধি।

আঁথর

১) ছায়ায় আমার জ্বালো—তোমার আকাশ-আকুল আলো
আমার ঘুচাও সকল কালো—নাথ, বাসাও তোমায় ভালো।
২) কূল ছাড়ি না—নৈলে যে মোরা কূল ছাড়ি না—
অকূল আলো নৈলে যে মোরা কূল ছাড়ি না
৩) হিয়ার নদী—তোমার বন্দনে নীল চিরন্তনে ধায় যে মোর আশানদী

১৯৩৯

বঁধুবাঁশরী

মধু-মুরলী বাজে মরমমাঝে শ্যামল ছন্দ কাঁপনে
কী কাঁপনে কী কাঁপনে !
নৃত্যতালে আলো জ্বালে সে-সুঠাম,
গীতিরাগে প্রীতি জাগে অভিরাম,
(গীতিরাগে ভালোবেসে
আনে নৃত্য স্বপনরেশে
আনে অভিরাম
নব ঘনশ্যাম
ঐ নাচে নাচে নাচে নাচে নাচে নাচে গো)
প্রেমঘন বৃন্দাবন সাজে
ফুলের বনে, সুরের স্বনে, স্বপন-ক্ষণে।

বাঁশিতানে সে যে আনে দাহনা
সুদূরিকা নীহারিকা-সাধনা
(বাঁশি নয়, এ রাশি রাশি দাহনা
উন্মাদনা···উদ্দীপনা······সম্মোহনা)
ভালোবেসে শিখাতে সে আসে
(গহন মনে...অবন্ধনে···প্রিয়তম···নিরুপম
গহন বনে···অবন্ধনে···চিরন্তনে
(বাঁশরী বাজে, বঁধু-বাঁশরী বাজে, বঁধু বাঁশরী বাজে
বাঁশি বাজে—বাজে—প্রাণমাঝে—বাঁশরী বাজে—শোনো
বাঁশরী বাজে—
বনমাঝে—মনোমাঝে—মুরছনে—মনোবনে
কী কাঁপনে, কী কাঁপনে, কী কাঁপনে !)

একান্তী

আজিও তোমারে সাধিতে শিখিনি গানে।
চেয়েছি আঁধারে দীপটিকা অভিমানে।
ছন্দে তোমার এসেছে আভাস,
গন্ধ তোমার এনেছে বাতাস,
ফুলের ফোয়ারা ঝরায়েছি কলতানে,
শুধু, ধ্রুবতারা করিনি বরণ প্রাণে।

রূপে তুমি রাজো—জানি, সুন্দর, জানি।
গুণে তুমি আছো, তাই তো গুণীরে মানি।
তবু সঙ্গীতে তোমার আরতি
সন্ধ্যা জ্বালেনি, হে প্রেমসারথি!
গভীর গহনে অধীর আত্মদানে
তোমার চরণে চাহিনি শরণ প্রাণে।

নিশি করো ভোর, প্রভাতবন্ধু মম!
গান প্রিয় মোর, তুমি হও প্রিয়তম!
রাগিণী দোলায় দুলিব না আর,
আজ শুধু চাই চির-অভিসার
অচিন মধুর অকূলের কূল পানে
দূরে যাক সুর, তুমি থেকো প্রাণে প্রাণে।

১৯৪০

না-চাহিতে

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ
ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে।
কী পেয়েছি তার কী গাহিব গান
কী দিয়েছ হায় কহি কেমনে!
(বলা কি যায়—বঁধু, তোমার দানের কথা বলা কি যায়?
ওগো, যে পেয়েছে সেই জেনেছে, জানেনি যে সে কি বুঝিবে হায়!)
না চাহিতে যে গো সকলি মিলিল
অহেতুক প্রেমে দিলে গহনে:
অতীতের দিশা-চিহ্ন মুছিল
নবীন দিশারি-ছবি-বরণে।
(বঁধু, এই তো তোমার দান—তুমি চাহো না তো প্রতিদান
তব করুণা নিরভিমান
তুমি না চাহিতে দাও, কিছু নাহি চাও, ওগো করুণানিধান!)
ছিল না যাহার কোন দাবি দাওয়া
তারে দিলে তব চিরন্তনে।
যা কিছু পেয়েছি সবি, প্রিয়, পাওয়া
তব চরণের অনুসরণে।
(তার কোথা বলো দাবি-দাওয়া?—যার সম্বল শুধু চাওয়া
তবু হে পরশমণি, নিতি করো ধনী, তাই হ'ল মোর পাওয়া
হ'ল না-চাহিতে সবি পাওয়া।)

অবাধ্য

মা কৃপা তোমার আছে জানা
চাইলে পরেই যত "না না" !
তোমার চাঁদের পানে হাত বাড়ালেই মেঘ আড়ালের কতই মানা।
তোমার ছলনা আর সইব না তো, রইব না আর ধৈর্য ধ'রে
এবার ডাকব তোমায় সাঁঝ সকালে, জাগরণে, ঘুমের ঘোরে।
মাগো যতই আমি তোমায় ডাকি
বলবে তুমি "কাছেই থাকি,"
শুধু ছুঁতে গেলেই লুকোচুরি—ধরতে গেলেই নেই নিশানা।
তুমি কাছেই আছ মানবো না আর কাছে থেকেও রইলে দূরে,
আমি শুনব না আর তোমার কথা—সাধব তোমায় সকল সুরে।
দেখি লুকিয়ে থাকো কেমন ক'রে
দেশে থেকেও দেশান্তরে।
এবার জ্বালবো আলো চাওয়ার দীপে চিনতে তোমার
ঠিক ঠিকানা।

আঁথর—রামপ্রসাদী

আমি শুনব না আর মানা
আঁধার যতই দেবেই হানা,
আমি শুনব না যে জানি তোমায়—রও যদি অজানা
আমার চাওয়ার দীপে জ্বললে শিখা মিলবে ঠিক ঠিকানা।

ভবানী

কোন্ রতনে সাজাই চরণ ?
নয় যে কিছুই মনের মতন।
সাজাব কোন্ অলঙ্কারে
নিখিল যেথায় যাচে শরণ ?

রূপ দেখে যার শিব উদাসী
কোন্ মালা তার গাঁথব গানে ?
প্রতিধ্বনি কী দেবে দান
জয়ধ্বনির প্রতিদানে ?

তবুও তোর বহ্নিকণা
শিখার তরেই রয় বিমনা,
যে-আলো ফুল ফোটায়—সে-ই তো
ফুলকে শেখায় আলোর বরণ।
ভালোবাসাই বাসায় ভালো,
করুণার মা এম্‌নি ধরণ।

১৯৪০

উষামালিকা

তোমারি বিরহের রাগে
আমার প্রাণ রঙে ছায়।
উদাসী ছায়া-ঢেউয়ে জাগে
আকাশ-আলো করুণায়।

বাহিনি-তরী অভিসারে,
চাহিনি দিশা পারাবারে,
সাধিনি ধ্রুব-তারকারে
ডাকে যে—"আয় আয় আয়।"

দীপিলে যবে দীপালিকা,
চেয়েছি আমি আলেয়া যে!
সমীপে এলে সুদূরিকা
বলেছি—"আমি মানি না যে!"

আসিলে তবু চিরসাথী!
জ্বালিলে প্রেমে চিরভাতি,
নিশার ফুলে তাই গাঁথি
উষার মালা সুষমায়।

১৯৪০

অনন্য

তোমার চরণের ভিখারি হ'য়ে নাথ
কাহার কাছে হাত পাতিব ?
গঙ্গাতীরে বেঁধে কুটীর, কোন্ মুখে
শিশির-জল সুখে চাহিব ?

ম্লান অকিঞ্চন কী গুণে পাবে তব
সভায় গৌরব-আসন ?
নিশীথ সম্বল করি' কেমনে হায়
অরুণ-করুণায় সাধিব ?

দীনতারণ তুমি আপন মহিমায়,
তাই তোমার পায় চাই হে ঠাঁই।
সফল করো মোর স্বপন নিরুপম
তোমারে প্রিয়তম জানিব।

শ্যামল নাম যার পঙ্কে বীজ বুনি'
কুসুম-সুরধুনী উচ্ছলে
শরণ-অধিকার ছাড়িয়া আজি তার
বরণমালা কার গাঁথিব ?

১৯৪১

শক্তি

(লঘুগুরু ছন্দ)

সুখবাসনা মা করি' সমর্পণ চাহি চরণে চিরশরণ।
তব শঙ্খ বাঁশরি মন্দ্রি' উল্লসি' কর' বিলুণ্ঠিত দুখমরণ।
মা ত্রিনয়নী! ঐ রূপচাহনি মেলিয়া কর' লুপ্ত আজ
যত মলিন-মন্থর জীর্ণ-জর্জর ক্রন্দনাতুর দুঃখলাজ।

যুগ-প্রলয় ডঙ্কা ধ্বনিল হিংসা অগ্নিবর্ষণ তাণ্ডবে
ভয়মূঢ় জনমন নিরখি' নিষ্ঠুর লোল সংহারোৎসবে।
কর' অসুরসৈন্যে নিধন খড়্গে বাহি' নবযুগ সূচনা।
জপি নাম নিভৃতির অন্তরে মা যাচি করুণা-বন্দনা।

চিত ভ্রান্তিমোহে মুগ্ধ, এসো তারকা উদ্ভাসিয়া
তব বীর্যরাগে জাগি' শঙ্কাবক্ষ অভয়ে ভাতিয়া।
যত আর্তযন্ত্রণ ক্ষুধিত বেদন সহিব—শক্তির সাধনা
করি' বরণ আনিব অমর চেতন—মাগি সে-উদ্দীপনা।

দলি' করুণ তামস অরুণমণি তব আজি সাধিব মন্তরে
তুমি জ্বালিবে তব জ্যোতিরুৎসব মেঘ-ম্লান-দিগন্তরে।
নব অংশুমালা পরি' কপালী, এস মঞ্জুল মূর্ছনে
মা, গগনগঙ্গা-রাগিণী তব নিঝরি' অবনী-অঙ্গনে।

কোরাস

সব বন্ধনে তব প্রার্থি অম্বর-মুক্তি-দীক্ষা শঙ্করী।
কর' দিব্য উদয়ে আজি খণ্ডন অন্ধতা অশুভঙ্করী।

১৯৪১

তরঙ্গে

মনরে আমার! ঢেউ তুলে চল্ অকূল-উধাও অভিসারে।
অরুণমণি জ্বলে উছল—তুফানফণীর আঁধার পারে।
মায়ার মানা শত শত
দেবেই হানা ভাঙতে ব্রত,
কূলের বাঁধন চল্ কেটে মন, অকূল আশার অভিসারে,
কান পেতে শোন্—ডাকে স্বপন তারা-প্রেমে পারাবারে।
আলোর কমল তোরি প্রাণে,
মেলবে সে দল দীপকতানে
বেদনারি ছায়াবুকে রয় লুকিয়ে চেতনা রে,
কান পেতে শোন্—ডাকে স্বপন তারা-প্রেমে পারাবারে।
বরণ ক'রে দূর-পিপাসা
কোন্ অদূরে বাঁধবি বাসা?
চির-ক্ষুধা মেটে কি মন, বিনা সুধার অধিকারে?
কান পেতে শোন্—ডাকে স্বপন তারা-প্রেমে পারাবারে।

১৯৪১

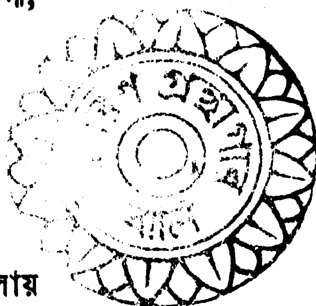
বৈরাগী

দিয়েছ যদি ঠাঁই তোমার শ্রীচরণে,
গাহিতে পারি যেন অকূল শিহরণে :
বিদায় দিব কূল তব লাগি'।
যদি না সুখ পাই তাহেও দুখ নাই,
বরিবে তব তারা মোর আঁখি,
তুফানে অকূলের কূলমাগি'।
দেখা না পায় যদি রবে এ-হিয়ানদী
তোমারি সিন্ধুর বৈরাগী,
অকূল বেদনার বৈরাগী ॥

তোমারি আলোমণি আঁধারে দেয় দিশা,
তোমারি রূপ গুণী, মিটায় যুগ-তৃষা,
তবুও বিভাবরী কেন জাগি ?
সে দীপ কামনায় পলে যে নিভে যায়
জ্বালাতে ফিরে তায় কারে ডাকি ?
ভুলিতে না চেয়েও ভুলে থাকি !
বাঁশির আলো-স্বরে মন কেমন করে
মনচোরার তরে বৈরাগী,
অচিন বেদনার বৈরাগী ॥

কাঁটার ক্ষতি ক্ষত আকুলি' অবিরত
নিরাশা আনে শত ভাঙিতে শুভ ব্রত,
জানি না পথ আর কত বাকি !

ভাবনা কেন বঁধু? চাওয়ার সুরে শুধু
না যেন আজ আর থাকে ফাঁকি,
আপন বলি' কিছু নাহি রাখি।
যেন এ-অন্তর রহে নিরন্তর
দেখিনি যারে তারি বৈরাগী,
অলখ বেদনার বৈরাগী॥



রজনীগন্ধা

সুন্দর এসো ভেসে চাঁদের খেলায়
সান্ধ্য তিমির যবে অন্তর ছায়।
আনন্দে দিলে দেখা অরুণ-ঝলকে কত,
স্বর্ণ-সীমন্তিনী আশার অলকে নত,
হিমান্ত এনেছিল বসন্তে অনাহত
ফুলে ফুলে বরণমালায়।
আলোক বিদায় যবে চায়,
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।

নব নব দোলনীলা-রঞ্জন-ছন্দে
আধজাগা কিশলয় সাধ অফুরন্তে
এসেছে পান্থ, আজি এসো ঋতু-অন্তে
দিনান্তে শান্ত ব্যথায়।
আলোক বিদায় যবে চায়,
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়।

৩ নভেম্বর, ১৯৪১

সহজিয়া

জানা নয় সহজ কথা—কত কী জানতে হবে।
ভাবনার মালা গেঁথে ভাবীকে কে পায় কবে?
গুণে তুই চলবি যত
চলাতে টলবি তত,
পারানি করলে পুঁজি—পারাপার অকূল হবে।
আলোতে দেখলি যারে
আঁধারে কষবি তারে?
জানার এই অভিমানে অজানায় মেলে কবে?
অসীমায় পাবি দেখা—অনিমায় মিশবি যবে।

কেন মন, অতশত জটিলের এ-জালবোনা?
সরলের সাথে প্রেমের নেই কি জানাশোনা?
তারে তুই কর্ না বরণ
হ'য়ে তার মনের মতন,
সহজের সহজ মিলন সহজেই মিলবে তবে।
যায় যে ব'য়ে বেলা
না খেলে খেলার খেলা,
বিফলের বালুচরে তাসের এ-ঘর কি রবে?
বিনা সেই আকাশ-কুসুম ফুলসাধ মেটে কবে?

১৭ নভেম্বর, ১৯৪১

দিশারী

তোমারি পানে অকূল-টানে
যে তৃষাতরী
বাহে উজানে,
সে যদি হারে ছুরভিসারে
দীপিবে না কি
দিশা তুফানে ?

নয়ন ধারে যদি তোমারে
দরদী বলি'
বিরহী জানে,
হে চিরসাথী, তার প্রভাতী
গাহিবে না কি
তপন-তানে ?

"এমন নহে"— কে যেন কহে,
"কালো করুণে
যে আলো আনে,
ফিরালে তারে ফিরায় না রে।
ভালো সে বাসে
নিরভিমানে।"

২০ ডিসেম্বর, ১৯৪১

ঝলকিয়া

ঝলকিয়া নিশা দীপি' দিশা
এসো বিজয়া অভয়া মা।
ঝলকিয়া চমকিয়া উছলিয়া
আলো উজলিয়া এসো
ঝলকিয়া—চমকিয়া ॥

এসো রমা রূপময়ী, স্বষমা পসরা বহি'
আলো মেঘে আলো হাসিয়া,
ঢালো স্বধা ভালোবাসিয়া।
আকাশ-আকুলতায় আজি চায় ধরা চায়
মধুরিমা পরকাশিয়া
নিরুপমা এসো
ঝলকিয়া—চমকিয়া ॥

হিয়ার অতল তলে তোমারি মুকুতা জ্বলে—করুণায়,
কাঁটা ফুলে কথা বলে উষরে নিঝর চলে—বরষায়,
তাই
দেশে দেশে যুগে যুগে বাজে বীণা বুকে বুকে স্বখে দুখে
নিঝরিণী চলে নাচিয়া, নাচিয়া, নাচিয়া—
প্রাণে প্রাণে গানে গানে অচিনেরি অভিযানে
সে যে জানে সে যে জানে অভিসার—রবিতানে
তাই ধায় কলগানে বিরহে মিলন তানে
মরণে জীবন সাধিয়া—
ঝলকিয়া—চমকিয়া ॥

উদ্দীপনা

যত বহে ঝড় তত জ্বলে শিখা, ঘনায় যতই রজনী,
প্রভাতীর সুর লাগে এসে প্রাণে প্রসাদে তোমার জননী!
বেদনা বলিয়া ডরি যে-আঁধার
সে-ই জ্বালে শিখা ধ্রুবতারকার,
তাই জানি—যবে তুমি মা তারিণী, ডুবিবে না মোর তরণী
ঢেউয়ে যত ফণী গরজে ততই চমকে যে মণি জননী!

কাঁটা যারে বলি সে-ই দিয়ে যায় রক্ত-গোলাপ-দীক্ষা,
ক্ষতি যারে বাল সে-ই আনে তব অক্ষতির পরীক্ষা,
ভ্রুকুটি ভয়াল মেঘ যদি ছায়,
সেথাই তোমার জয়ডঙ্কায়
ডঙ্কে ডমরু, বিদ্যুল্লতা আলো করে কালো সরণী
তুমি যবে ধরো প্রেমের প্রদীপ, নিভিবে কেমনে জননী!

তবু শ্রীচরণে শরণ নিয়ে মা ফিরে ফিরে চাই পিছনে!
অকূলের কোলে পেয়ে আশ্রয় কূল খুঁজি কোন্ মিলনে?
তোমা বিনা ছায়া-বসুন্ধরায়
মায়া-মরীচিকা ঝিলিয়ে মিলায়
বাজিলে তোমার মুরলী-মলয়—সুরধুনী হয় ধরণী,
ব্যথা দাও দুখ নাই—যদি পাই শুধু পায়ে ঠাঁই, জননী!

১৯৪২

আছে

যেন   তোমারে জীবনে
আমি   চাহি মা শরণে
প্রেমে   এসো প্রাণমাঝে।
তব   তালে তালে তালে
নীল   ঝারি আলো ঢালে,
বুকে   বুকে বাঁশি বাজে
ফুলে   ফুলে গাছে গাছে।

এসো   করুণ আঁধারে   অরুণ-বিথারে
গানে গানে প্রাণসাঁঝে।
যেন   শয়নে স্বপনে   জীবনে মরণে
শুনি তব বাঁশি বাজে।

তব   গন্ধরাগ মালা
গেয়ে   অন্তর উজালা,
শুনি :   "ভালোবাসা আছে।"
চির   মায়াবী অতনু
ধরে   কায়াবর্ণধনু
যবে   তুমি আসো কাছে
জয়   জলতরঙ্গ বাজে।

কমলা

কে তুমি কমলিনী ?
সুখনূপুরে ব্যথা বিধুরে তোমারে যেন চিনি !
সুপ্তিমাঝে তারায় দিলে দেখা, (১)
জাগর নভে বিছালে ভানুলেখা,
নিঝর ভাষা বহে পিপাসা তোমারি, সুহাসিনী !
সে-ঝংকারে তাই তোমারে চিনি কমলা, চিনি।
আলোর মণি যে-খনে মুরছায়,
ফুলের দীপ যে-খনে নিভে যায়,
সে-খনে তব মিলনরব উছলে বিনোদিনী !
অশ্রুধারে তাই তোমারে আরো কমলা, চিনি। (২)
সুষমাময়ী ! তিমিরে জ্যোতি জ্বালো,
অমরাবতী ! গরলে সুধা ঢালো,
কাছের সুরে রণি' সুদূরে অলখ মায়াবিনী !
অচিন-তৃষা-বরণে দিশা তব কমলা, চিনি।

আঁখর

১) দিলে দেখা—তারার সুরে দিলে দেখা,
ঘুম-আঁধার সুরে আকাশ জুড়ে তা[illegible] [illegible]র দিলে দেখা,
লিখিলে লেখা—রবি-আখরে লিখিলে লেখা,
দেখি ঃ প্রাণবাসরে কুসুম ঝরে রবিশিহরে লিখিলে লেখা
২) উষায় চিনি, নিশায় চিনি, কুসুমে চিনি, কাঁটায় চিনি,
বিরহে চিনি, চিনি মিলনপারে
উছাসে চিনি, নিরাশে চিনি, মৌনে চিনি, মুখরে চিনি,
হাসিতে চিনি, চিনি নয়নধারে।

অপরাজেয়

তোমার সাধন সাধায়ে বাঁধন কাটাও বন্ধু মুক্তিভায়।
তোমার কিরণে রজনী-জীবনে আনো নবারুণ সরলতায়।
শিশুসম আজি তব আঁখি যাচি, সে-চাহনি বিনা আশা কোথায়?
তব বরাভয় বিনা কোথা জয়?—তবু মানি হার অহমিকায়!
করি অপরাধ, দিনে আসে রাত, করকা মর্মকলি ঝরায়।
মুরলীর ব্যথা বাজে কানে সদা, প্রাণে তো তেমন বাজে না হায়!
তুমি দিতে চাও, মন যে উধাও দিকে দিকে মোহ-মুখরতায়,
তাই তব সুর লুকায় সুদূর অন্তরালের প্রহেলিকায়।
এসো এসো কাছে, অন্তর মাঝে শুনাও যে-বাঁশি ডাকিছে—"আয়"
কণ্টকবনে নিশীথমরণে বিছাও অঝরা ফুল উষায়।

জগতে ঘনায় করাল মায়ায় হিংসা-তুফান রুক্ষকায়।
পূজারিণী তারা মসীমেঘে হারা—শান্তির পথে ভ্রান্তি ধায়।
হৃদয়ের আলো জ্বালো বঁধু জ্বালো হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমদিশায়।
তব ওংকার গাঢ় ঝংকার উঠুক মন্দ্রি' মূরছনায়।
হে অপরাজেয়! তোমার পাথেয় বিনা কি পান্থ পারানি পায়?
পুঞ্জ আঁধারে অকূল-পাথারে অচিন অশনি-শংকা ছায়।
সুন্দর ধরা হোক কল-স্বরা তব মন্দির-বন্দনায়।
ভুলি মোরা যত—কাছে এসো তত অহেতু-করুণা-মধুরিমায়।
এসো এসো কাছে, অন্তরমাঝে শুনাও যে বাঁশি ডাকিছে—"আয়"!
কণ্টকবনে নিশীথমরণে বিছাও অঝরা ফুল উষায়।

সুনয়নী

আঁখি তোর   যে-আলো বিলায়
ঘুম-ঘোর   কাটে সে-বিভায়।

সুষমার   গেঁথে ফুলহার
সে-মালায়   ধরায় কে রঙ
তোর ভালোবাসার?
অমলার   আনলি অঙ্গীকার
কমলার   কোমল করুণায়।

বিরহে   মন কেমন করে,
মিলনে   বান ডাকে ফের
উছল অন্তরে
তোরি তান   মৌনে মুখরে
কেন প্রাণ   তবু ভুলে যায়?

ও কে গায়ঃ "নয় তো, নয় এমন।
সাঁঝে যার   ছায়া—উষায়
ভায় তারি কিরণ
মরণে   যে-সুর সুগোপন
জীবনে   ডাকেঃ "আয় আয়!"

১৬ মার্চ, ১৯৪২

শেষরক্ষা

মেঘ বলে : "নাই রবি শশি, শুধু আছি আমি—যবনিকা ।"
নীল বলে : "আছে আছে রবি শশি, তারা-আঁখি অনিমিখা ।"
আলোয় যখন অন্তর আলো,
উঠি গেয়ে : "জানি, জানি বাসো ভালো,
জানি সবিতায় যে-প্রদীপ ভায় জোনাকিতে তারি শিখা,
বৃথা গায় মেঘ—'মায়া রবি শশি, ধূমকেতু নীহারিকা ।' "

প্রাণ পাতে কান থেকে থেকে তবু যে-সুর জলদে বাজে,
যে-প্রভা উজল আকাশ-প্রাসাদে নিভে যায় হিয়ামাঝে ।
স্মৃতি সে-লগনে শুধায় : "সে কবে
কিরণের কুঁড়ি ফুটিত এ-ভবে ?
ছায়া যবে ছায় মনে হয়—বুঝি আলো-কায়া মরীচিকা !
মেঘ হাসে : "ওরে, বলি নি কি তোরে—কল্পনা সুদূরিকা ?"

ওঠে ঝড়, ধায় সংশয়সেনা শুনি তারি টংকার
গরজে : "কোথায় আলো ? সে লুকায় কেন যে করিবে পার ?"
তবুও তুফানে ফোটে দিশা তারি
প্রলয়েই দেখা দেয় কাণ্ডারী
মেঘ স'রে যায় তারি করুণায়, প্রেম জ্বালে দীপালিকা :
নীলিমায় যার নামাবলী—হেরি ধরাতলে তারি লিখা !

২৪ এপ্রিল, ১৯৪২

ডাক ও সাড়া

আমার মাটির বুকে যত ব্যথা ঘুম যায় নিরালায়
অন্তরে তার তব জাগরণী শুনি যেন গান গায়।
ঘুম-ভাঙা তুমি চাও—তারা জানে,
তাই বুঝি দল মেলি' নভ-পানে
মর্ম-বেদন করে নিবেদন দীপ জ্বেলে দুরাশায়।
অবিকাশে যারা পাতালপন্থী—বিকাশে গগনে ভায়।

নীল মর্মরে সাধো যে-রাগিণী—রসাতলে পশে তার
আধহারা রেশ...প্রবাসে স্বদেশ...স্মৃতিঝংকারে যার
পাষাণের বুকে ফোয়ারার ম'ত
তৃষ্ণার টানে আনে অনাহত
তোমার গভীর গগনের মিড় অমরণ মহিমায়।
আঁধার সীমার শিশু নহে সে তো—উলসে অসীমতায়।

চরণে তোমার ছায়া যদি যাচে আলোক-জনম-বর
আপনার সুখসাধনায় নয়—তুমি তার নির্ভর।
তাই তব পানে টলিয়া টলিয়া
ধায় অপরূপ উছাসে গলিয়া,
অচিন হরষে অলখ পরশে আশার অতীতে চায়,
তুমি আসো নেমে, তাই তো সে প্রেমে অকূলের কোল পায়।

২৬ জুন, ১৯৪২

কোন্ সুরে ?

কী সুরে বাজাও বাঁশি হে উদাসী !
বলো না : কেন ধরা দিয়ে ছলনা—
আড়ালের কেন এত ছলনা ?

কত কাঁটা যে কাঁদে নিফুল রাতে মনের বন উছাসি'
বুঝি সেই সুরে ডাকে বাঁশি ?
তাই বেদনা কি ভালোবাসি ?—
বলো না : কেন ধরা দিয়ে ছলনা—আড়ালের কেন এত ছলনা ?

যত আধেক ভোলা প্রেমের দোলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে আসে ভাসি'
বুঝি সেই সুরে সাধো বাঁশি ?
তাই অচিনে কি ভালোবাসি ?—
বলো না : কেন ধরা দিয়ে ছলনা—আড়ালের কেন এত ছলনা ?

যত গভীর তৃষা, না পায় দিশা, তারি আলো পরকাশি'
বুঝি ডাকে ঘরছাড়া বাঁশি ?
তাই অকূলে কি ভালোবাসি ?—
বলো না : কেন ধরা দিয়ে ছলনা—আড়ালের কেন এত ছলনা ?

যত মরণ-ক্ষতি শরণাগতি যাচে তব চরণাশী
বুঝি সেই সুরে সেধে বাঁশি
তুমি গাও : "আমি ভালোবাসি !"
বলো না : কেন ধরা দিয়ে ছলনা—আড়ালের কেন এত ছলনা ?

১৫ এপ্রিল, ১৯৪২

শ্রীঅরবিন্দ

দীপিলে চির-ধ্যানের ধন মানবতনু ধরি'।
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি'?
অলকা-অরবিন্দ তুমি
শোভিলে যে ধুলায় কুসুমি'!
আলোকে হরে কুরূপ কালো যে—তারি নাম হরি।
ম্লান ধরণী কী দিয়ে হেন অতিথি লবে বরি'?

অন্ধকারে বসুন্ধরা ছিল যে বিরহিণী,
দিগন্তরে না শুনি' তব অরুণ-কিংকিণী।
লয় সে যেন তাহারে চিনে
এলো যে দুখদারুণ দিনে
দাও গো এই নয়নবর আড়াল অপসরি'।
বিনা সে-আঁখি কেমনে ধরা তোমারে লবে বরি'?

জপিয়া তব মিলনমণি হৃদয় বৈরাগী,
বেদনাবুকে তোমারি নামে চেতনা ওঠে জাগি'।
ঘনালো যবে করাল রাতি
গাহিলে প্রেমে তুমি প্রভাতী,
মরণ-পারাবারে বাহিলে নবজীবন তরী।
হে তরীবাহ ধরণী যেন তোমারে লয় বরি'।

২২ আগষ্ট, ১৯৪৩

মিলন-সাধনা

নয়নে তোমারে চাই বারে বারে—আঁখি-সুখ তরে নয় ঃ
হিয়ার আকাশে সে-রূপবিলাসে জ্বালিতে আলো-অভয়।
নয়নের মণি দেখি যবে জ্বলে
অন্তরতলে পলে অনুপলে ঃ (১)
সে-লগনে বঁধু, ম্লান ধরাতলে
সবি চিন্ময় হয় ঃ
নয়ন-মাঝারে চাই-যে তোমারে—আঁখিসুখ তরে নয়॥

শ্রবণে তোমার চাই ঝংকার—শ্রুতি-সুখ তরে নয় ঃ
প্রাণের তুফানে সে-সুরে গাহিতে ধ্রুব-তারকার জয়।
কানে কানে যবে কও তুমি কথা,
মর্ম-অতলে রটে সে-বারতা (২)
শুনি যবে সেথা তব নীরবতা—
মুখরতা লভে লয় ঃ
শ্রবণ-মাঝারে চাই যে তোমারে—শ্রুতি-সুখ তরে নয়॥

যত রাগমালা সাধে তব বাঁশি—আনে নব পরিচয়!
প্রতি প্রেমপথে তোমার আমার চাহনির বিনিময়।
যুগে যুগে বহি পিপাসা তোমারি ঃ
বুকে বুকে জেগে ওঠে ভাষা তারি ঃ (৩)
সে-পূজা তোমারে সঁপিতে—পূজারী
সকল বেদনা সয় ঃ
প্রকাশ-মাঝারে চাই যে তোমারে—অভিমান তরে নয়

১) ওগো নয়নমণি !
তোমার কিরণে নয়ন ধনী।
তুমি পরশমণি—
অতলবিহারী পরশমণি !
জ্বলিয়া—বঁধু ওঠো যবে প্রেমে জ্বলিয়া
ওগো নয়নের আলো ! যবে বেসে ভালো অন্তরে ওঠো জ্বলিয়া—

২) কী বা বলিব ?
বঁধু, তোমার কথা কী বলিব ?
বলা যায় না—ভাষা পায় না—
যদি দিশা পায় প্রাণ—রসনা তো ভাষা পায় না !
কত কথা কানে কানে কও যে তুফানে—কেমনে বা গানে বলিব
বঁধু, বলো না !
তব করুণার কত ছলনা !
যেই শুনি বাঁশিরব হয় যে নীরব যত মুখরতা ছলনা
বঁধু, যে-নীরবতায় বাঁশি গান গায়—বলা কি গো যায়, বলো না

৩) আনে যুগে যুগে বাণী সুমধুর,
তব বঁধুবাঁশরীর মধুসুর,
গায় তোমার পিপাসা বহি' তব ভাষাঃ "কাছে আছি, নহি নহি দূর
তাই বেদনা—সহি বেদনা,
জ্বালো বেদনা-শিখায় চেতনা !
বঁধু, বিরহ তোমার কে বলে আঁধার—সেথা জ্বলে আলোচেতনা

১৯ জুলাই, ১৯৪২

অধীরতা ?

ওরা বলে : "অন্তরে আছো চিরদিন।"
বাঁশি তবু ডাকে কেন শ্রান্তিবিহীন !
(ধৈরয ধরি বলো কেমনে—অচিন
বাঁশি যবে "আয় আয়" ডাকে নিশিদিন !)

তাই তো আমার মন মানে না মানা :
চিরসাথী রহিল যে আজো অজানা !
আভাসে যাহারে পাই
তারে যেই কাছে চাই
অমনি সে কোথা হয় লীন !
"চিরচেনা রহিল অচিন"—
বাঁশি গায় শ্রান্তিবিহীন।

ওরা বলে : "আকুলতা নয় ভালো নয়।"
তপনের অলসতা নয়ন কি সয় ?
যারে বিনা দীপমালা
মনে হয় বৃথা জ্বালা
রাজপদে রহি পরাধীন,
"সে যে আজো রহিল অচিন !"—
বাঁশি গায় শ্রান্তিবিহীন।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৪২

চিরশ্যামল

(কীর্ত্তন)

শ্যামল ! তোমার শ্যামল কান্তি আমি যে বেসেছি ভালো ।
শ্যামল শাখায় শ্যামলের তালে শ্যামল মাধুরী ঢালো।
শ্যামল মাঠের মঞ্জু শোভায়
গুঞ্জরে অলি বনের খোঁপায়,
জলের মুকুরে শ্যামল ব্রততী প্রতিফলি' বঁধু, জ্বালো
কেমনে এমন শ্যামলের শিখা !—পরশে মিলায় কালো !

ধূসর ধূলির ম্লান মায়াজালে নিতি রহি মোরা বাঁধা,
তোমার শ্যামল সুরমূর্ছনা তাই তো হয় না সাধা !
তবু তুমি এলে নব নব দোলে
কভু গুঞ্জরি' কভু কল্লোলে
প্রাণ চমকিয়া ! বাঁশরীবেদনে চেতনার কোন্ আলো
তোলো উজলিয়া হে চিরচপল, কনকে জিনিয়া কালো !

তুমি সুন্দর চির মনোহর : তোমারি অমল সাধে
কমল-গোলাপ গন্ধবিধুর—যার লাগি' প্রাণ কাঁদে !
তুমি আছ তাই জলদ শ্যামল,
তৃণমঞ্জরী সুখচঞ্চল,
তুঙ্গ তুষার অভয়ে অটল, উষরে প্রেম বিছালো !
অস্তের বুকে তোমারি উদার উদয়ে লুকায় কালো !

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

সূর্যোদয়

উদিল তপন সিন্দুর রাগে—সিন্ধুর বুক ছায় সে-গানে।
মন্থর ধরা সংকীর্তনে মিলায় দোয়ার বর্ণতানে।
জলদের মুখ হ'ল উজ্জ্বল,
ছায়াসৈকত স্বর্ণকোমল,
কৃষ্ণশিলায় ঢেউ মুরছায়—রঙের ফোয়ারা রচি কী অভিমানে!
রবি রাঙিল···ঘুম ভাঙিল···দিশা দীপিল···নিশা নিভিল!
অরুণ তপন কারে পরকাশিল!
করুণা-কাঁপন কার ভরসা দিল!

মন্দিরে বাজে কাঁসর ঘণ্টা, প্রান্তরে তরু মর্মরিল।
বালুকাশৈল পুলক পবনে হাজার ঝালর উড়ায়ে দিল।
বসুন্ধরায় তব আনন্দ
রচে কত রঙ সুষমাছন্দ!
বন্দি হে গুণী, মঞ্জুলমণি, রবি জ্বলে যার আলো-বিধানে।
রবি রাঙিল······ইত্যাদি।

ধীরে ধীরে ঐ কাঞ্চন-আভা কান্ত রজতে রূপান্তরে!
নিশাগঞ্জিত উষাঝংকার চঞ্চল ঢেউ-ফেনায় ঝরে
সমীপে সুদূরে অমল মহিমা,
ভূলোকে দ্যুলোকে উছল নীলিমা
বিস্মরণেরো তীরে সুন্দর প্রতি অন্তর তোমারে জানে।
রবি রাঙিল······ইত্যাদি।

কুমারিকা সমুদ্রতটে ১৯৪৩

দিনান্তে

দিনের জোয়ার ঢিমিয়ে এলো,
সন্ধ্যায়ো নীড় মিলবে না কি ?
মায়ার মেলায় তোর পূজারী
জ্বালবে বাতি কিসের লাগি' ?

মণির মালা হ'ল গাঁথা
কতই তো মা !—এখন সাধা
হবে না কি রিক্ততারি·
সুরখানি—তোর প্রেমবিরাগী ?
নৈলে মা তোর চরণ-আশী.
জ্বালবে বাতি কিসের লাগি' ?

যে যা বলে বলুক—মা তুই
জানিস আমার মনের ব্যথা
লুকিয়ে তোকে চলি নি তো
কোনোই গ্লানি, মলিনতা।

সুখ ভালো আর লাগে না যে,
লাগলে তাতেও দুঃখ বাজে !
করবি না কি পূর্ণ—যখন
নিখিল হবে শূন্য, ফাঁকি ?
নৈলে মা তোর শরণ-আশী
জ্বালবে বাতি কিসের লাগি' !

কন্যাকুমারী মন্দিরে, সন্ধ্যা ১৯৪৩

শেষ কথা

তোমারে কী বলো বলিব শ্যামল, বলিবার কথা কিছু কি আছে ?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু : পরাণ আমার তোমারে যাচে।

বাহিরের গানে উছল নূপুর
অন্তরে হানে নিগড় নিঠুর,
তাই তো তোমার চাই হে মধুর,
না-পাওয়া পরশ হৃদয় মাঝে।

যুগ-যুগান্ত আছি পথ চেয়ে,
এসো শ্রীকান্ত প্রেম-তরী বেয়ে !
তুমি বিনা কার বাঁশি ওগো নেয়ে,
ধ্রুবতারা-সুরে তুকানে বাজে ?

মিলন কিরণে রচে যার গীতি
বিরহ বিদায়ে জপে তারি স্মৃতি
জীবনে মরণে তুমিই অতিথি
আঁধারে আলোকে গরবে লাজে।

(বঁধু বিরহে তুমি, মিলনে তুমি,
বাদলে তুমি, কিরণে তুমি,
ধূসরে তুমি, হিরণে তুমি,
জীবনে তুমি, মরণে তুমি)

কুমারিকা, ১৯৪৩

কোল

তুমি না যদি নাও ডেকে তোমার কাছে
তবে কার আলোতে চলব পথে—আর কে বলো আছে ?
বিনা শাখী মা নীড় বাঁধবে কোথায়-—পাখি জানে না যে ?

গাঁথি দিনে যাহার বরণমালা,
দিন ফুরালে সন্ধ্যা জ্বালা
যার আঁখিতে রেখে আঁখি
চলি আঁধার মাঝে
তার থামলে মা সুর কোথাও হাসি
সত্যি কি আর বাজে ?

সাধে ফুল যদি রোজ ফোটাও মনের বনে
তবে ঝ'রে যাবে এম্‌নি সে কি বিনা নিবেদনে ?

যারে ছুঁয়ে ব্যথাও হয় মা বাঁশি,
গান বেঁধে যার প্রাণ উদাসী
যার পিপাসায় পাথর ঠেলে
নির্ঝর নিধি যাচে
তার নিভলে দিশা দীপদেয়ালি
আস্‌বে মা কোন্ কাজে ?

১৯৪৩

ঘনশ্যাম

ঐ বহিল ধারা !
নিরুদ্ধ যত নীর সুপ্তিহারা
ছিল বহিল তারা !

দূরে গগনে কে দেয় তান মেঘ-আঁখরে !
নিরাশার নাগরিকে বলে : "জাগো রে,
ছিলে যার লাগিয়া
আশা পথ চাহিয়া
বন্ধ্যা তৃষায়—আমি তাহারি বরে
নীল ঝারিটি ভ'রে
আজি এনেছি বহিয়া শ্যামলেরি ইসারা—
তারি বহিল ধারা !

"তারি আকাশ-আকুলতার অকূল বাঁশি
ঝরঝরি' করে মরতারে উদাসী।
যারে অবনী যাচে
সে যে আমারি মাঝে
তাই তো মাটির ডাকে নামিয়া আসি,
আমি ভালো যে বাসি
তাই তরল প্রণয়ে ভাঙি পাষাণ কারা—
তারি বহিল ধারা।"

তাম্বরম্, ১৯৪৩

চিরসন্ধান

তব রসে জাগে মরুবুকে তরুতান,
কঙ্কর পায় পঙ্কজ-সন্ধান।
তোমারি ছন্দে গায় মর্মর,
তোমারি চন্দ্রে সাঁঝ সুন্দর,
তোমারি অরুণে করুণার অভিযান।

অরূপকান্তি আঁখির আকিঞ্চন,
গহনের লাগি' শ্রবণ যে উন্মন।
রূপ-প্রসাধনে শান্তি তব
বিলাও বন্ধু নিতুই নব
কৃতজ্ঞতায় শিখায়ে নিরভিমান।

সবি আছে যার—কী বা আছে হায় তার?
সর্বহারাই লভে কোল বরদার।
কামনার উলু, মালা দেয়ালি,
কীর্তি-মাধুরী, আশা সোনালি
তোমা বিনা কিছু নহে তো নিরবসান।

তুমি দেখা দিলে সকলি অসীমতায়
লভে সমাপ্তি—তোমারি পূর্ণিমায়
চিরকৃতার্থ প্রদীপহারা
তব মোহানায় প্রাণের ধারা
ফিরে পায় তার সিন্ধুনীল শিথান।

ভাস্বরম্; ৬ নভেম্বর, ১৯৪৩

চিরপ্রকাশ

দূরে বলি যারে দূরে সে তো নয় নয়।
এত কাছে, বুঝি তাই দূর মনে হয়!
স্বরসম্পাতে ছন্দে সে ওঠে বেজে,
রূপ-রাসে সুর-সুষমায় আসে সেজে,
কলভাষে আনে—কথা—মৌনেও বিনিময়,
বিস্মরণে সে ব্যথা—স্বপনে সে বিস্ময়।

আশার বুকে সে অনাগত-যুগ-আলো।
সঙ্গীতে সে-ই শিহরণ-যে বিছালো।
দাহভরা দেহে সে সব-জুড়ানো তৃপ্তি,
যৌবন-যাগে প্রাণ-গৌরবী মুক্তি,
ঝঞ্ঝায় আনে শঙ্কা, বসন্তে কিসলয়,
বজ্রে বাজায় ডঙ্কা, মর্মরে তন্ময়।

তারি চেতনায় চিন্ময় বিগ্রহ।
নিরাকারে তারি উদারের সমারোহ।
বন্ধনে সে-ই নিবিড়তা—সে-অতনু,
কল্পনায় সে চঞ্চল জলধনু,
জীবনে সে জয়-অভিযান, মরণে সে বরাভয়,
মেঘ শুধু তার অভিমান—রবি যার পরিচয়।

বাঁশি

বঁধু   সকালে সাঁঝে
মধু   বনের মাঝে
          যে-বাঁশি তোমার ওঠে বাজিয়া,
আশা-   প্রাণের তীরে
তার   রেশটি ফিরে
          নিতি-নব-শিহরণে কাঁপিয়া।

কখনো বিছায় বাঁশি বেদনা
ব্যথা বিনা যারে চেনা যেত না...
          ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেরে যে সে ভাসিয়া...
কত দূর হ'তে যেন ডাকে সে...
সমীপের ছোঁওয়া তবু লাগে যে...
          সুখ দুখ ওঠে উচ্ছ্বাসিয়া !

বঁধু   যখনি জানি—
তুমি   হে অভিমানী,
          আমারেই দাও প্রেম সাধিয়া,
সাধি   আমিও গানে
চির   বিরহী তানে
          তোমার বিরহ ঝঙ্কারিয়া।

জাগায়ে আবেশে ফুল-লগনে
কাঁপায়ে ডমরু-মেঘে গগনে
কাঁপনে তাপনে এলে নাচিয়া,
হৃদে তাই শুনি তব ছন্দ,
শীতে ছায় তোমারি বসন্ত,
তোমারি মলয়ে রহি বাঁচিয়া।

তব মুরলী ঝরে
আরো উছল স্বরে :
"আমারি তো সুরে ধরা সুরেলা,
মোর নীল রাগিণী
যার প্রাণে জাগে নি
রঙের মেলায়ো সে যে একেলা !"

চমকিয়া উঠি শুনি' সে-কথা :
তাই বুঝি ছায় বুকে এ-ব্যথা—
শ্যামলে আজো না ভালোবাসিয়া !
দূরে ঠেলে তাই বুঝি ফিরালে
প্রেমের তীর্থপানে—চিনালে
হাসিতে বাঁশিতে পরকাশিয়া !

ঘুমপাড়ানি

মা তোর ঐ হাসি
অকূলেরি বাঁশি...
বিনা সে-অমল সুর উছল শিশুর বল্ কী সম্বল ?
(ভালোবাসি...তোরি হাসি...মাগো...মাগো...মাগো...মাগো)

চোখে যবে ঘুম ছেয়ে আসে
ছুটে আসি মাগো যার পাশে...
(ঘুম ছায়...ঘুম ছায়...ঘুম ছায়...ঘুম ছায়)
যার গান ঘুম ভালোবাসে...
বিনা কোল তার শিশুর আর আছে বল্ কী সম্বল ?
(ঘুম যাই ঘুম যাই মা...ঘুম যাই ঘুম যাই মা !)

আলো এলো নিভে
নীলিমা-প্রদীপে...
মেঘে মেঘে হ'ল যে সজল প্রাণতল ছলছল...
(ভালোবাসি...তোরি হাসি...মাগো...মাগো...মাগো...মাগো)

সে-ছায়ায় যার আঁখি জাগে
(জাগে...জাগে...জাগে...জাগে...জাগে)
আভা যার মৌন সোহাগে
অন্তরে ঢেউ হ'য়ে লাগে...
বিনা কোল তার শিশুর আর আছে বল্ কী সম্বল ?
(কোলে নে মা...কোলে নে মা...কোলে নে মা...কোলে নে মা)

অনুরোধ

যদি নিয়েছ আদরে ডেকে প্রতিমা তোমার জেগে
থাক প্রাণমন্দির তলে।
যেন ছুটে পিছু আলেয়ার না হারাই দিশা আর
বরণ-আরতি তার জ্বলে।

প্রিয়! যে-আলো-আনন আশে কাটে দিন পরবাসে
সে যদি গভীরে কথা বলে,
যেন অবান্তরের বাণী না শুনি' নিরভিমানী
চরণ পন্থে তার চলে।

বঁধু, যে-সাধ চিরন্তন, এ-নিখিল উন্মন
যার তরে—সে যদি উছলে,
যেন ক্ষণমধু পরিহরি' চির সুধা তার বরি
অন্তর-প্রেম-শতদলে।

যারে চেয়েও চাহিতে নারে জীবন—ছুরভিসারে
অনুসরি তারে প্রতিপলে।
তব পরম শরণাগতি সুরে বাঁধা রয় মতি
কামনা-মুখর কোলাহলে।

১৯৪৩

স্বয়ম্প্রকাশ

যার আশাপথ রই চেয়ে—তার
চরণধ্বনি বাজে...বাজে।
কান পাতি যেই—শুনি তারে :
শুনতে তবু চাহি না যে !

তারি রূপে উছল ভুবন,
সূর্য তারি সোনায় সাজে।
চোখ মেলি যেই—দেখি তারে :
দেখতে আজো চাহি না যে !

ডাকতে কি হয় আছে যেজন
নিশাস হ'য়ে বুকের মাঝে ?
কাছেই থাকে তাই তো দূরে :
এত কাছে সহে না যে !

আলোই মিলায় আলোর মিলন,
আনন্দ তো রক্তে নাচে।
চাই তবুও কালোর আড়াল :
এত আলো সহে না যে !

১৯৪৩

ভক্তি

তোকে মা বাসতে ভালো
চাই যে জানিস না কি ?
জ্বলে রোজ তোরি আলো
তবুও ভুলে থাকি ।

দুরাশার অসীমতায়,
পিপাসার গভীর ব্যথায়,
করুণার অরুণ রাঙে ঃ
তাই তো নিশা জাগি ।

তোরি দান দিয়ে তোরে
পাই মা চিরন্তনে ঃ
মন যে কেমন করে
পেতে ঠাঁই শ্রীচরণে ।

সে-চরণ পাবো যবে
এ-জীবন সফল হবে,
সব সাধ- সমর্পণে
রবে না আর তো ফাঁকি ।

সেদিনে ঝরবে সুরে
তোরি প্রেম- বাঁশির সুধা ।
যাবে সব বেসুর দূরে,
মিটবে যুগের ক্ষুধা ।

হবে না ভুল সেদিনে
তোরে আর নিতে চিনে,
দেখাবে দিশা কালোয়
মা তোর ঐ অরুণ আঁখি।

রূপ-তৃষিত

বঁধু, বাহিরে তোমারে দেখি না যে ঃ
তবু অন্তরে শুনি বাঁশি বাজে!
মনো- মন্দিরে রাজে প্রতিমা-যে,
কেন জাগে না আজো সে প্রাণমাঝে!

আর থেকো না গো দূরে ডেকে গানে সুরে,
আড়াল সহে কি আলো?
বিনা রূপ-অভিসার কেমনে তোমার
অরূপে বাসিব ভালো?

পাখি তোমার আকাশে পাখা যাচে,
তাই মনে হয়—দূর এলো কাছে!
বুঝি তাই চিরদিন বাঁশি বাজে
তব ঘরছাড়া তানে প্রাণমাঝে?

সর্বস্ব

অন্তরযামী ! আর কিছু আমি বলিতে যেন গো নাহি চাই,
বলি যেন শুধু : "এ-জীবনে বঁধু তোমারি চরণে দিও ঠাঁই।"

তব পারাবারে যেন অভিসারে উদাসী
নদী-প্রাণ মোর উছলে নীলতরঙ্গে।
তীরে যত শোভা ডাকে মনোলোভা উছাসী
মজি না ভুলেও যেন সেই মায়া-রঙ্গে।
তোমারি স্মরণ-পূজারী
কোরো মোরে হৃদিবিহারী !
যদি মরুমাঝে আজো ব্যথা বাজে, ক্ষণনির্ঝরো নাহি পাই,
তবু সেই সুর বরিব বিধুর গীতি সুমধুর নাহি গাই'।

তুমি পিতা জানি, করো নিতি শুভকামনা,
তুমি মাতা—আছ দিতে কোল দিন-অন্তে।
তুমিই বন্ধু, শিখাও আলোক-সাধনা
জ্বালি' প্রেমারুণ ক্লান্ত ছায়াদিগন্তে।
তুমিই করুণাসিন্ধু,
সন্ধ্যায় পূর্ণেন্দু,
দেবদেব প্রিয়, চির বরণীয় তব তারা বিনা দিশা নাই,
পরাভবে জয়, প্রলয়ে আলয়—তুমি বিনা আর কোথা ঠাঁই ?

২ জুলাই, ১৯৪৩



আবাহনী

(মিশ্র লঘুগুরু ছন্দ)*

শঙ্খরবে করো সুখকম্পিত হৃদি মা শুভদা বরদা বসুধায়।
মরণ-বিষণ্ণ পরাজিত অন্তর অমৃত-নিরাময় করো করুণায়।
তব কলকুঞ্জবনে এসো নন্দিত বসন্ত-ছন্দিত সুর-সুষমায়।
এসো এসো মা পরমার্থ-চিরন্তনী !—প্রেম-পূজারিণী মর্ত্য হিয়ায় !

কামনা কুহু-স্বনা মৌন করিয়া এসো শান্তিসখী রূপে প্রাণকূলে
পাণ্ডুর মানস বালুচরে এসো জাহ্নবীরঙ্গে তরঙ্গ তুলে।
বন্দন-ঝঙ্কৃত করো মনোমন্দির অম্বর-দুন্দুভি মন্দ্রি' ধূলায়।
এসো এসো মা পরমার্থ চিরন্তনী !— প্রেম-পূজারিণী মর্ত্য হিয়ায় !

তব চরণে বিরহে মিলনে শয়নে স্বপনে যেন যাচি শরণ।
তব পুলকে ঝলকে ঝলকে ভূলোকে দ্যুলোকে মাগো জ্বালো তপন।
দীপ্তিময়ী ! তব নৃত্যদোলে আজি আন্দোলিয়া তোলো মন্থরতায়।
এসো এসো মা পরমার্থ-চিরন্তনী !—প্রেম-পূজারিণী মর্ত্য হিয়ায় !

তব পিককূজনে পল্লব-ফুলদোলে ফাল্গুন-লাস্যে আনন্দময়ী !
স্পন্দিত হোক যত সুন্দর সাধ অবন্ধ যুগান্তরে মন্ত্রজয়ী।
করিয়া রূপান্তর স্বার্থনিশা অরবিন্দ-দিশারি—অপার্থিবতায়
এসো এসো মা পরমার্থ-চিরন্তনী !— প্রেম-পূজারিণী মর্ত্য হিয়ায় !

---

*প্রতি পর্বের প্রথম ধ্বনিতে যদি অযুগ্ম হ্রস্বস্বরবর্ণ থাকে (যথা আ ঈ ঊ এ ও ঐ ঔ) তা হ'লে সেখানে উচ্চারণ টেনে দ্বিমাত্রিক পড়া হবে সংস্কৃতের ম'ত

শঙ্খর | বে করো | সুখ-কম্ | পিত হৃদি | মা শুভ | দা বর | দা বসু | ধায়···

পর্বের অন্যত্র সর্বত্র গুরুস্বর একমাত্রিক।

কামনা | কুহুস্বনা | মৌন ক | রিয়া এসো | শান্তি স | খী রূপে | প্রাণ কূ | লে

এখানে কা, খী, প্রা প্রভৃতি দ্বিমাত্রিক, কিন্তু না য়া এ সো একমাত্রিক।

দয়াল

(মিশ্র লঘুগুরু ছন্দ)*

প্রণয়ে যদি আনিলে বন্দী করি'
দিও ঠাঁই অনিন্দিত শ্রীচরণে।

ভব সিন্ধুকূলে নাহি আলোকণা,
ঘন মেঘনিশা গরজে অকূলে।
যদি ডাকিলে বাহি' অপার তরী
হবে না কি গো কাণ্ডারী ভুল গনে?

শুনি নাম তোমার "দয়াল" হরি!
করো পার অভাজনে নাশি' তমা
চিত আকুল তব শরণাগত নাথ,
দিও আশ্রয় হে অসহায় জনে।

মোর নাহি সীমা অপরাধের হে,
কোথা সাধন-শক্তি বিনা করুণা?
করো তারণ পাবন গঙ্গাস্বরে
যত পঙ্ক রূপান্তরি' নৃত্যস্বনে।

বঁধু, বাঁশরিরাগে বিমুগ্ধ হিয়া
ম্লান পার্থিব সঙ্গীত সাধ সবি।
শুধু প্রেমরঙে আনো রঞ্জন আজ
মোর পাণ্ডুর-পল্লব প্রাণবনে।

১৯৪৩

---

*আবাহনীর মতনই পাঠ্য। প্র ণ | য়ে যদি | আ নি লে···ভব | সি ন্ধু কূ | লে নাহি | আলো ক | ণা···

অপরূপ

যত জপি তারে
করুণ আঁধারে,
তত যেন জাগি অরুণ অপারে।

শুনেছি কত যে করুণার কথা,
মরণ-মরতে অমরা-বারতা,
চলেছি শুধায়ে বিলাপে বিহারে।
বেসেছি জীবনে যত রূপ ভালো
পেয়েছি সে-রূপে অরূপেরি আলো
তারি বাঁশি-সুরে চলি অভিসারে।

অচিন সে, তবু যেন চির চেনা,
জানে যারা তারে—তারাই জানে না,
"জানি না যে"—গাহি আঁখিনীর ধারে
সে-বেদনা মাঝে চেতনা কেমনে
বিকশিল ধীরে ব্যথা-নিবেদনে!
হারায়ে আমারে লভি যেন তারে!

দেওঘর, ২৩ নভেম্বর, ১৯৪৩

আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে

(বাউল)

বিশ্বেরে যে দিল নয়ন দেখে না তো নয়ন তাকে।
আড়াল থেকে দেয় সে উঁকি আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে।
তারি তরে প্রাণ বিবাগী,
গান সে-ও তার অনুরাগী,
তার বিরহের ব্যথায় জাগি' প্রেম চলে তার সুদূর ডাকে।
আড়াল থেকে দেয় সে উঁকি আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে।

তার বাঁশি কি ভালোবাসি? তাই কি রে মন কেমন করে?
না না—ভালোবাসলে কি সে রইত বেসুর বরণ ক'রে?
বুনত কি আর কথার মায়া,
কায়া ছেড়ে জড়িয়ে ছায়া?
বিশ্বে তারে মিলল না যে—ভুলত কি আর রূপসোহাগে?
খুঁজত তারে অপরূপের আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে।

বন্ধু তারে জেনে—আজো বন্ধু যে নয় তারে নিয়ে
আর কেন মন গাঁথিস মালা—ক্ষণিক আশার আঁখর দিয়ে?
যা আছে তোর হৃদয়ছায়ে
দে সঁপে তার অভয় পায়ে,
বিশ্বে যে তোর চায় মিতালি—মর্মে তারি ঢেউ যে লাগে,
তার অকূলেই কর্ না বরণ আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে।

২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

রাস

চাঁদিনি রাত—চাঁদিনি রাত।
নীলিমার ভালে সোনার বিন্দু এমনি জ্বলিত সেদিনো চাঁদ,
বিদলি' সান্ধ্য ম্লানিমা যখন শ্যামল ছন্দে নাচিত নাথ।

পৃথিবীর কোলে সেদিনো এমনি ঘুমাত কুসুমশিশুরা যত,
নিহিত স্বপন ফলিত তাদের তারায় তারায় মণিব্রত,
নিশ্বাস তাদের মেঘের চাঁদোয়া হ'য়ে শিহরিত বনের সাথ,
মৃদু মর্মরে হাসির রণন তুলিয়া—যখন নাচিত নাথ।

রুদ্র তপনে উঠিত যে-খনে শঙ্কি' ধরণী, যেত শুকায়ে
রক্ত উছাস অকাল দাহনে, কাঁদিত আশার কলি লুটায়ে,
স্নিগ্ধ রজনী নামিয়া অমনি করাত সিনান মিটায়ে সাধ,
উছল শশীর শীতল বসন পরাত—যখন নাচিত নাথ।

এমনি নিশীথে বাজিত মুরলী, গোপিনীরা হ'ত আত্মহারা।
বরি' দোত্বলের চির-অভিসার অকূল-পাথার বরিত তারা।
যমুনা ঝরাত তারি ঝংকার, অরুণা আনিত তারি প্রভাত,
পাখি ঘুম রাখি' তারি সুরে সুর মিলাত—যখন নাচিত নাথ।

সেই বাঁশি গায় আজি উভরায়: "আয় ফিরে আয় বৃন্দাবনে!
এলো যে লগন, অমর বেদন লভিবে মরণ তারি চরণে।"
কে বলে: "বিদায় যে-উদাসী চায়—পড়িলে উঠায় ধরি' সে হাত
রচি' যুগে যুগে বিরহের বুকে মিলনের রাস কিরণনাথ।"

৬ মার্চ, ১৯৪৪

নাস্তিক

তনু বলে : "আমি জানি না অতনু, কেমনে মানিব তারে ?
তনুর ওপারে যে-অতনু তারে কেহ কি জানিতে পারে ?"
তবু তনু জানে, মানে যুগে যুগে,
তাই আজো বাঁশি বাজে বুকে বুকে
তোমারি প্রণয়-জয়-যৌতুকে—
একথা বলিব কারে ?
তনুরে অতনু না বহিলে তনু কেহ কি সহিতে পারে ?

মন বলে : "চিনি মানস-মোহিনী চিন্তা চঞ্চলারে,
মনের ওপারে যে অচিন তারে কে বলো চিনিতে পারে ?"
তবু মন-কূলে মনের অতীতে
তুমি চমকাও চাহনি চকিতে
মন তারি আলো বিলায় নিভৃতে—
একথা বলিব কারে ?
মনে তুমি ফুল না ফুটালে মনোমালা কে গাঁথিতে পারে ?

হে চির-শ্যামল ! যত সুকোমল সুর প্রাণে ঝংকারে
তোমারি বাঁশির আনে রেশ—তাই সুরে সাধি সুরপারে ।
জানে না তোমারে, তবু ত্রিভুবন
রূপ-রাসে পায় অরূপের ধন,
বিরহে মিলন, মরণে জীবন—
একথা বলিব কারে ?
"নাই নাই" বলি, তবু উচ্ছলি অধরারি অভিসারে !

জপমালা

তোমার আশায় দীপ জ্বালি মা, সাঁঝ-দেউলে
তোমার প্রেমের গাঁথি মালা—নামের ফুলে।
আলো তোমার জ্বলে জানি,
তবুও প্রাণ অভিমানী
জ্বালা প্রদীপ নিভায় কেন—কিসের ভুলে?
চায় না ফিরে—গেঁথে মালা নামের ফুলে!

অরূপ-কমল ফোটাও তুমি অন্ধকারে
রূপের ভুবন বুঝি মা তাই হারায় তারে?
তবুও মা, মর্মতলে
তোমার লীলার সুর-কমলে
বিছায় তোমার কিরণ-পরাগ রূপ দোদুলে,
তাই তো গাঁথি বরণমালা স্মরণ-ফুলে।

সে-ফুল তোমার—তাও মা তুমি জানিয়ে দিলে
নাম উছাসের ছন্দে তো তাই উচ্ছলিলে।
সেই উছলের ধ্রুবতারায়
অচিন কালো সিন্ধু পারায়
তাই অকূলের মন্ত্র জাগে কণ্ঠকূলে,
ঢেউ তারি যে জন্ম নিল গানের ফুলে।

২১ মার্চ্চ, ১৯৪৪

মিনতি

মোহন! আজিকে করুণা করো।
তুমি বিনা দিবে কে তোমার দিশা?—
আপনি আসিয়া হাতটি ধরো।

কাছে এসে বঁধু দাঁড়াও—আমার
বিরহ-মিনতি শোনো দরদী!
বেদনার যার তুমিই কারণ
অকূল-পাথারে তাহারে তরো।

জনম জনম রাখি' আঁখিহীন
কী দেখালে মায়া—না দিয়ে দেখা?
দেখিব কেমনে আজি রূপ তব
নয়নের ঠুলি না যদি হরো?

মরমকুঞ্জ ছেয়ে কলতানে
আপনারে রাখো মৌনে ঘিরি'!
শুনিব কেমনে—যদি না অধীর
শ্রবণে গভীর বাঁশিতে ঝরো?

হৃদয়েরে করো পাষাণ-কঠিন
বিগলিতে তব প্রেম-অনলে?
তার চেয়ে করি' পরশে কোমল
রাখো শ্রীচরণ—মূরতি ধরো।

২ এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রার্থিত

চাহি' আঁখির আলোক আরো উজ্জ্বল কী হবে আমার বলো না?
সেথা মূরতি তুমি না ধরিলে শ্যামল যা দেখি সকলি ছলনা।
বঁধু দেখেছি নিতুই শিশুকাল হ'তে
কত শত রূপ নিদাঘে শরতে
মধু বসন্তে দুলায়েছি কত নয়নানন্দ দোলনা!
হায়, ক্ষণিক দেখার চঞ্চলতার মাঝে কোথা আলো বলো না?
সবি সেথা ছায়া ছলনা!

সাধি' শ্রবণের সুখ নব নব রাগে কী হবে আমার বলো না?
যদি বাঁশিসুর তব সেথায় না জাগে—যা শুনি সকলি ছলনা।
বঁধু শুনেছি শিহরি' কত শতবার
বাসনার বীণা আশাঝঙ্কার
কবিতাছন্দ পাষাণ-গলানো—শুধু সেথা তুমি গলো না!
হায় কামনা-কুলায় কবে উছলায় গগনগঙ্গা বলো না?—
সবি সেথা ছায়া ছলনা!

সেই বৃন্দাবনের চিরন্তনের রূপে কেন প্রাণে জ্বলো না?—
যার চিরমিলনের তরে নিখিলের প্রতি হিয়া হ'লো ললনা!
আজ তোমার মাধুরী-মুকুরে মোহন
দেখাও জীবন-অতীত জীবন,
আলেয়া-উছাস নিভায়ে এখন প্রেমরবিরূপে ঝলো না।
দাও দাও দেখা দাও, কাছে টেনে নাও, কানে কানে কথা বলো না—
"নয় লীলা ছায়া ছলনা!"

১৫ মে, ১৯৪৪

অসম্পূর্ণ

বিরহের পটে আঁকিব ছবি
নিয়ত জপি'
তোমার মিলন হে অভিনব।
মুখর লগনে নীরবে রাখি'
আমার আঁখি
নয়ন-অতীত নয়নে তব।
দিনের আলো যখন জ্বালো
ফলে ফুলে উঠে জীবন ভরি'
তবুও ফিরে ঘুমের তীরে
চাই ঠাঁই কার—বাহিয়া তরী ?

করুণা-কাঁপনে ছুঁয়েছ মোরে
আমারি তরে
গাঁথো মালা বঁধু, জানিনা তা কি ?
তাই বুঝি মন কেমন করে
তোমারি তরে
অগাধ সায়রে তৃষিত থাকি' ?
জানি হে জানি, তোমার বাণী
বাণীরে আমার মূরতি দিল।
সকলি বুঝি, তবুও খুঁজি
ভাষার পারে যে দাঁড়ায়ে ছিল।

মাদ্রাজ, ১৩ জুলাই, ১৯৪৪

নিষ্ঠুর

বাহিরে যে-আলো বিলালে রবির নিঝরধারে,
অন্তরে তার উৎস গভীর আঁখির পারে।
জানি গো জানি
তবু যে ভুলি…
তাই তো আলোর প্রাণের বাণী
কানে শুনি—প্রাণে ওঠে না তুলি'।

রূপের পারে হে অরূপ-রাগিণী! তোমারি বরে
বিরহে উছলে প্রেমের কাহিনী—কলস্বরে।
তবু শ্রবণে
শ্রীহীন ধ্বনি
কেন ব'লো ঢাকে ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছনা তব চিরন্তনী?

স্বপনের নীলে তুমি আছ—তাই শ্যামল ধরা।
তারি সুরে তার সুরটি মিলাই ছন্দভরা
জেনে তবু আজো
জানি না যারে,
আনো পরিচয়, বলো: তুমি আছ
সঙ্গোপনের অঙ্গীকারে।

মাদ্রাজ, ১৯ জুলাই, ১৯৪৪

দর্পী

মানে না যে-জন তোমায়
কী বলো গায় সে গানে ?
জোনাকির দীপালি হায়,
তারাদের কী বা জানে ?

যে-চমক শান্তিহারা,
ধরে কি পথে আলো ?
সাধে কি বেসুর তারা
যারা সুর বাসে ভালো ?

জপে কি অতলতা
মোহিনী কলস্বরা ?
সাধে কি মুখরতা
গভীরের স্বয়ম্বরা ?

আঁখি যার পায় না দিশা
তারে যে অভিমানে
বলে—"নাই," তাহার নিশা
আজো কি উষা জানে ?

মাদ্রাজ, ১৯ জুলাই, ১৯৪৪

চিরস্মরণীয়

হৃদয়-আসনে রাখিবে চরণ কবে হে মোহন প্রিয় !
স্বপনের মণি কবে বঁধু হবে আঁখির আদরণীয় ?—
আসিবে কবে হে প্রিয় !
শরণাগতির পথ চেয়ে মোর
পান্থ পরাণ নীরবে জপে :
"পিপাসার পথে নিঝর অঝোর
ঝরিবে করুণা-কিরণে কবে ?
সকল কামনা হবে তোমামুখী কবে ওগো কমনীয় ?—
কান্ত বলিয়া জানিব তোমারে—বিরহের বরণীয় !"

শুনেছি তোমার বাঁশি অন্তরে, তবু কেন তারে ভুলি ?
চিনিয়া স্বজন কাটে পরবাসে পথহারা দিনগুলি !—
তবু কেন তারে ভুলি ?
তৃষ্ণা-আকাশে হে চিরগোপন,
ছন্দ তোমার চঞ্চলিয়া
তোলে যবে মোর নিথর লগন,
প্রেম-জলধনু ওঠে রঙিয়া ।
তবু কেন মেঘে মিলায় সে-আলো—তুমিই বুঝায়ে দিও
শিখায়ে তোমার স্মরণ-সাধনা, হে চিরস্মরণীয় !

মাদ্রাজ, ২১ জুলাই, ১৯৪৪

কোকিল

তুমি গাও পাখি : "বসন্ত এলো আজি !
　　শ্যামলের বাঁশি সাধো মূরছনে মিড়ে।"
ফুলফাল্গুন ওঠে না তো সুরে বাজি'
　　মধুঝঙ্কারে তাই আসো ফিরে ফিরে !

রূপ-রাস ধ্বনিহীন, দেখে শুধু আঁখি।
　　কুহুকম্পনে তাই কি তার হে কবি,
করো অনুবাদ—পরমানন্দে আঁকি'
　　সুরপূর্ণিমালোকে শ্যামলের ছবি !

বিনা পাখা হায় ধুলায় আমরা বাঁধা,
　　তাই প্রতি খনে ভুলি শ্যামলের বাণী।
তুমি গাও : "মোর হয়েছে সে-সুর সাধা
　　তার সাথে—তাই হ'ল মন-জানাজানি।"

নয়নে যা দেখি সেথা পড়ি হায় ধরা
　　আকাশে পাসরি বিলাসের ছোট নীড়ে।
শোনাও কি তাই হে চিরকলস্বরা :
　　"শ্যামলেরে মিলে সুরেলা স্বপনতীরে !"

মাদ্রাজ, ২২ জুলাই ১৯৪৪

কান্ত

করুণে অরুণ-প্রেমে এসো হে অমল,
বিরহে ফুটায়ে তব মিলন-কমল।
তোমার করুণা বিনা
অবনী আলোকহীনা,
ক্লান্ত!
তোমার বাঁশির স্বরে
মন যে কেমন করে
কান্ত!
তোমার নূপুর প্রাণ করে চঞ্চল।

যেদিকে বন্ধু চাই
তোমার আভাস পাই
পান্থ!
নন্দনে তুমি ফুল
অম্বরে তারাদুল
কান্ত!
তোমার অঙ্গরাগে জলদ সজল।

ফুটালে তোমার বাণী
রঙে সুরে তালে জানি
পান্থ!
বিরহে স্বপন তব
তাই দেখি নব নব
কান্ত!
পিপাসা জাগায়ে কোথা মিলাও চপল!

মাদ্রাজ, ২৫ জুলাই, ১৯৪৪

সর্বসাথী

জীবনে সহচারী, মরণে কাণ্ডারী! বন্ধু তোমা সম কে আর আছে?
হাস্যে অতুলন, লাস্যে বিমোহন—তোমারে প্রিয়, কার হিয়া না যাচে?
প্রভাতে স্নেহারুণ, দিবসে দিশারি—যে নিশীথে চন্দ্রমা তিমির নাশে,
বিয়োগে সান্ত্বনা, মিলনে মূর্ছনা, চাহনি-তারামণি নয়নাকাশে।
বিশ্বরাজ হ'য়ে নিঃস্বসখা, বলো নিরুপমের কোথা উপমা ভবে?
যা-কিছু ধরণীর কাটায় ধূলিটান—ধেয়ানে তৃষ্ণায় বুনি' নীরবে
ছন্দবরষায় বসুন্ধরা-বুকে ফিরিয়া আসো চির-শ্যামল গুণী।
তোমারি জপি' নাম অবনী অভিরাম, গগন নীল তব শঙ্খ শুনি'।

তোমারি নিশ্বাসে স্বপন-সৌরভ উছলে হৃদয়ের কমলদলে:
অন্তরঙ্গ যে সবার চেয়ে—তারে কেমনে দুর্লভ বলে সকলে?
তোমারি লাবণীর কল্পনায় রঙি' শিল্পী আঁকে তার প্রাণের ছবি,
তোমারি মর্মরে তরুরা গায় গান, তোমারি বিদ্যুতে জলদ কবি।
তোমারি কিঙ্কিণি শুনিয়া সাধে গ্রহ-তারকা অগ্নির উধাও গতি,
তোমারি মুরলীর শুনিয়া "আয় আয়" ছুরভিসারে ধায় সতী অসতী।
কী দিয়ে দীন আমি পূজিব হেন নাথে? দয়াল তুমি, এই ভরসা শুধু।
যাদের সব আছে তাদের নহ তুমি—যাদের কেহ নাই তাদেরি বঁধু।

তবু কী মোহমেঘ ঘনায় খনে খনে তারে ডাকায় পথে সাগর-প্রায়
বাধার ব্যবধান কেমনে সহে—যার পরশ বিনা তনু বিধবা হায়!
মানস বুনি' কোন্ চিন্তাজাল করে আকাশ-প্রার্থনা মলিন কালো?
ভালো যে নিখিলেশে বাসে নি কেমনে সে নিখিলে অন্তরে
বাসিবে ভালো?
যেটুকু সাধি প্রেম তোমারি প্রণয়ের প্রতিধ্বনি—কেন বুঝি না প্রভু?
তুমি না সাথে সাথে চলিলে সন্ধানে, আঁধারে পথদিশা মিলিত কভু?

স্তব্ধ করো আজ বাসনা-মুখরতা বাজায়ে সাধনার নীরব বাঁশি :
বিরহ-বেদনাও মধুর হবে—যদি তোমারি তরে প্রাণ রহে উদাসী।

২৬ আগষ্ট, ১৯৪৪

অদেখা

দেখেছি তো কতই তুনয়নে :
শুধু তোমায় দেখিনি ভুবনে।
যার তরে স্বপনের চিরতৃষা
তারি দিশা পাই না জাগরণে।

দেখব তারে আঁখির আলো জ্বেলে
এমন আলো কই দিলে দীপনে ?
সবার ডালি ভরল যাহার দানে
রইল শুধু লুকিয়ে সে গহনে।

দেখি যাদের—নয় তো আপন তারা
দেখিনি কেবল সে-আপনজনে।
বিশ্বলীলা যে-মায়াবীর ছায়া,
তারি কায়া রইল সঙ্গোপনে !

মাদ্রাজ, ৩০ জুলাই, ১৯৪৪

উদ্ধবের প্রতি গোপীগণ

মথুরার মণি শ্যামলের দীনা
গোপীদের কথা মনে কি পড়ে ?
যারা ছিল তার চরণ-নিলীনা
ভুলিত ভুবন বাঁশির স্বরে ?

প্রিয় পরিজন সুখসাধ যারা
আসিত ছাড়িয়া তাহারি তরে,
গৃহ থেকে যারা ছিল গৃহহারা,
তাদের ভুলেও মনে কি পড়ে ?

বলো ওগো সখা, বলো তারি কথা,
আমাদের কথা বোলো না তারে।
কী হবে বলিয়া ? ফুলঝরা-ব্যথা
ফুল ফোটা কবে বুঝিতে পারে ?

অবলার বলো কী আছে দিবার ?
রূপ তো শিশির বালুকাচরে।
নয়ননদীর ঢেউগুলি তার
চরণসিন্ধু খুঁজিয়া মরে।

বৃন্দাবনের আছে হায় শুধু
যমুনা—সেও তো ব্যথায় কালো :
ব্রজের বাসর রাস রস মধু
রচিত তাহারি মায়াবী আলো।

সে-মায়াবী গুণী মথুরায় শুনি
নব নব প্রেমে নিতি নিঝরে!
পেয়ে নব-উচ্ছলা সুরধুনী
সুরহারাদের মনে কি পড়ে?

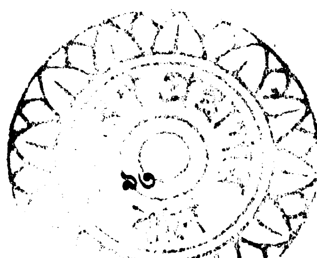
যার আছে ধন ধনী নাম তারি,
শকতি যাহার সে-ই তো বলী।
আমাদের শুধু আছে আঁখি-বারি
নহিও আমরা কথা-কুশলী।

নাই কিছু, তবু যারা দিতে চায়,
অকারণে মন কেমন করে,
হেন গোপীদের আজি মথুরায়
বারেকো তাহার মনে কি পড়ে?

প্রাণ চায়—দিতে কূলেরে বিদায়,
কেন চায়—বলো কেহ কি জানে?
যে-নিঠুর চিরতরে ছেড়ে যায়
তারি পানে ধাই কিসের টানে?

পলকে যে ভোলে কেন তারে কভু
পারি না ভুলিতে পলকতরে?
সে চির-উদাসী—জানি, বলো তবু
গোপীদের তার মনে কি পড়ে?

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪



গোপীদের প্রতি উদ্ধব

শ্যামলের প্রেমে যাহারা বিভোর,
ভুলি' সুখ-সাধ প্রিয় স্বজনে,
তাহারেই শুধু জানে চিতচোর,
ধন্য তাহারা তিন ভুবনে !

আশার ঝলকে যে-আলোক জ্বলে,
সে-দীপনে পথ যায় না দেখা,
যে-প্রদীপ জ্বলে নিরাশা-অতলে
সে দেখায় তার চরণরেখা ।

দান ধ্যানে তারে কে পেয়েছে কবে !
যোগে যাগে ধরা দেয় না বঁধু ।
মিলে কি তাহারে শুধু নামজপে
না ঝরিলে সেথা হৃদয়মধু ?

কে বলে তোমরা দীনা ভিখারিণী
গরবিণী যারা লভিয়া তারে ?
দেববল্লভে নিলে যারা কিনি'
দেবদুর্লভ দুরভিসারে ?

ছাড়ি' কূল বরি' অকূল-তারণ
জীবনে মরণ বাসিলে ভালো,
তারে বিনা গণি' আঁধার ভুবন,
তাই পেলে তার আলোর আলো ।

কে বলে কলঙ্কিনী তোমাদের
প্রণয়ে যাদের শ্যামল বাঁধা ?—
তারি সহচরী হ'য়ে সহজের
সখীসুর হ'ল যাদের সাধা !

তারে জানে যারা সুখের কারণ
সাবধানে চায় শরণাগতি,
নহে তারা তার আপন তেমন
যেমন তোমরা লো চিরসতী !

পূজারী সে জানে মন্ত্রপ্রণতি,
প্রার্থী সে জানে কৃতজ্ঞতা,
জ্ঞানী জানে তার জ্যোতি নিরবধি,
প্রেমিকা—তাহার প্রাণের কথা।

সে-কথা তাহারে বলি' হরি তারি
প্রেমে ফিরে পায় আপন সুধা,
অভিসারিকার তরে অভিসারী,
নহিলে তাহার মিটে না ক্ষুধা।

হেন প্রিয়া-চরণের রেণু চুমি,
যত ফুল ফোটে বৃন্দাবনে
তাহাদেরি মাঝে যেন গো কুসুমি'
উঠি আমি সেই প্রিয়-বরণে।

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

করুণাক্ষ

করুণার আঁখি কেমন তোমার ভাষায় কেমনে বলি ?—
আলোকে যাহার যুগান্তরের আঁধার ওঠে উজলি'।
যেথা শুধু প্রেম-দীপ্তি,
কৃতজ্ঞতার তৃপ্তি,
কামনার কাঁটা চাহনিতে যার পলক ওঠে কমলি'।
করুণার আঁখি কেমন তোমার ভাষায় কেমনে বলি ?

করুণার আঁখি কেমন তোমার—কেমনে বলিব বলো ?
কী সুর-সাগরে আনিতে টানিয়া আপনি লুকায়ে চলো।
ধীরে ধীরে ডাকি' চরণে
অচিনের অনুসরণে
ছোট ব্যথা যত ভুলাও গভীর ব্যথার রণি' মুরলী।
করুণার বাঁশি কেমন তোমার ভাষায় কেমনে বলি ?

বিষ কোন্ পথে হয় সুধা—চির-অকূলেই কূল রাজে,
শুধু দরদীর কাছে বলা যায়—অপরে বুঝিবে না যে।
যারা তব পথ চাহিয়া
থাকে নি বাসর জাগিয়া
কেমনে বুঝিবে বিরহের পথে কী মিলন আনো ছলী ?
বিষ কোন্ পথে হয় সুধা, বঁধু, ভাষায় কেমনে বলি ?

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

তোমাময়

তুচ্ছ আঘাতে বাজে ব্যথা আজো
তাহাতে দুঃখ নাই :
সব ব্যথা হোক তোমারেই নিয়ে—
আজ শুধু এ-ই চাই।

সংসার নিয়ে যত সুখ-দুখ
"আমি আমি" সুরে গায় যুগ যুগ,
"আমার হরষ আমার বিষাদ"—
বেজে ওঠে সেথা তাই।
সুখ দুখ হবে সার্থক—যদি
তব তরে নাথ, পাই ॥

বেসুরেও সুর অন্তঃশীলা—
জেনেছি তো কতবার :
যখনি চেতনা হয় তোমামুখী
ফোটে সেই ঝংকার।

তবু আজ চাই আরো সুগভীর
সুরেলা রাগিণী—নয় যে অধীর,
চঞ্চল নয় যার আলো-ছায়া :
যেথা আর "আমি" নাই,
তোমা-ময় সুরে কাঁপে সাধ—যেন
সেই সুরে গান গাই ॥

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

নির্ভীক

তুমি আমায় করলে গ্রহণ ভয় দেখাবে আমায় সে কে ?
তোমার আমার মাঝে আড়াল নয়ন যেন আর না দেখে।
কত অশ্রু কত ব্যথা
অভিনয়ের কলকথা—
গেয়েছি তো রঙ্গরাগে,
আজ আমি সে-বিলাস রেখে
ধরব তোমার চরণ শ্যামল,
নয় শুধু আর থেকে থেকে,—
প্রেমমোহন মূর্তি তোমার
রাখব প্রাণে সদাই এঁকে।

অবান্তরের ছায়া-পুলক, চাই না যা তা চাওয়ার মায়া
মোহের পালা শেষ করো আজ—আগুন দিয়ে পোড়াও কায়
যে-কায়া নাথ, এত প্রিয়—
সে যে কারা—নয় তো গৃহ,
মন্দির সে হবে—তুমি
রইলে সেথায় নিত্য জেগে,
কাঁটা হবে কুসুম—তোমার
চরণ-কমল-পরাগ মেখে,
চিন্তায়ো যার অভয়—তাকে
পাই যদি, ভয় দেখাবে কে ?

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

সর্বনাশা

এ-দেহ নাথ তোমার দেওয়া,
দিলে তোমার মিলন তরে।
সেই মিলনে না পেলে কি
দেহের সুখে হৃদয় ভরে?

বহু জনম গেছে ব'য়ে
আঁধার পথে আশার দহে:
আলো যেথায় ছদ্মবেশী—
ভালোবাসার কুসুম ঝরে।
অ-ঝরা ফুল চায় যে প্রেমে
কাঁটাবনে সে কি ডরে?

হৃদয় কাঁদে যুগে যুগে,
আজ দেহও উঠুক কেঁদে—
কথার সাধন ছেড়ে শ্যামল,
তোমার ব্যথার দাহন সেধে।

যে-সুর তুমি অন্তরালে
বাজাও অগ্নিশিখার তালে
তনুর তাপে তারেই জাগাও
আজ বড় মন কেমন করে।
বহ্নিবেণুর ডাক যে শোনে—
সর্বনাশায় সে কি ডরে?

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

দুঃখপারে

দুঃখ আমায় চাইলে দিতে
পাব না আর দুঃখ আমি :
তোমার তরে দুঃখ, শ্যামল,
সুখ হবে-যে দিবসযামী।

আশা-রঙিন সুখের তরে
মন যার আজো কেমন করে,
তোমার পরশ ছাড়াও আরও
নানা হরষ চায় যে স্বামী।
তাকে পারো দুঃখ দিতে—
চায় যে মায়া যশ-প্রণামী।

যে চায় তোমায় আশৈশবই
থাকুক না তার হাজার ত্রুটি,
ত্রুটি নিয়ে পড়ে, শ্যামল,
তোমারি তো পায়ে লুটি' :

তাকে তুমি দেবে না কি ?
সুখ দিয়ে হায় দেবে ফাঁকি—
সুখেও যার মন ভরে না—
হোক না সে-সুখ হাজার দামী ?—
দুঃখ দেবে তায় কেমনে
দুঃখে যে পায় সুখ অনামী ?

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

অকৃতার্থ

তোমার চরণ-অর্ঘ কি নাথ
করবে হরণ বাসনারা ?
মৌন ধ'রে রইবে কি—চায়
হানা যখন দিতে তারা ?

জানি—মোহের শক্তি আছে,
তাই ডাকি আজ—এসো কাছে
যেথায় তোমার বাঁশি বাজে
সেথায় নিয়ে দাও পাহারা
শুনব যখন সে-সুর কানে
মিলিয়ে যাবে বেসুর যারা ॥

জানি—বৃন্দাবনের সে-সুর
চাও শোনাতে তুমিও নিতি,
জানি—সাঁঝের কোলেই তোমার
চাঁদ উঁকি দেয় হে অতিথি !

জানি—তুমি ধীরে ধীরে
আনো তোমার চরণতীরে
মন বোঝে, হায়, প্রাণ বোঝে না
দেখে ঝরে নয়ন ধারা—
তোমার দেউল নয় যে আজো
দ্বীপান্তরের দেহ-কারা ॥

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

চোখের জলে

চাই নি তোমায় অহংকারে,
চেয়েছি নাথ চোখের জলে :
তোমার আলো বিনা শ্যামল,
ভুবন আমার আঁধার ব'লে।

এ-ব্যথারে দিও না গো
সরিয়ে—আমায় দুঃখে রাখো,
তোমা বিনা যে-সুখ সে হোক
বিষের ম'ত ধরাতলে।
অন্য প্রেমে অধীর হ'লে
ভাসিও আমায় চোখের জলে॥

সুখের তরে চাই নি তোমায়—
জানো তুমি অন্তর্যামী!
তোমা বিনা দিন কাটে না
তাই তোমাকে চাই হে আমি।

বহু পুণ্যফলে পেলাম
বিরহ—যার নেইক বিরাম,
একে তুমি কোরো না দূর
মিথ্যে মিলন-মায়ার ছলে।
অন্য স্বাদের চাইলে পুলক
ভাসিও আমায় চোখের জলে॥

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

দাস্য

অহংকারের ছলচাতুরী
কত রকম—কেউ কি জানে ?
তাই তোমাকে ডাকি—যেন
গাই শরণের সুরই গানে।

"আমার আমার" আলাপ যত
করো তোমার পদানত,
"তোমার তোমার"—এই রাগিণীই
সাধি যেন আত্মদানে :
উষা আসে তোমার কৃপায়—
নিশা আমার যেন মানে ॥

এই শুধু হোক গর্ব আমার :
তোমারি দাস রইব ভবে,
তোমার ডাকেই দেব সাড়া—
তোমার সেবায়, তোমার স্তবে।

যেই অভিমান নিম্নমুখী
হবে আপন পূজায় সুখী,
চোখের জলে সে-গ্লানি নাথ,
দিও ধুয়ে প্লাবনটানে।
চিত্ত করো সূর্যমুখী
সূর্য তোমার জ্বালিয়ে প্রাণে ॥

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

কাঁটাপথে

বিপদ আমার আসবে জানি :
মনের প্রাণের বহু বাধা,
বাসনাদের ছল চাতুরী,
অভিনয়ের মিথ্যে কাঁদা।

আসবে জানি—আঁধার কালো,
লুপ্ত হবে চোখের আলো,
মনে হবে—ব্যর্থ সবই,
হয়নি তোমার সাধন সাধা,
আরো কতই অচিন আড়াল
আনবে অহংকারের বাধা॥

তবু জানি—আমায় শ্যামল,
ঠাঁই দেবে ঐ রাঙা পায়ে,
জুড়িয়ে যাবে ক্লান্তি তখন
ভ্রান্তিহরা চরণছায়ে।

আমায় বহু দুঃখ দেবে,
দিয়েই আপন ক'রে নেবে,
তোমার অর্ঘ তুমি ছাড়া
রচবে কে নাথ ?—হিয়া-রাধা
তোমার ব্যথার অভিসারেই
দলবে যত পথের বাধা॥

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

অদ্বিতীয়

আঘাত আসে যেখান থেকে
সেখান থেকেই সহায় আসে :
মুখ ফিরিয়েই জানায় শ্যামল—
দীনকেও সে ভালোবাসে।

তা যদি না হ'ত প্রভু,
পথের আঁধার ঘুচত কভু ?
বইত কি তার তৃষ্ণা চাতক
দূর গগনের মেঘের আশে—
যদি সে না জানত—মেঘও
চাতকেরেই ভালোবাসে ?

যে-সুখ নিয়ে চলি ফিরি,
সম্বল তার নয় তো বেশি :
একটু হাসি, একটু মিলন,
একটু আদর, মেশামেশি।

তার পরে সব শূন্য—ফাঁকি,
তাই তো তোমার অনুরাগী
চিরদিনের প্রেমের পথিক,
ফিরিয়ে দিলেও আশেপাশে
ঘোরে তোমার, জানে যে সে—
আর কে এমন ভালোবাসে ?

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

বিবাগী

ছাড়তে যখন হবেই রে মন, মিথ্যে কেন জড়িয়ে থাকা ?
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি চাই আজ মনে রাখা।
এতদিন যা ছিলি ধ'রে
উঠল কি তায় জীবন ভ'রে ?
দাগ কি তবু কাটবি জলেই—শুনবি ফিরে পিছু ডাকা ?
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা॥

অন্তরে তোর শুনিস না কি অচিন আপন জনের আশা ?
সুরটি যদি মনে লাগে—সে-ই শেখাবে চাওয়ার ভাষা।
পাষাণ-ভাঙা ঝর্না জাগে
নীল মোহানার অনুরাগে,
শৈলবালা ঘর ছেড়ে ধায় জেনেও যে, পথ আঁকা বাঁকা।
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা॥

ছাড়ার কান্না অবুঝ—মেনে নে ওরে মন, সোজাসুজি।
মাটি ছেড়ে মেঘ ওঠে যেই মাটি কাঁদে এম্‌নি বুঝি!
জানে না সে মেঘের কোলে
তারি ফুলের ফাগুন দোলে,
মাটিতে যে বন্দী ছিল—আকাশে সে-ই পেল পাখা।
ছাড়ার মাঝেই পাওয়ার বাণী—এইটি শুধু মনে রাখা॥

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

সুর-সাধা

বাঁশি ডাকে নীল যমুনার কূলে,
"আসি আসি"—বলে প্রাণ।
বলে—"ভালোবাসি", তবু পারে কই
আপনারে দিতে দান ?

দিনে দিনে যায় বহিয়া লগন,
হে মুরলীধর! শিখাও শরণ,
বিনা বঁধু তব অরুণ-চরণ
নিশীথ নিরবসান :
"আসি আসি" বলা হ'য়ে গেছে—কবে
"এসেছি" বলিবে প্রাণ ?

আলোয় ছায়ায় গড়া এ-ভুবন,
মনে হয় মায়াময়!
আলো যবে হাসে, ছায়া আরো কাঁদে
অপরূপ অভিনয়!

শুধুই প্রেমের তৃষ্ণা-রাগিণী
গাহি' কি পোহায় বিরহ-যামিনী ?
সব হারাবার সুর যে সাধে নি—
ভালোবাসে অভিমান,
"আসি আসি" গায় কণ্ঠই তার,
"এসেছি"—বলে না প্রাণ।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

অপ্রত্যাশিত

অর্ঘ্য তোমার তুমিই রচো আড়াল থেকে সঙ্গোপনে
কেউ জানে না কেমন ক'রে ফুল ফুটিয়ে কাঁটাবনে!
যে-পথে চাই তোমার সুবাস,
পাই না তো সে-পথের আভাস,
উষায়-চাওয়া লীলাবিলাস মিলাও হয়ত সান্ধ্য মনে,
ফুটিয়ে ক্লান্তিহারা গোলাপ অশান্তির ঐ কাঁটাবনে!

আমরা করি ম্লান তুমি যা রচো গগনবিতান থেকে।
আমরা ঘুমাই—তুমি চলো অনাগতের ছবি এঁকে।
দেখে না সে-ছবি নয়ন
হৃদয় যখন তন্দ্রামগন,
হঠাৎ এলে আলোর লগন, জেগে দেখি প্রাণগহনে
ছবি নয় সে—গোলাপ-অরুণ কান্নাকরুণ কাঁটাবনে!

বন্ধু! তোমার গান যখনি গাই আমি গভীরের সুরে,
তোমার বাঁশি গায় যেন: "শোন্ কাছেই আছি, নয় তো দূরে।"
মন মানে না, বলে—"কোথায়?"
পায় না খুঁজে তোমায় ব্যথায়!
তবু কে যে আনে আমায় শ্রীচরণের জাগরণে!
শুধাই তখন: "এ কী! গোলাপ কে বিছালো কাঁটাবনে!"

২ অক্টোবর, ১৯৪৪
লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, রাত চারটে

স্মারক

তোমার কাঁপন আমার আশায়, আমি বলি :
"আমার এযে।" (১)
তোমার বাঁশি বাজলে বলি : "আমারি প্রেম উঠল বেজে।"
জানি না যে তোমার ধারা
তাই তো আঁখি পথহারা,
তবু ছায়ার মাঝেও তোমার আলো বেড়ায় চিকিয়ে কে যে।
তাই না এমন চেনাসুরে অচিন বাঁশি ওঠে বেজে।

ব্যথাও তোমার, তাই কি উদাস করো—যখন প্রাণের বীণা
তোমার সে-সুর সেধেই থামে দেখতে—ভালোবাসি কি না।
তাই বুঝি যে-ই করো একা
তোমার আবছা চরণরেখা
ফোটে বুকের বালুচরে, মন বলে : "ঐ সে এসেছে।"
চমকে উঠি···অমনি মিলায়···বাঁশি আবার ওঠে বেজে।

জানি এমন আসবে লগন যখন তুমি দেবে ধরা :
ঢাকবে না আর ছায়া তাকে বাজায় যে তার সপ্তস্বরা।
আজ এসো নাথ সবকিছুতেই
ধরতে গিয়ে হারাব যেই,
বিস্মরণের তীরেও অবিস্মরণীয়ে ভুলি নে যে
এই ভরসার মূর্ছনাতে বাঁশি তোমার উঠুক বেজে।

৩ অক্টোবর, ১৯৪৪

জাগরণী

চাই না আর সে-গান যে শুধু একটু আবেশ স্বপ্নবিলাসী।
যে-গান আনে অগ্নিচমক আজ আমি সেই শিখার আশী।
যে গান তম্বুর মন্থরতার
কারা দহে—শোনাও এবার,
যে-গান ভাবের ঝরিয়ে অশ্রু
মুখে বলে—"ভালোবাসি,"
তবু ডরায় আত্মাহুতি
মনে জপি' সুখের রাশি,
সে-গান নিভে যাক—যে শুধুই
স্বপন-আবেশ-অভিলাষী॥

যে-গান চলে উধাও স্রোতে অভয় পারের নিরুদ্দেশে,
মনে জেনে—সিন্ধু-নিশায় ফুটবে উষা বন্ধুবেশে,
"অকূলে কূল মিলবে কিনা"
শুধায় না যে : ক্লান্তিহীনা
সতীর মতন একান্ত যে,
অন্তরে তার বিষাণ বাঁশি
শোনাও জাগাও সাধাও শ্যামল,
চিরদীপন-মিলনাশী :
সে-গান নিভে যাক—যে শুধুই
স্বপন আবেশ-অভিলাষী॥

অক্টোবর, ১৯৪৪

আপন

তুমি আমি যেথা নাই সেথা বলো আপনা বলিব কায় ?
আমার তনু যে প্রতি অনুমাঝে তোমারি পরশ চায়।
জানি না কিছুই হে শ্যামল বঁধু,
শুধু জানি—তুমি মধু হ'তে মধু,
যে-প্রিয় কোথাও নাই—কে তাহারে মিলাবে কল্পনায় ?
নাই যদি সেই মধু—কেন মন গলে সে-মধুরিমায় ?

আপন বলিতে ভ'রে ওঠে বুক, তাই বুঝি যুগে যুগে
"আমার আমার" গান গায় প্রাণ আলোছায়া-সুখে-দুখে।
আমার স্বজন বান্ধব গেহ
দয়িত দয়িতা এত প্রিয় দেহ
তেমন আপন নয় তারা কেহ—পরবাসী তবু চায়
ক্ষণনীড়ে তার দিতে চিরমান "আপন" বলিয়া হায়।

যে সাধ বরিয়া প্রেমবিহঙ্গ বিরহে আজিও কাঁদে
যাচিয়া দোসর আকাশপান্থে নীড়-বন্ধনে বাঁধে,
আসিবে সে কবে হ'য়ে বল্লভ
যার গৌরবে চিরউৎসব
করে হিয়া ? যারে আপন জানি' সে অচিনে আপন পায়—
আমার এ-তনু প্রতি অনুমাঝে তারেই অতিথি চায়।

৪ অক্টোবর, ১৯৪৪

পরশ-ভাষী

রাখিয়া চরণ হৃদয়ে মোহন,
জানাও পরশে—আছ হৃদয়ে!
হে পরশমণি! ধূসর ধরণী
করো অমরণী আলো-অভয়ে।

যারে চাই তারে পাব কি পাব না—
পরশই ঘুচায় এ-ভয়-ভাবনা,
মুক্তির মধু-স্বাদ পাই বঁধু,
আলিঙ্গনের অপরাজয়ে।
তাই প্রণয়ীর পরাণ গভীর
পরশের তব পিপাসা বহে॥

অপরাধ কত করি—ভাঙি ব্রত,
সে-নিরানন্দ-মেঘে অমল
বিজলি-ঝলকে নিরখি পুলকে
ক্ষমারে তোমার নীলসজল।

তব গাঢ় পরশন আশে নিতি
অতনু তনুর দুয়ারে অতিথি,
পরশ-মাধুরী তরে লুকোচুরি
খেলো পরিচয়-অপরিচয়ে।
প্রেমে বুঝি তাই প্রণয়ী সদাই
তব পরশের পিপাসা বহে॥

২৮ অক্টোবর, ১৯৪৪

কৃষ্ণাতীত *

ওরা বলে : তোমার পরেও আছে আরো অনেক কথা !
আমি জানি : আমার প্রাণে মূর্তি তোমার জাগে সদা !
তারপরেও যদি থাকে
তুমিই দেবে দেখিয়ে তাকে—
তোমার জগত, তোমার লীলা, তোমার বিকাশের বারতা :
বিনা সে-নয়নের বাণী জ্ঞান তো শুধুই মুখের কথা ।

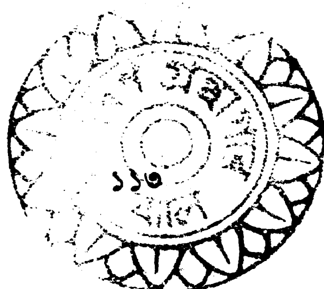
আমি জানি : তোমা বিনা শূন্য আমার জীবনখানি ।
আর কী হবে জানতে—দিও জানিয়ে তোমার পায়ে টানি' ।
যে-চরণের তালে তালে
কাটব আমি মায়াজালে,
সেই চরণেই ঠাঁই না পেলে গাইব তোমার কোন্ বারতা ?
বিনা সে-শরণের বাণী জ্ঞান তো শুধুই মুখের কথা ।

তোমায় যদি না পাই বঁধু, কী হবে হায় বাণী নিয়ে ?
মেঘও কাঁদে দামিনী যায় মিলিয়ে যখন ঝিলিক দিয়ে ।
স্থির চপলা হ'য়ে এসো,
কালোর বুকে আলো হেসো
তারপরে যা চাও হৃদয়েশ, ফুটিয়ো হিয়ায় সেই বারতা :
বিনা সে-হৃদয়ের বাণী জ্ঞান তো শুধুই মুখের কথা ।

২৮ নভেম্বর, ১৯৪৪

---

* "কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে"—মধুসূদন সরস্বতী ।



পরোয়া

তুমি আমায় নিলে তোমার চরণতলে
ভাবনা আমার থাকবে না আর কে কী বলে।
পাই নি তোমায় আজও—ভাবি তাই।
পেলে দেখব—চিন্তা কোথাও নাই।
ছাই কি ঢাকে—আগুন যদি হঠাৎ জ্বলে?
উধাও বাণ কি থামে—শুনতে কে কী বলে?

তোমার বাঁশি যে শুনেছে তার কি প্রভু
অন্য সুরে প্রাণ ভরে? কান দেয় সে কভু
আশে পাশে কোথায় কী গান বাজে?
তোমার বাঁশিই শুনে হৃদয় মাঝে
নীল মোহানার অকূল মুখে সে যে চলে
ভাবনা রেখে সাবধানীরা কে কী বলে।

তাই বুঝেছি—সত্যি বাঁশি হয় নি শোনা।
শুনলে কি প্রাণ হ'ত আজও অন্যমনা?
পাতত কি কান আজও কামনায়?
এবার এলো লগ্ন সাধনায়
তোমার বাঁশি শুনতে চাওয়ার জলে স্থলে
ভাবনা রেখে—জ্ঞানীর সভায় কে কী বলে!

৩১ নভেম্বর, ১৯৪৪

সহায়

'দুঃখ সবই সইব আমি'—বলি যখন অহংকারে,
জানি কি নাথ, কতটুকু দুঃখ এ-প্রাণ বইতে পারে?
তোমার তরে ব্যথা-বরণ
শুনি শ্যামল, কথায় যখন,
ভাবি বুঝি—সবাই মোহন আনন্দ পায় ব্যথাভারে!
আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে।

অচিন তীর্থপথে তোমার অচিন দিশা বিছায় স্নেহ।
নিশার বুকে যুগে যুগে জোগায় কে উষার পাথেয়?
তোমার হাসি তোমার বাঁশি
বলেঃ 'আমি ভালোবাসি।'
সেই প্রেমই যে সুখের আকর—ভুলি সুখেই বারে বারে।
আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে।

দুঃখ তুমি দাও না, জানি, অসহনের দিতে সাজা,
ভয় দেখিয়ে করে যে বশ নয় নয় সে প্রেমের রাজা।
অভয় দিতেই অকিঞ্চনে
দুঃখ দিয়ে লও চরণে,
বিনা প্রেমের অসীম সহায় দুঃখ কি কেউ সইতে পারে?
আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে।

৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

বিল্বমঙ্গল

অমুষ্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকমনন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত, হা হন্ত, কথং নয়ামি ॥

দিনগুলি কাটে শূন্য উদাস আঁধার প্রহর সম :
তুমি নাই, তাই কিছুই লাগে না ভালো।
অনাথবন্ধু, করুণাসিন্ধু, ওগো অন্তরতম !
কোথা প্রাণরবি তুমি যদি নাহি জ্বালো ?

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো !
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো !
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম !
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

হে দেব দয়িত !—এ-তিন-ভুবনে বন্ধু অদ্বিতীয় !
ঊষরে তুমিই কুসুম-করুণা ঢালো।
সে-কোন্ লগনে উদিবে নয়নে হে মোর শ্যামল প্রিয় !
আঁখির কালোয় ফলিবে কালোর-কালো !

তত্ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং
বাচামবাচি ননু পর্বাণি পর্বণীন্দোঃ।
তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-
বেণু-ত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥

কালো তবু কালো নয়! সে কেমন? জানি না, তারে কি চিনি?
চাঁদের উপমা লাজ পেয়ে যে মিলালো।
হেন চাঁদ বিনা মুহূর্তে হয় মলিন যে-কুমুদিনী
উপমা তাহার সহে কি সে-মুখ-আলো?

প্রেমদশ্চ মে কামদশ্চ মে বেদনশ্চ মে বৈভবশ্চ মে।
জীবনশ্চ মে জীবিতশ্চ মে দৈবতশ্চ মে দেব নাপরম্॥

হেন তুমি শুধু বাঞ্ছিত মোর, জানি—এ দুরাশা হায়!
তোমা বিনা তবু কিছুই লাগে না ভালো।
প্রেম প্রাণ তুমি বেদনা বিভব আশ্রয় বসুধায়,
চাহি না সে-রবি যাহারে তুমি না জ্বালো।

আঁখর

মন মানা কি মানে?
বঁধু মন যে অবুঝ—মানা কি মানে?
ওগো দেবদুর্লভ তুমি—সে জানে,
হায় তবু ধায় শুধু তোমারি পানে!
আজো জানে না সে ধায় কিসের টানে,
তবু না জেনেও সে উধাও উজানে,
চির নীল যমুনার প্রেম উজানে,
কারো কথা সে তো বঁধু তোলে না কানে।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ (শ্রীকৃষ্ণকথামৃত)

অকিঞ্চন

বহুদুর্লভ তুমি হে শ্যামল! আপনি না দিলে ধরা
কে কোথায় কবে শুনেছে তোমার মুরলী মধুস্বরা?
'আয় আয়' ব'লে ডাকে সে ভুবনে
অনলে অনিলে তারায় তপনে,
জানি—তবু কার কানে বাজে তার মূর্ছনা মনোহরা?
শুধু তারি—যার হৃদয়ে আপনি এসে দাও নাথ ধরা।

যে চায় তোমারে আপন সাধনে ধরিতে চপল সাথী!—
মুঠিমাঝে জল সম তুমি দাও ফাঁকি তারে দিনরাতি।
যে চায় বিরহে তোমার চরণে
গভীর শরণ—সে-ই প্রাণে শোনে
তোমার অপার সুরঝংকার প্রেমশিহরণ ভরা।
অকিঞ্চনেরি বল্লভ তুমি—তারে শুধু দাও ধরা।

নয়নের নীরে তাই বঁধু গাই: 'করো মোরে দীনতম।
তনুমন মোর হোক আজি তব চরণের ধূলিসম।
প্রতিভা শকতি গরব বিভব
করো পদানত প্রণতি-নীরব:
হে ঘন-শ্যামল! অহেতু-বরষা হ'য়ে এসো, তাপহরা।'
দুর্লভ তুমি জানি—তাই ডাকি: 'করুণায় দাও ধরা।'

১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

প্রশ্নাতীত

কেন? কোন্ পথে? কার তরে? হায়, শুধায় মনের তৃষা!
প্রশ্ন-তুফানে যায় নিভে উষা—ছায় সংশয়-নিশা।
চিরমণি যার নাই সেই মন
চায় রাজকর, পূজাতর্পণ ঃ
যত পায় মান, তত সন্ধান হারায়—কোথায় দিশা!
রবি যেথা নাই—ঘনায় সদাই সংশয়-ঘন নিশা।

মনচোরা! মন রচিলে আশায়—আমরা সেথায় তব
চিন্তার ফুলে গাঁথিব বরণমালা সুখে নব নব।
মন তবু করে চয়ন কাঁটায়,
মনের ওপারে চাহে না তোমায়,
পারে না ধরিতে যবে ভাবনায়, বলে ঃ সেথা নাই দিশা!
আলো তব যায় নিভে তাই, ছায় সংশয়-কালো নিশা।

করি প্রার্থনা ঃ মনের ভ্রান্তি ঘুচাও—বাজায়ে আজ
বৃন্দাবনের অকূল-বাঁশরী সুন্দর সুররাজ!
কোন পথে তুমি দেখা দাও প্রেমে
দেখাতে আপনি এসো প্রিয় নেমে,
মনের আলেয়া নিভায়ে জ্বালাও অন্তরে ধ্যান দিশা,
তাহ'লে উদিবে তপন—ঘুচিবে সংশয়-কালো নিশা।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

অবোধ

ডাকিতে তো চাই—ডাকিব কেমনে বলো না—
তুমি যদি এসে না ডাকাও, করো ছলনা ?
কে কোথা পাথারে তারা পানে তরী বেয়েছে,
বেসুরার মাঝে সুরেলার গান গেয়েছে,
বিনা বঁধু তব মন্ত্র হৃদয় মাঝারে—
যারে জপি' পায় আলো সে গভীর আঁধারে ?
তাই ডাকি :   আর কোরো না কোরো না ছলনা।
কোন্ পথে গেলে দেখা তব মেলে বলো না ?

অশ্রু কি শুধু চাহিলেই চোখে উথলে ?
মুকুতার সম রাজে সে হৃদয়-অতলে।
প্রেমের ডুবারি হ'য়ে তুমি আসো যে-খনে,
অতলের মণি উথলিয়া ওঠে নয়নে।
ধরিব ধরিব—যে বলে সে-ই তো পায় না,
জানিব জানিব বলিলেই জানা যায় না।
তাই বলি :   রাখো মিনতি, কোরো না ছলনা।
কোন্ পথে গেলে দেখা তব মেলে বলো না ?

দিনে দিনে দিন যায় কেটে প্রিয়তম হে !
বিনা শিখা কেন প্রদীপের এ-জনম হে ?
বিরহের বুকে বাজে বাঁশি এলে রজনী,
জাগি চমকিয়া !—সে-সুর মিলায় অমনি !

কেন এ-বেদনা বুঝায়ে তুমিই দিও হে
সাধিতে জানে না যে তারে সাধায়ে নিও হে।
তপন-তৃষিতে কেন করো মেঘ-ছলনা?
কোন্ পথে গেলে দেখা তব মেলে বলো না।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

উৎসর্গ

হৃদয়ে যে-ফুলটি ফোটাও নয় তো সে হৃদয়ের তরে।
হৃদয়-অধিরাজের সুবাস তাঁকে দিয়েই হৃদয় ভরে।
তোমার আলোয় পোহালে রাত
আমি বলি ঃ 'আমার প্রভাত!'
আড়াল রচে যে সেই খোলে এই কথাটি স্মরণ ক'রে
রাখতে শেখাও দিনে দিনে—যা পাই সবই তোমার তরে।

তোমার তারা-ই দেয় তুফানে দিশা অপার পারাবারে
তোমার দেওয়া আমার বাঁধন কেটে তোমার অসিধারে।
প্রতি সুরের মধুরিমা
গায় তোমার অসীম মহিমা,
যা কিছু চাই সুখের আশে—ভুল ক'রে চাই তুলতে ঘরে ঃ
শিখাও নিবেদনের সাধন—যা পাই সবই তোমার তরে।

২৫ আগষ্ট, ১৯৪৪

একান্ত

যত আশা সাধ ফিরাও তোমার পানে (১)
পূর্ণেরে করি' শূন্য নিরভিমানে।
তোমারেই শুধু চাই যবে বঁধু ভাবি,
দেখি না চাহিয়া : আজিও প্রহর যাপি (২)
যেথা তুমি নাই তাহারি বেসুর মাঝে,
মুরলী তোমার তাই বেজেও না বাজে। (৩)
গায় সে : 'যে চায় শ্যামলেরে শুধু প্রাণে
আঁখিরে সূর্যমুখী করে তারি পানে।'

শুনেছি, বন্ধু, কত না কথা তোমার।
শুনেছি—কাহারে বলে প্রেম-অভিসার।
শুনেছি যে, মায়া কূলের ভরসা বাণী,
অকূলেই শুধু হয় মন-জানাজানি।
আজি যে শ্রবণ-ক্লান্ত হৃদয় মম,
নয়নের বর দিবে নাকি প্রিয়তম, (৪)
সকল আশার অতীত করুণা দানে
আঁখিরে সূর্যমুখী করি' তব পানে?

আঁখর

১) আমার যত গূঢ় আশা কবে পাবে ভাষা
তোমার কীর্তনে?—
আমার যত অভিমান হবে অবসান
তব রাঙা চরণে?

২)   আমি চাহি না এখনো   তোমারে তেমন
দেখিয়া কাতরে ডাকি ঃ
বঁধু আজি করো মোরে   শুধু তব তরে
উচ্ছল বৈরাগী ।

৩)   আমি আজো যে বাসি নি ভালো
তাই আলো হ'ল চোখে কালো
তাই নই উদাসী—শুনিয়া বাঁশি

৪)   আমি শুনেছি শুনেছি শৈশব হ'তে ঃ
তুমি বিনা নাই আলো এ জগতে,
বিনা সে-তপন জীবন কালো ।
শুনি' আরো জাগে দর্শন-তৃষা
রূপরাগে দাও দাও চিরদিশা
মূরতি ধরিয়া বাসাও ভালো ।

২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

দুর্বার

যা কিছু বলি না বলি, ধরি না ধরি, করি না করি,
সবার মাঝে অহংকার ওঠে আমার শিহরি' !
যখন গায় মুখর প্রাণ :
'চাহি না আর দুরভিমান',
তাহারো মাঝে আপন গান গাই তোমারে পাসরি' :
হৃদয়ে তাই ওঠে না বেজে আপনহারা বাঁশরী।

ভাবি যখন : বিজনে বঁধু স্মরিব শুধু তোমারে
মৌন মাঝে কেমন শোভি—দেখাতে চাই সবারে।
বচনমাঝে যে-মায়া হায়,
বিছায় সে-ই নীরবতায় !
উড়িলে গাই : 'ধন্য আমি, কেমন নীলে বিহরি !'
নামিলে বলি : 'দেখ দীনতা—নিঃস্বে প্রেম বিতরি !'

বিরহতাপে দিবস যাপে তৃষিত হিয়া হে গুণী !
সকল সুধা বিফল মানি মুরলী তব না শুনি'।
শুনিব যবে—শীতল তব
চরণে চিরশরণ লব,
সে-খনে বরি' তোমারে যাব আমার আমি পাসরি' :
গরব যবে অশ্রু হ'য়ে ঝরিবে পায়ে নিঝরি'।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

ছদ্মবেশী

বেদনা তো ব্যথা নয়—সে করুণা তব :
তব পথে ডাকে বাঁশি-সুরে নব নব।
    সুখে যবে তারে ভুলে যাই
    দুঃখের পথে দেখা পাই :
অকূলের কোলে আকুলতা অভিনব :
বেদনারি বুকে চেতনা শ্যামল, তব।

নানা ছলে বুঝি আপনারে বাসি ভালো ?
লুকায় বাদলে তাই তব প্রেম-আলো !
    গলে মেঘ-আঁখি প্লাবনে,
    তখনি হৃদয়-গগনে
ফিরে আসে আলো শিহরণে অভিনব :
বেদনারি বুকে চেতনা শ্যামল তব।

ব্যথা নয় যার ব্রত তারো ব্যথা আসে
চিনাতে তাহারে—আজো যারে চেনে না সে :
    মূরতি যাহার ঘন-শ্যাম
    বিজলি বারিদে জপে নাম,
মরণেরো মাঝে জীবন সে অভিনব :
বেদনারি বুকে চেতনা শ্যামল তব।

২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

নিরাশ্বাসে

করুণা যদি না করো নাথ চলিব বলো কেমনে ?
আমার পথে তোমার বাঁশি না যদি শুনি শ্রবণে—
চলিব পথে কেমনে ?
ভুবনে তুমি না ধরো যদি
কালোর বুকে আলোমূরতি
সুখমাঝে কি পূরে সে-ক্ষতি—না যদি দাও চরণে
চিরশরণ—হে শরণীয় ! নয়ন রাখি' নয়নে—
চলিব পথে কেমনে ?

জীবন মোর অসহ কোরো তন্দ্রাহারা শয়নে,
বিছায়ো শরশয্যা যদি না চলি অনুসরণে।
চাহিয়া শুধু পরশ তব
না যদি পাই দরশ তব
কী হবে মিছে হরষে—নব নব বিকাশ-বরণে ঃ
বিকাশে যদি প্রকাশ তব না ধরে রূপ জীবনে—
চলিব পথে কেমনে ?

সকলি ছিল যাহার—কেন শূন্য তার ধরণী ?
বুঝি না কোন্ ব্যথা জটিল করে সরল সরণী ?
তুমি তো জানো—রাগিণী তব
না যদি বাজে—নিত্য নব
ছন্দহারা সুখোৎসব সাধিব কার মিলনে ?
বাঁশি যে বাজে কাঁটারি পথে—কী ফল ফুল-চয়নে
রক্তকাঁটা কাননে ?

রীতি

যা কিছু আমার চরণে তোমার ধরো,
শূন্য করিয়া আমারে পূর্ণ করো।

দিনে দিনে মোর দিন কাটে
খেয়ার আশায় ঘাটে ঘাটে, (১)
তটবন্ধন শিথিল হে সুন্দর!
শূন্য করিয়া তুমি যে পূর্ণ করো।

বিনা প্রেম তব রূপ কি ভুবনে রাজে?
বিনা বাঁশি তব সুর কি কোথাও বাজে?
বিলাসী সুখের কলকথা
সে শুধু মুখর বিফলতাঃ (২)
মিলনে বিছায় বিরহ গভীরতর
শূন্য করিয়া তুমি যে পূর্ণ করো।

আঁখর

১) তীরে মায়াঘর ছিল অন্তর আমার ভরি'
'নিশা যেথা রয় দিশা সেথা নয়'—গায় বাঁশরী
আজ ঘাটে ঘাটে ফিরি তাই,
কেন বলি আছে—যেথা নাই?
কেন হয় হেন না জেনেও যেন জানি গো প্রাণে
নহিলে কে চায় দিতে পাড়ি হায় অচিন টানে?
২) কথা বলি কত···সে-কথায় বলি কী যে—
জানে না অপরে—জানি কি আমরা নিজে?

২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

অবুঝ

যত পাই প্রিয় দিনে দিনে তত চিনি—কত রূপে ঘিরে
আছ মোর তনু মন প্রাণ—তবু চাহি আজো ফিরে ফিরে। (১)
কতটুকু হায় দিই দান তারে
যার দান ছায় আলোকে আঁধারে ?
এত কাছে যার নিবাস—দেখিতে চাহি না সে-অতিথিরে !
করি না বরণ তাহার চরণ—আমার নয়ন নীরে !

দেখিতে কি চাই তোমারে শ্যামল ? সে কেমন দেখা হায় !
না সঁপি' আমার জীবন-মরণ নয়ন বিলাস চায়। (২)
নদী যথা ধায় সিন্ধুর আশে
কূল ছাড়ি শুধু অকূল-পিয়াসে।
জল যথা ধায় অচিন আকাশে জলদের মঞ্জীরে
তেমন সুরে তো চাহি নি তোমারে কূলপানে চাই ফিরে।

তবু জানো না কি বেদনা আমার—জেনেও জানো না যেন !
যে-সোহাগ-তৃষা জপে প্রাণ তারি অভিসারে বাধা কেন ? (৩)
তরঙ্গ মেঘ ধায় যার তরে
আশ্রয় ছাড়ি, ঘরছাড়া স্বরে,
না বরিয়া তার আলো-পারাবার নীড় বাঁধি কালো তীরে !
কী মায়ার খেলা—কায়া ভুলে এই ছায়া-চাওয়া ফিরে ফিরে ?

১) তুমি আছ নিতি প্রিয়, ঘিরে
তব করুণায় মোরে ঘিরে
দূরে নও—আছ কাছে অন্তরমাঝে
ডাকো সে-প্রেমের তীরে।
আঁখি তবু কী মায়ায় ছাড়িয়া কায়ায়
ছায়া চায় ফিরে ফিরে!

২) নাথ! নয়ন যে নিতি হায়
শুধু ক্ষণ-শিহরণ চায়
নয় তব দরশন চপলা-দীপন:
মরণে জীবন ভায়,
সেথা ধূসরে হিরণ ছায়।
সেথা সঁপি' আপনার বাদল-আঁধার
রজনী তপন পায়।

৩) নাথ, দেখেও দেখ না কেন
নাই অন্ত বাধার যেন!
জপে তনু-প্রাণ-মন যে-চিরচরণ
সে-পথে বিরহ কেন?
বিনা যাহার মিলন আঁধার ভুবন
সে চির-সুদূর হেন?

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

নির্ভর

তোমার যে পথে নিয়ে চলো—দিশা তার
আমি তো জানি না, জানি শুধু অভিসার।
জানি না আঁধার ভুবন মাঝে
কোন্ বিকাশের বাঁশরি বাজে,
শুধু শুনি তার 'আয় আয়' অনিবার:
দিশা তুমি জানো—আমি জানি অভিসার।

চিনায়ো কেবল—ঘনালে অন্ধকার—
যে-পথে চরণচিহ্ন আঁকা তোমার।
যদি না চরণ পাই তব
চিহ্নে চরণ মেনে লব
ইঙ্গিত তব করিয়া অঙ্গীকার।
দিশা তুমি জানো—আমি জানি অভিসার।

জীবন—অকূল পিপাসার পারাবার,
যেথা শুধু তুমি কাণ্ডারী করুণার।
সে-ভরসা বিনা বলো কোথা
চিরশরণের সফলতা?
বিনা তব তারা কে পায় অপারে পার?
দিশা তুমি জানো—আমি জানি অভিসার।

২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

মায়াবী

আমি যদি চাই, দেখা তুমি দেবে না কি
সান্ধ্য নয়নে অরুণ নয়ন রাখি' ?
আজিও চাওয়ার ছন্দ হয়নি শেখা,
তাই অন্তরে ফোটে না চরণরেখা।
তবু যার কাছে তোমা বিনা সবি ফাঁকি
বাঁশি-সুরে তারে চাহিতে শিখাবে না কি ?

ধীরে ধীরে নাথ হয় বুঝি জানাশোনা
যে-পথে তোমার করুণার আনাগোনা।
তবু কাঁদে প্রাণ ঃ কোথা সে শ্যামল যার
আঁখিপাত বিনা ভুবন অন্ধকার !
যার তরে হিয়া যুগে যুগে বৈরাগী,
বেলা যায়, ধ্রুবতারা দেখা দিবে না কি ?

জীবন-প্রভাতে শুনেছি তোমার কথা,
কৈশোরে কানে বাজিল বাঁশির ব্যথা,
যৌবনে এল কলবাণী কামনার
সোনার-হরিণ-পিছু-ধাওয়া বার বার !
মায়ার মৃগয়া শেষ হ'তে কত বাকি ?
মায়াবনে ওগো মায়াবী ফুটিবে না কি ?

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৪

মুখ চাওয়া

রহিব তোমারি মুখ চেয়ে,
নয়নে নয়ন তব রাখি'।
মনে যদি আসে মেঘ ছেয়ে
নাশিবে তোমার নীল আঁখি।

আমাদের যত আলো-ছায়া
বাসনা-বাদল দিয়ে গড়া,
আজ আছে...কাল নাই...মায়া !
কেমনে বলো সে দেবে ধরা ?

যবে বলি : 'তোমারেই চাই,'
নয় সে তো উছাসীর কথা :
যাহা সবে চায় যদি পাই
তোমা বিনা আনে শুধু ব্যথা।

ধীরে ধীরে জানি হে শ্যামল,
আর সব চাওয়া মিছে ফাঁকি,
সব আশা-মেঘ চঞ্চল :
অচপল—তব নীল আঁখি।

৪ জানুয়ারী, ১৯৪৫

নব

দিলে যে-নয়ন ব্যথা ছলে
সে যে দান—রবে মনে রবে।
যুগে যুগে তপন যে জ্বলে
আঁখি বিনা কে জেনেছে কবে?

যে-হিয়া বিরহ তব সহে
জীবনে সে চির-পরবাসী।
শয়নে স্বপনে সে যে রহে
ঘরছাড়া বেদনা-বিলাসী।

নদী যদি সকলি শুকায়
চাতকের দুঃখ কি বাজে?
নীলমেঘ যার প্রাণ চায়
ধরা-তৃষা তার কভু সাজে?

যে-আলো ফুটালে এ-নয়নে
সে যে বরদান—মনে রবে।
তুমি যেথা নাই সে-মিলনে
কার তাপ মিটেছে গো কবে?

৫ জানুয়ারী, ১৯৪৫

অঙ্গীকার

যদি করি ভুল — ক্ষমা তব পাব জানি।
সব ভুল তাই চরণে তোমার আনি।
জানি যে ভুলেরো পথে
ধ্রুবতার প্রেমরথে
দেখা দেবে তুমি শ্যামল নিরভিমানী ঃ
জানি না যখন—তখনো যে মনে জানি।

জেনেছি একথা—সে-ও তো তোমারি বরে,
বেসুরার মাঝে তাই প্রাণ সুরে ভরে।
কালো নয় শুধু কালো,
তারি বুকে বঁধু জ্বালো
আলোর চরণ-চিহ্ন যে চিরতরে ঃ
কালো নয় কালো—জেনেছি তোমারি বরে।

দিনে দিনে দিন হয়ত বা যেত চলি'
নিশাশেষে যদি উষা না উঠিত জ্বলি'।
যদি না বিদায়রাগে
শুনিতাম বাঁশি ডাকে ঃ
ফুলে ফুলে ভরি' ব্যথার বনস্থলী,
তাই জানি—দিন যাবে না বিফলে চলি'।

২১ জানুয়ারী, ১৯৪৫

ঐন্দ্রজালিক

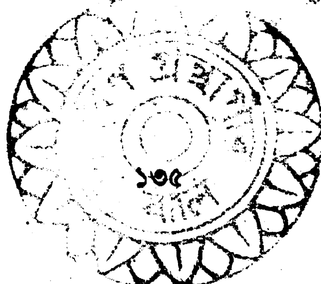
(কীর্তন)

জানি আশার মৃণালে তুমি ফুটাবে ভাষা ;
জানি নামিবে বরষা যেথা প্রেম-পিপাসা।
যবে ঘনায় রাতি
জানি কাছে প্রভাতী,
জানি বেদনা প্রদীপে জ্বলে তব চেতনা
বুঝি আঁধার বিনা সে-শিখা জ্বালা যেত না !

বেলা যায় ব'য়ে !...না না, কোথা বিদায়-বেলা ?
প্রতি অস্তে উদয় বুনি' তোমার খেলা।
যবে ফুল ঝরে হায়
নয় সে সাঁঝ-ব্যথায় ঃ
আঁকো মরণেরি তুলি দিয়ে কিরণকবি,
চির করুণ কালোয় আলো-অরুণ ছবি।

আমি বেসেছি যে-দিনে ভালো তোমারে বঁধু,
জানি রক্ত ক্ষরিত যেথা—ক্ষরিবে মধু।
যবে জেনেছি—আছে
সুধা বিষেরো মাঝে
নিতি নিশারো বিদেশে তব দীপদামিনী
দেবে দেখায়ে যে-স্বজনে না চিনেও চিনি।

মাদ্রাজ, ২৯ জানুয়ারী ১৯৪৫



অলক্ষ্যে

(লঘু গুরু ছন্দ)

হে সুন্দর সাথী !
জানি—সিন্ধু-মুরলী
রণিয়া মম রাতি
তোল' বন্ধু উজলি'।

জানি—গহন প্রাণে
প্রেম-তপন তানে
এলে বরদানে
কঙ্কর যত কমলি'।

জানি—হে দিশারি !—
তুমি জীবন-আলো,
বেদন-ভয়হারী !
চেতন-মণি জ্বালো।

শুনি, তবু শুনি না যেঃ
নিতি অন্তর মাঝে
করুণা তব বাজে
যমুনা-সুর উছলি'।

মাদ্রাজ, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

বরণার্থী

শুনেছি তোমার প্রেমের কথা,
দেখি নি মূরতি তব কেমন।
শুধাই : কবে এ-হৃদয় ব্যথা
মিটাবে হৃদয়ে রাখি' চরণ ?

সম্বল মোর কী আছে বলো—
বিনা শুধু চিরচরণ-তৃষা ?
পিপাসার পথে ওগো শ্যামল,
জপি : তুমি দেবে আলোকদিশা।

শুনি : ডাকে নীল মুরলী প্রাণে
আন সুরে তাই ভরে না মন।
কূল ছাড়ি' ধাই অকূল টানে
বিরহে চাহিয়া চিরমিলন।

মরমে মগন আছে যে-মধু
কেন তারে ভুলে থাকি হে প্রিয়!—
বুঝি না আজিও—প্রার্থি শুধু :
অবিস্মরণ শিখায়ে নিও।

দিনে দিনে যায় ব'য়ে যে বেলা,
বরণ-বিধুর প্রাণ-গগন,
দলি' আঁধারের মায়ার মেলা
জাগাও তোমার চির তপন।

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

অসহায়

সকলের ভার বহিব কেমনে আমি
আপনার ভার বহিতে যদি না পারি?
পাখারে বরণ করে নি যে দিনযামী
পিঞ্জরিতের কবে হয় ব্যথাহারী?

আগে ধরণীর পিছুটান করো দূর,
হোক অন্তর অধরার অভিসারী,
মাটির মমতা যার কাছে সুমধুর
কেমনে সে হায় হবে অম্বরচারী?

গূঢ় মেঘ নিশা যত ছিল প্রাণতলে
বাধা দিল যবে—আঁধার অঙ্গীকারি'
জানি—সে-তুফানে তারায় উঠিবে জ্ব'লে
একাকী পান্থ-পথে হে দীপদিশারি!

এ-ছলে কি ছলী, দেখিতে শিখালে মোরেঃ
তোমারে যে চায় অসহায়—তুমি তারি!
কাঁদি যবেঃ 'ধন আমার হরিল চোরে!'
বাঁশি গায়ঃ 'বিনা কড়ি পার করে পারী।'

১ মার্চ, ১৯৪৫

মন কেমন

আমি যে জানি না কিছুই বন্ধু আজো—
এটুকু জানাও জানার মতন ক'রে।
যে-দেখার মাঝে তুমি নীলমণি রাজো
আকুল আঁখি সে-নয়নমণির তরে।
(মন যে কেমন করে...সেই আঁখি হ'তে আঁখি তরে)

চারিদিকে ছায়া...কাঁটায় কুসুম-ভ্রম...
সোনামুঠি হয় ধুলামুঠি—ধরি যবে...
প্রিয় আশা যত....কল্পনা নিরুপম
শিহরণ আর আনে না তো সৌরভে !

কেন—জানি না তো...জানি শুধু—বাসি ভালো
পাই বা না পাই তোমার মিলনবর।
তুমি যদি তব মুরলী-উষা না জ্বালো
নিশান্ত বঁধু চাহে না এ-অন্তর।

বিরহের মরু-বুকে প্রেম তব সাজে—
জানি—তবু ভুলি বেদনার বালুচরে...
কালো মেঘভয়ে আলোর অভয় রাজে
এটুকু জানাও জানার মতন ক'রে।
(মন যে কেমন করে...সেই আঁখি হ'তে আঁখি তরে !)

[illegible] মার্চ, ১৯৪৫



অবিস্মরণীয়

দেখা তুমি দিতে চাও যদি, কেন দেখি না তবু—
জানি না যখন বলি, তখনো যে জানি!
নিরভিমানের চিরদরশন পায় সে কভু
অন্তরতলে আজো যে দুরভিমানী!

প্রেম-বাঁশি তব সিন্ধুর স্নেহে নিয়ত বাজে,
হেম হাসি প্রতি বিন্দু শিশিরে জ্বলে।
দেখে না নয়ন শোনে না শ্রবণ ভুবন মাঝে,
হাসি বাঁশি তব ঢাকে তাই কোলাহলে।

তবু জানি নাথ আমি যবে ঘুম যাই অঘোরে
তুমি স্নেহে গান গাও ঘুম-জাগানিয়া,
স্বপনের ছলে রাঙি' নবারুণ করুণাভরে
নব জাগরণমুখী করো মোর হিয়া।

ধরা বুকে তুমি বুনিয়া অ-ধরা পিপাসা তব
আমারি ক্ষুধার বুকে সুধাসন্ধানী ঃ
বারিদ-বেদনে চপলা-চেতনা জ্বালাও নব—
ভুলে যাই যবে তখনো সে-কথা জানি।
জানি না যখন বলি তখনো যে জানি।

৫ই মার্চ, ১৯৪৫

সুর-মিলানো

যে-পথে তুমি আমারে নিতে চাও
সে-পথে যদি চলিতে নাহি চাই ,
মৃদুল সুরে বন্ধু তুমি গাও ঃ
' বরণ বিনা অকূলে কূল নাই । '

প্রভুতা তব স্বভাব কভু নয়,
সখার মিড়ে তুমি যে কও কথা ।
অশনি-রোলে রটে না তব জয়,
বাদলে তুমি নীলসজল ব্যথা ।

ঘনায় যবে বেদনা, কে যে বলে ঃ
' কালোর ছলে আলো সে উল্লাসে ,
নিশার দামে উষার সিঁথি ঝলে,
অশ্রুনীরে ইন্দ্রধনু হাসে । '

পরশে তব করুণ কাঁটাবন
অরুণ-ফুলে রাঙে—যে-দিকে চাই,
তারি সে-সুরে মিলাও সুর, মন ঃ
' শরণ বিনা অকূলে কূল নাই । '

৬ই মার্চ, ১৯৪৫

সতী

শকতি আমার বৃথা করি যদি ক্ষয়
আপন মতির দ্বিচারিণী রতি তরে,
কেন গাই গান : 'সাধনা আমার জয়
সাধে ও-চরণচিহ্ন বরণ ক'রে ?'

প্রতি পদে দেখি : পথবাঁকে দুই মুখে
ফিরাতে চরণ পারি আপনার বলে।
একপথে টানে কামনামলিন সুখে,
আন পথে প্রেম—নীল যমুনার জলে।

বাঁশি তব ডাকে যুগে যুগে : 'আয় আয় !'
গরব-ডমরু ঢাকে সেই মধুতান।
একমুখী সুরে কেমনে মিলিবে হায়
শতমুখী মোহ-বাসনা-মুখর প্রাণ ?

এল একান্ত হবার সময় আজ,
পরবাসে বঁধু মন যে কেমন করে !
হিয়া-রাধারে ও-রাঙা পায়ে ব্রজরাজ
সতীর সাধনা সাধাও তোমার তরে।

৭ই মার্চ, ১৯৪৫

অপার-বাঁশরী

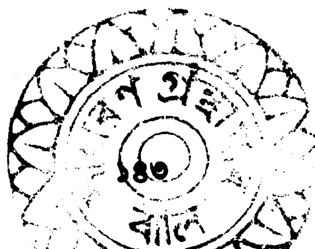
তমসা যখন ছেয়ে আসে,
অকূলে জপিতে যেন পারি :
'সে আমারে বাসে ভালোবাসে,
রবো আমি তারি অভিসারী।'

নহিলে গহন কাঁটাবনে
ফুলের কে বিছাত ভরসা ?
বাদল না ঘনালে গগনে
তাপনে কে ঝরাত বরষা ?

শৈল তাহার দুর্গম,
কালোয় আলোক মুখ ঝাঁপে :
তবু সবি নয় ছায়া-ভ্রম
অপার-বাঁশরী প্রাণে কাঁপে,

গায় সে : 'যে অচিন পাথারে
দেয় ঝাঁপ স্মরি কাণ্ডারী,
না জেনেও জানে সে আঁধারে :
সুধাও ক্ষুধার অভিসারী।
(দিশাও তৃষার অভিসারী...
উষাও নিশার অভিসারী)

৮ই মার্চ ১৯৪৫



চিররঙিন

চিন্তামণি বৃন্দাবনে বাজায় বাঁশি বনরাগে।
ছন্দে তালে ঘুম ভাঙালে জেগেও কি মন ঘরে থাকে?
শুধায় যখন অচিন আলো:
'বাসবি কবে তারে ভালো?'
আকুলতার বাঁধভাঙা ঢেউ ধ'রে তখন আর কে রাখে?
তার রঙে যেই রাঙে জীবন,
সব রঙে সে-ই—দেখে নয়ন,
মন্দাকিনীর আনন্দঢেউ বিন্দুবুকের তটে লাগে।
আশা অশ্রুমুখী ছিল,
সূর্যমুখীর মন্ত্র নিল,
থেকে দূরে হৃদয়পুরে এমন সুরে কে সে ডাকে?

অনন্য

বিরহের বরণীয়——কে তার সম?
মরণেও শরণীয়——যে-নিরুপম?
শ্রবণ উদাসী যার বাঁশির সুরে
কোথায় উপমা তার কাছে বা দূরে?
যাহার রূপের সুধা করিয়া পান
মাধুরীর চিরক্ষুধা ভোলে পরাণ,
তারি তরে গান গাই জীবনে মম,
তারে পাই বা না পাই—সে প্রিয়তম।

৭ই মার্চ, ১৯৪৫

দিশারিণী

কত ভাষার ঝংকারে গেয়েছি তব গান আশার অভিমানে রাঙিয়া !
কত নবীন বিজয়ের স্বপনে উঠেছি মা, তন্দ্রানিশা-বুকে জাগিয়া !
তুমি আশা ও নিরাশার যুগল তারে বাঁধো প্রাণের বীণাখানি ভারতী !
আমি দুলিয়া হরষেরি গমকে তোমারে তো চাহি নি বেদনায় সারথি।
তবু তোমারি চিরদিন জপেছি দিশা—তুমি জানো মা অন্তরযামিনী !
নীল ভালোবাসারি আঁখি চেয়েছি জলধরে, চাহি নি চমকের দামিনী।

আমি ক্ষণসুখের তরে গাহি নি তব জয়, চেয়েছি তব মণিচেতনা।
হ'য়ে ব্যথায় ম্লান আরো জেনেছি—ব্যথা বিনা করুণাবাণী জানা
যেত না।

আমি তোমারি অভিসার করেছি বরণ মা, অকূল-আকুলতা মানিয়া
তাই ভ্রান্তিবশে যদি দূরেও স'রে যাই—চরণে নিও তুমি টানিয়া।
ভুল করিলে অবোধের ক্ষমিও অপরাধ—নীলিমাসমা করুণাময়ী !
যত বাদল বিষাদের গভীর কুহেলিকা দীর্ণ কোরো মা বরাভয়ী !

শত কামনা-বাসনার অন্ধমায়াজাল বাঁধিতে চায় কালো বাঁধনে :
শুধু তুমি মা মুক্তির রচিয়া মন্দির ডাকো অরুণ-আলো-সাধনে।
আমি এ-কৃপা যদি ভুলি, ভাবি দ্বিধায় দুলি'—
"বাসে না ভালো তো নীহারিকা",
তুমি দেখায়ো ছায়াপথে তোমার নামরথ—মরণে জীবন দীপালিকা।
আজ সোনার হরিণের রঙিন সাধ যত চায় মা যেন শরণাগতি
শুধু তোমারি দুটি পায় : হৃদয় যেন চায় নিয়ত তোমারেই সারথি।

২৩ মার্চ, ১৯৪৫

২০

বাসনা পারে

করেছি প্রার্থনা আরতি বন্দনা
কখনো চাহি' সুখ, শান্তি কভু।
চেয়েছি যশোমান সফল অভিযান
শরণ শ্রীচরণে চাহি নি প্রভু!

আপন মধুমিড় আপন মনোবনে
গেয়েছি মূরছনে স্বপন-বিলসনে
উছাসদোলে ভুলি' রাগিণী-ফুল তুলি'
গেঁথেছি আপনার কীর্তিহারে ঃ
শিখি নি হে সুদূর, সাধিতে তব সুর
জীবন মরণের যুগল তারে।

নীলিমা কারে বলে—চপলা চঞ্চলে
গণিয়া বাঞ্ছিত কেহ কি জানে?
সার্থকতা রাজে সে-কোন্ বাণী মাঝে
জানে কি তনু মন দুরভিমানে?

বিকশি' তোলো আজ অপার অভিলাষ,
তোমারি দুরাশায় আশার অধিবাস,
বেদনে সুধাতান শুনিতে যেন প্রাণ
আজিকে পাতে কান সুরের পারে
বাসনা বিষধর করি' রূপান্তর
সাধনা-সুন্দর দুরভিসারে।

নীল নটিনী

বলো ওগো নদী, নিরবধি কার মুরলী
শুনি' ঢেউ তুলি' কূল ভুলি' ধাও উছলি' ?
কোথা অঝোর ধারা
পেলে আপন হারা !
কেন তোমারে তটের মায়া বাঁধিতে নারে ?
কার শিখা যুগে যুগে জ্বালো অন্ধকারে ?

কার স্বপনশঙ্খ বাজে তোমার সুরে
যার নীল মিড় কাঁপে তব জলমুকুরে ?
করো সবারে আপন
যার বরে—সে কেমন ?
কার ছন্দনূপুর সাধি' ওগো তটিনী,
তুমি চির-আনন্দ-তালে নীল নটিনী ?

সখী ! যুগে যুগে যারা মোহে বাঁধন সাধে,
আলো ভ্রমে হায়, আঁধারের মালিকা গাঁথে,
দীপ নিভিলে পরে
বুঝি তাদেরি তরে
গাও : "আকাশের মণিমালা জ্বলে পরাণে,
শুধু অচিনের অভিসারী সে-কথা জানে।"

২ এপ্রিল, ১৯৪৫
কোচিন—অলওয়ে নদীতীর

বৈরাগী

রাঙিবে অন্তরে কবে হে সুন্দর,
জীবন-বালুচরে ফুটায়ে ফুল ?
কামনা-কান্তার করিবে কবে পার
ধরি' নিশান্তের রূপ অতুল ?

দিনের পর দিন উজলি' ক্ষণতরে
মিলায় বৃথা জলবিম্ব যেন !
নীলের নামাবলী পরিয়া নিখি নীল
তবু সে নীলমণি পায় না কেন ?

বর্ণে রাঙি' যার শ্যামল এ-ধরণী
যাহার রঙ বিনা ধূসর প্রাণ,
যাহার বাঁশি শুনি' সরিল সুরধুনী
তাহার সুর বিনা কোথায় গান ?

কালোর কাঁটাবনে যাহার আলো-আঁখি
দেখায় ছায়াপারে কায়ার কূল,
তাহারি সাধে হোক হৃদয় বৈরাগী
মিলন বিনা যার সকলি ভুল ।

ত্রিচুর, ৬ এপ্রিল, ১৯৪৫

ঘনশ্যাম

(লঘুগুরু ছন্দ)

এস মধুর সুন্দর ! উজলি' বিধুর অন্তর ।
কমল-চরণ দানে গগন-মিলন-গানে
লহ হে তব পানে
শিহরি' প্রাণ মন্থর ॥

ছায় জলদ কালো··· চপলা তব জ্বালো,
হে অমরণ আলো !
মরমে মম সঞ্চর ॥

আঁখর

এস মধুর সুন্দর··· এস এস হে !
উজলি বিধুর অন্তর··· ভালোবেসো হে !
শিহরি' প্রাণ মন্থর··· গানে গানে তানে তানে বঁধুয়া !
চপলা তব জ্বালো··· অচলা চপলা জ্বালো···জ্বালো ।
মরমে মম সঞ্চর···
মরি কি মধুর নিরুপম !
এস এস প্রিয়তম !
তিমির নাশ' বিজলি-হাস জ্বালি'
অচলা কর' চপলা—বনমালী !
মরণে বিদলি'···চরণে উজলি'
মৃত্যুভয় প্রেম-অভয় অমৃত-নিলয় আলো !

বঙ্কিম

তোমার পথে যায় না বাধা গোনা,
মেঘের পরে মেঘের মেলে দেখা !
তবু জানি—হবেই জানাশোনা,
জানি যখন—নই আমি আর একা।

জানি বলি যেই—ভয় ছায় মনে :
বাধা তো নয় মনগড়া এ-পথে,
অশান্তিদের চেয়েও ক্ষণে ক্ষণে
শান্তি আড়াল করে শুভব্রতে।

একটু ভালোবেসেই থাকি সুখে,
অল্পে যে নেই সুখ—যাই হায় ভুলে !
ওগো অচিন ! তাই কি যুগে যুগে ?
ব্যথার ঢেউয়েই আসো দুলে দুলে ?

সরল তোমার পথ—বলে কোন্ জনা ?
গন্ধ গোপন, আবছা চরণ-রেখা !
তবু জানি—হবেই জানাশোনা
জানি যখন—নই আমি আর একা।

১৩ জুন, ১৯৪৫

কর্ম-পূজারী

যা কিছু আমি সাধি দিবসরাত—
নয় আপন সুখের তরে নয় ঃ
একথা যেন স্মরণে রাখি নাথ,
তাহ'লে সব সাধার হবে জয়।

শান্তি তুমি আসবে বলো যবে
নির্ভাবনা তরে সে নয় নয় ঃ
সকল মন প্রাণ যে তুমি লবে,
অশান্তির তাই না করো ক্ষয় !

শান্তিমাঝে সহজ হবে দেওয়া
চিত্ত হ'লে তোমাতে তন্ময় ঃ
সকল সুরে সুরেলা চিনে নেওয়া
আলোর ঢলে ছায়া কি কভু রয় !

তোমারে জপি' হে ভবদুখহারী,
করমসুখে রবে না মোহ ভয় ঃ
প্রতি কাজ-যে প্রার্থনা তোমারি
রাখিলে মনে—হবেই হবে জয়।

২৫জুন, ১৯৪৫

নির্ভুল

কী চাই—যখন চোখের জলে জানাই তোমায় মুখে,
দিও না কান—না বাজে তার মিড়টি যদি বুকে।
কে আলেয়া—কে যে তারা,
জানে কবে পথহারা?
কালোয় শুধু তুমিই আলো জ্বালাও দুঃখে সুখে—
যে-সুরে ভুল হয় না তারি বাজিয়ে বাঁশি বুকে।

আজকে যা চাই কাল দেখি নাই—সুধায় ক্ষুধা জাগে:
ফুলের আসন বিছিয়ে দেখি—কাঁটায় ব্যথা লাগে।
আনন্দে বেদনা হেন
দেয় হানা—জানি না কেন!
তুমি বিনা কে জানাবে বন্ধু যুগে যুগে—
যে-সুরে ভুল হয় না তারি বাজিয়ে বাঁশি বুকে!

অন্তরে যে রয় গহনে যেই চিনি নাথ তারে—
অরুণ-আঁখি হয় দিশারি করুণ অন্ধকারে।
সেই চাহনি ক'রে বরণ
ঐ চরণে নিলে শরণ
নিশার ডালা তুমি ভরো উষারি যৌতুকে—
যে-সুরে ভুল হয় না—তারি বাজিয়ে বাঁশি বুকে।

৩ জুলাই, ১৩৪৫
রাত চারটে

ফুলসাজ

তোমারে সাজাতে ফুল নিতি বাসে লাজ;
তাই সে বিছায় শ্যামলের সম্ভাষ
সে-প্রণতিস্থর সাধিতে শেখাও আজ,
তোমারি মধুরে মাধুরীর পরকাশ।

তনু বলে: 'আমি চাই সুন্দরে তবু',
প্রাণ বলে: 'হোক বাসনার অবসান,'
অন্তর বলে: 'বৃন্দাবনে যে-বঁধু
তারি ডাকে নীল যমুনা প্রেমে উজান।'

সহজের ফুলছন্দ তোমার প্রিয়,
আনো সঙ্গীতে—যেথা নাই অভিনয়।
চাহ না শকতি, অহেতু ভকতি দিও,
সরল বরণে গরলের পরাজয়।

ফুলে তনুখানি সাজায়ে হৃদয় ডাকে:
'রূপ যদি কিছু থাকে মোর পীতবাস,
তব অঙ্গেরি প্রসাধনে যেন লাগে
আপন রূপের না চাহি' বৃথা বিলাস।'

৩১ আগষ্ট, ১৯৪৫

সেদিনে

নাথ, আমার আমি দিবস-যামী
ওঠে যে দুলি' দুলি' !
তাই নিরভিমান তোমার গান
চিত্ত যায় ভুলি'।

তবু জানি—এ-মমতার
মায়া করিব পরিহার
তব যে-চিরদীপে তুমিই দিবে
তাহার সন্ধান ঃ
হবে অন্ধকার মুখরতার
সেদিনে অবসান।

প্রিয়! তোমার আশা সর্বনাশা
তাই তো ভয় মানি
ছেড়ে আমার আশা আমার ভাষা
বরিতে তব বাণী।

তবু এমন মহাদিন
জানি আসিবে নিশাহীন,
প্রাণ যেদিনে শুধু তোমার মধু
করিবে, বঁধু, পান ঃ
হবে শঙ্কা ব্যথা মন্ময়তা
তোমাতে অবসান।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

বিপরীত

তোমার মুখ চেয়ে কী হবে দিন গুণে ?
ফুলের ছলে চলো কাঁটার ব্যথা বুনে !
করিলে অনুনয় শোনো না কোনো কথা,
ঊষার রথে আনো নিশার অমরতা !

কে জানে কেন তুমি শ্যামল নাম ধরো !
বাজায়ে বাঁশি—তৃষা জাগায়ে দূরে সরো !
পাষাণে প্রেমলতা কেমনে মঞ্জিবে ?
যেথায় নাই জল কে মেঘ সঞ্চিবে ?

এমনি হয়···তবু যে কাঁটা বোনা তব
মিলায় ধূসরেও হিরণ অভিনব !
'দিলে না দেখা' বলি' যেমনি কাঁদি হায় !
অলখ অভিসারে কে যেন ছুঁয়ে যায় !

কেমন লীলা তব—বুঝি না আজো বঁধু,
যেথায় তুমি আছ—বেদনে ঝরে মধু ।
যেখানে তুমি নাই—প্রভাতী ঝংকারে
পুরবী সুর নামে অহেতু আঁখিধারে ।

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

সর্বব্যাপী

"অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে
সর্বস্য সর্বাত্মনঃ আত্মবস্তুনঃ"

ভাগবত—১০, ৩, ১৮

আবির্ভাব তব ঝলকে নব নব বিশ্বে চিরদিন সাঁজে সকালে।
যবনিকায় ঢাকি' দৃষ্টি কাঁদে আঁখি ঃ 'রহিলে চিরদিন অন্তরালে।'
জনম লগনের উষায় হেরি কার চাহনি জননীর নয়ন-স্নেহে ? (১)
অচিন বিদেশেও স্বজন-বান্ধব—কবচকুণ্ডল কোমল দেহে। (২)
ধুলায় বারবার পড়িলে রাখে কার অলখ কর এসে আপনি নেমে ?
প্রকৃতি রঙ্গিণী, উধাও উদাসিনী—কে তারে ধরামুখী করিল প্রেমে ?
প্রণয়ে কে পরায় প্রিয়ের অঙ্গুরী—অচিনে কাছে টানে প্রাণের তালে ?
বাদল-সংশয়ে তারকা-বরাভয়ে কে ধরে দীপ—যদি তুমি আড়ালে ?

কুটিল-বঞ্চনা, রক্ত-তাণ্ডব, হিংসা-সংহার দলিয়া কে ও
শান্ত শিবমণি ভায় অনির্বাণ—সুষমা-সুন্দর, অপরাজেয় !
বিয়োগে কে বুলায় পরশ-সান্ত্বনা—ধূসরে শ্যামলের শঙ্খে বাজে ?
শ্মশান-বেদনায় কে যুগে যুগে গায় ঃ 'মরণপারে নবজনম আছে !' (৩)
প্রলয়-ঝঞ্ঝায় অশ্রুবরষায় বিজলি-অধরের কে রাঙে হাসি ?
করাল-দম্ভোলি-ভয়াল-টঙ্কারে 'মা ভৈঃ' স্বনে কার প্রভাতী বাঁশি ? (৪)
হৃদয়ে দেবালয় কে রচে মহাকাল ? ভকতি-আরতির রূপালি থালে
কে জ্বালে অরূপের তৃতীয় লোচনের ধ্যানের আলো—যদি
তুমি আড়ালে ?

'ওপথে নয়' বলি' কে ডাকে করি' ক্ষমা অযুত অপরাধ নিরভিমানে ?
উষর বিদ্রোহবুকেও অমরণী যমুনা কে বহায় নীল উজানে ?
সংঘাতেরো বুকে কার ক্ষেমংকর মুরলী-মনোহর মূরতি দোলে ?
মুখর বেসুরায় কোন্ সে-সুরেলার আভাসে হৃদে সুরকমল খোলে ? (৫)
নিরাশা-লাঞ্ছিত যাতনা জর্জর আহত-অন্তর আর্তনাদে
করুণা-নীলিমার অরুণ-মহিমার বিপুল বাণী ল'য়ে কে আসে রাতে ?
বাসনা-বন্ধন-ক্লান্ত-ক্রন্দন-তাপে কে অশোকের অমৃত ঢালে ?
প্রকাশে বিকাশের, বিরহে মিলনের কে আনে দিশা—যদি
তুমি আড়ালে ?

আঁখর

১) হেরি কার আঁখি হেরি কার—জননীর আঁখি মাঝে তারা কার ?—
তোমার আঁখির তারা—মা ব'লে জাগি' দেখি যে-আঁখি
সেথাও তোমারি নয়ন তারা !

২) সখা ও স্বজন পরবাসে—ভয় পেলে যারা কাছে আসে—
দেয় ঠাঁই "ভয় নাই" বোলে—মূরছিলে নেয় টেনে কোলে—
চিনি না কারেও যে-বিদেশে—নেয় পরিচয় ভালোবেসে—
জীবন যে নিরমম—কবচ-কুণ্ডল সম—তারা ঢাকে—
অনুরাগে—তনু ঢাকে।

৩) শঙ্খবাঁশি-স্বনে গায় সে মূরছনে : 'বেদনা ব্যথা ওরে
মরণ কোথা ?
মরণ বলি যারে আছে যে তারি পারে নবীন জীবনের জয়-বারতা।'

৪) কালো বিতানে—আলো কে আনে ?—যখন আকাশে
কালো মেঘ নাশে আলো—
বিজলি-বিভাসি' তুমি হেম হাসি জ্বালো :—
শুনি বেসুরায় তখন সুর বিছালো—
'নাই ভয় নাই বাসে সে সদাই ভালো।'

৫) দেখি না চেয়ে—আঁখি আছে তবু দেখি না চেয়ে—
হে মুরলীপতি, কোথা সে-সুমতি ? মোহন মূরতি দেখি না চেয়ে—
শুনি তো কানে—শুনি না প্রাণে—
কেন কে জানে—যমুনা যে বুকে বুকে ধায় বঁধু যুগে যুগে—
তোমার বাঁশি হে উদাসী ডাকে বলি চির তানে—
অন্তর তাই জানে—
জানে জানে জানে যখন দেখে না নয়ন শোনে না শ্রবণ
হৃদয় তখনো জানে।

অহৈতুকী

তোমার মিলন-অন্তে যে-প্রভা জাগে
তার সুখমোহ হ'তে করো মোরে ত্রাণ।
তোমারেই চাই অহেতুক অনুরাগে
এই চিরসুরে সাধাও তোমার গান।

ছলনা কায়ার মায়া মাধুরীর কভু
না চায় আকুল আঁখি যেন সন্ধান।
তোমার নয়নমণি যেন জ্বলে প্রভু,
নীলমণি-তটশিখায় অনির্বাণ।

তোমারি ভালোবাসায় যেন ভালোবাসি
কালো নয়—আলো-শরণ নিরবসান।
প্রেম-মিড়ে ডেকে করে যে চিত উদাসী
অকূল-বরণে সাধি তার প্রতিদান।

শুনেছে তোমার বাঁশি যদি অন্তর
হোক তারি সুরদাস তনু মন প্রাণ।
জানি যেন—শুধু নিবেদনই সুন্দর,
গানের গরবে প্রেমের বিভব ম্লান।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

আকুল

আকুল করো   আকুল করো
বন্ধু ! আমায় আকুল করো।
আকাশ বিনা কি পাখার পুরে গো আশা ?
কুসুম বিনা কি অলির মিটে পিপাসা ?
অকূল বিনা কি তরণীর হয় ভাসা ?
তেমনি আমায় আকুল করো,
ডাকিতে শিখাও—হাতটি ধরো।

কাহার তরে   বালুকা-চরে
না-ফোটা কলিকা কাঁদিয়া মরে ?
চাতক ঊর্ধ্বে খোঁজে কার নীল দিশা ?
পলকের বুকে নিষ্পলকের তৃষা ?
কার আলোপথ চেয়ে রয় কালো নিশা ?
প্রতি ক্ষুধা মাঝে তোমারি সুধা
যাচে রবিশশী, যাচে বসুধা।

আমি তেমনি   দিন রজনী
যেন চাই তব চরণমণি।
তোমারি অদেখা সিন্ধুর বেদনায়,
ভেঙে সুখ-বাঁধ নদী যেন মোর ধায় !
তোমা বিনা আর কোনো কূল নাহি চায়
যেন আকুলতা আমার প্রিয় !
জীবনে-মরণে অদ্বিতীয় !

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

অভিজ্ঞান

বেসেছি যদি ভালো ধায় না এ-তনুর প্রতিটি অণু কেন তোমার পানে ?
তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, একথা অন্তর যখন জানে !
তোমার শ্রীচরণে আমার আমি যদি অর্ঘ সম হয় আপনি নত (১)
জানি—এখনি তব পরশে পঙ্কজ ফুটিবে কঙ্করে আমার যত।
ডুবি না তবু কেন তব সাগরে—চলি আজিও ভেসে ভেসে
কিসের টানে ? (২)
তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, একথা অন্তর যখন জানে !
কে গায় : ভালোবাসি বলে যে মুখে, আজো মজেনি অকূলের
অতল প্রেমে। (৩)
অতলতায় ভালোবাসে যে—বাহিরের উছাস-ঢেউ তার যায় যে থেমে :
তোমার তরে কাঁটা গণে সে ফুলরাগ, যে-ফুলে তুমি নাই সে কাঁটা গণে :
তোমার তরে যদি সকলি সে হারায়—হারালো কিছু তার পড়ে না মনে।
বাসনা-নন্দনে চায় না সে বিহার, ধুলায় চন্দনে সমান মানে,
তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই—শুধু তাহারি অন্তর গভীরে জানে।

আঁখর

১) শ্রীচরণে—আমি যদি হই নত শ্রীচরণে—
কাঁটা রবে না কাঁটা তো কাঁটাবনে—
আমার মলিনতা আর রবে না মলিন, হবে যে নলিন নিবেদনে।

২) কবে হবে—আমার "আমি" হবে তোমার কবে ?—
যেদিন আড়াল আর না রবে—
সেদিন আসিবে আমার কবে ?—কবে মন্ময়তার হবে বঁধু হার,
তন্ময়তাই রবে ?

২১

৩) যেজন জানে—প্রেম কারে বলে যেজন জানে—চলে সে তার
অকূলটানে—
ফিরে চায় না কূলের পানে—তরী ভাসায় না সাবধানে—
প্রেমের কথা—সেজন বলে না প্রেমের কথা—
যেজন প্রেমের দরদী বহে নিরবধি সে-ব্যথার নীরবতা—
ভালোবেসেছে যেজন—নিতি রাখে সে গোপন—ভালোবাসার
কথা রাখে সে গোপন—
ভালো যে বেসেছে প্রাণে, সে পেয়েছে চিরমৌনের পরশরতন।

২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

মমকার

পারি না যে-ডালি দিতে পায়ে তব সেও তো তোমারি ধন।
আপনার বলি' রাখিব না কিছু—এই তো আকিঞ্চন।
তবু তুমি জানো অন্তরযামী!
"আমার আমার" আজো করি আমি
তুমি লও এসে তোমার প্রণামী,
এই শেষ নিবেদন:
অভিমান? সে-ও চায় তো তোমারি চরণ চিরন্তন।(১)

তবু বেলা যায় ব'য়ে হায়! সব দেওয়া হ'ল আজো কই?
বলিব সে কবে: "নহি আমি আর কনিকারো সঞ্চয়ী?"
মন্ময় কবে তন্ময় হবে?
বাণী ও চাহনি তব কথা কবে?
কবে ব্যবধান ঘুচিবে—না রবে
সাধনারো আয়োজন?
প্রতি সুরে শুধু বাজিবে তোমারি আদেশের আলাপন।

আঁথর

১) বঁধু যত "আমি" আছে আমার লুকায়ে
কবে পায়ে তব পড়িবে লুটায়ে,
বাদলের বাধা পলকে ঘুচায়ে
শিখাবে নীল শরণ?

১৪ নভেম্বর, ১৯৪৫

নীল যমুনার তীরে

হেথা বেজেছিল তার বাঁশি
এই নীল যমুনার তীরে,
নিতি গাহিত যে ঃ "ভালোবাসি,
তাই যুগে যুগে আসি ফিরে।"

বঁধু আমরা সে-কথা ভুলি,
আজো কত সুরে উঠি দুলি'
সব চাহি না সঁপিতে প্রেমে
এই সব-হারানোর তীরে।

তুমি ছুঁয়েছিলে লো যমুনা,
তার চরণের বনভূমি
তাই তোমার নীল করুণা
বুঝি আমরা আদরে চুমি !

সেই সুরে কান পাতি ফিরে
এই নীল যমুনার তীরে !

মন শুনি' বলে কলহাসি' :
"আজো বুঝিবি না তুই ফিরে ?
আলো স্বপন-বাসর-বাঁশি
কালো জাগরে আসে না ফিরে।"

প্রাণ শোনে; তবু শোনে না তো !
বলে : "তারি তরে মালা গাঁথো,
বিনা সে-বনমালীর দিশা
বলো ফিরিব সে-কোন্ তীরে ?

"সে যে মিলনে বিরহমণি,
সে যে জীবনে মরণ-ক্ষুধা,
আজো যমুনা কলস্বনী
বহি' তারি অফুরাণ সুধা।"

সেই সুরে কান পাতি ফিরে
এই নীল যমুনার তীরে।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৫
যমুনাতীর—বৃন্দাবন

বাঁশি করুণা

কিরণে তোমার ভুবন ভরা,
সে-মিলন গান গায় যমুনা···
তারি তালে তালে কলস্বরা
ডাকে ডাকে তব বাঁশি-করুণা।

যুগে যুগে সে তো এমনি ডাকে···সাঁঝের ফাঁকে···
কখনো চাঁদের ঝরায়ে ঝারি···যমুনা-বারি
লক্ষ-লহরী-অধর 'পরে
চাঁদ ছলে তার নাথেরে ধরে।

কখনো নিশার আঁধার চিরি' সে হাসে ফিরি'
উষার উলুতে বলে সে : "কোথা বিষাদ ব্যথা ?"
সে সুরে সুর মিলায় যমুনা—
ডাকে যবে তব বাঁশি-করুণা।

জানি : এ-জীবন, হে-প্রিয়তম,
তোমারি বাঁশরী-প্রবাহ বহে···
বুকে বুকে গায় সে-নিরুপম :
"প্রেমের বেদনা বেদনা নহে।

"যেথায় বিরহ সেথা সে আছে কত যে কাছে !
যেথা নাই সেথা বৃথা সকলি," গায় মুরলী।
অন্তর শোনে সে-বাঁশি যবে
হাসে কান্তারো ফুলোৎসবে।

সকল-হারানো সে-প্রেম তব   নিতুই নব
বরণ করিতে শিখাও প্রিয়   হে বরণীয় !
"তাহ'লে হৃদয় হবে যমুনা"—
গায় ঐ তব বাঁশি-করুণা।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৫
যমুনাতীর, বৃন্দাবন

আবেশ

সজনি ! শোন্ গায় শ্যামল গান।
ভুলের মদিরা সে করায় পান।
উদাস হৃদয়ের শ্রবণে প্রণয়ের বাণীর অপরূপ ঢালে সুতান,
আলোছায়ার ম'ত কাছে সে এসে হায় সুদূরে স'রে যায় তুরভিমান !
প্রেমের ক্ষণদীপ করিয়া দান।
সজনি ! শোন্ গায় শ্যামল গান।

বেদনা-চাঁদিনির চেতনে চিরদিন হিমেল হাসির সে রচে বিতান।
পরাণবধূ কাঁদে কাঁদে নিরন্তর—যবে সে বিদায়ের শোনায় গান।
ফুলের মদিরা সে করায় পান
সজনি ! শোন্ গায় শ্যামল গান।

জীবন বৃথা তার লুপ্ত আমি যার, জগত কাছে তার ব্যর্থ ম্লান···
কোমল রাগিণীর মিড়ে সে তবু আজ আমারে ডাকে ডাকে সাঁঝবিহান।
শোনায় জাগরণে স্বপন তান
সজনি ! শোন্ গায় শ্যামল গান।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৫
যমুনাতীর, বৃন্দাবন

নীল যমুনার কূলে

আনলে যদি আমায় টেনে নীল যমুনার কূলে,
এইটি কোরো : অকূল তোমার কূলে না যাই ভুলে।
যমুনা সে নয় তো নদী,
উদাসিনী নিরবধি,
করল উদাস তায় যে-গতি
তোমার চরণমূলে,
সেই সুনীলের অতল লীলা না যেন যাই ভুলে।

কূলের আশা, কূলের ভাষা, কূলের আলোছায়া;
এই বেসাতি নিয়েই হৃদয় রচে গানের মায়া।
যমুনা ঐ ছলছলালো :
"গান তো ছায়া, গুণীই আলো,
সেই আলো তুই বাস্ রে ভালো,
সে-ই নেবে অকূলে।"
এই চিরসুর যে-সুরেলার তারে না যাই ভুলে।

শুধাই···শুধাই···দিনে দিনে···কই মিলে হায় দিশা ?
যে-দীপেরেই করি বরণ নিভলে পরেই নিশা !
যমুনা গায় ছলছলিয়ে :
"মিলায় যে-রূপ ঝিলিক দিয়ে,
ডাকলে অরূপ সে-ই বিছিয়ে
দেয় উষা অকূলে।"
এই দিশা যে-দীপদিশারির তারে না যাই ভুলে।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৫
যমুনাতীর, বৃন্দাবন

মেঘের জন্ম

জল বলে : "চাই গগনে
আর আমি কি বা পারি ?
বরি' শুধু মেঘ-স্বপনে
হব নীল-অভিসারী।

"ভরসা আমার এই শুধু
আকাশের মুখ চেয়ে
পায় জলকণা পাখা বঁধু,
মেঘে নভোনীল ছেয়ে।

"আকাশো যে চায় সলিলে
সেই চাওয়া প্রতিফলি'
শীকরে ভাসায়ে অনিলে
নীলে ফিরে যায় চলি'

"শুনিয়া তোমার বাঁশি আজ
জিনিব ধরণীটান,
তোমারেই ভালোবাসি' আজ
বুনিব মেঘবিতান।"

১৭ জুন, ১৯৪৬

শরণ-দীক্ষা

শরণ তব না যদি চাই আজ,
স্মরণে থেকো জাগিয়া প্রেমরাজ !
    লগন তব আসিবে করুণার
    চরণ-ছবি রাখিলে হৃদিমাঝ ।

তোমার বনে ফুটিয়া কত ফুল !
আকুল মোর পূজারী অলিকুল ।
    চিনি না আজো পথ সে-কাননের,
    গন্ধে শুধু জানি তারে অভুল ।

সুরভি ডাকে মলয় বহে যবে,
না বহে যবে—কে তার কথা কবে ?
    স্মৃতির রূপে করো দিশাদীপন
    তাহ'লে আর পথভুল না হবে ।

তাই তো সাধি তোমারে বঁধু আজ :
চরণছবি রাখো হৃদয়মাঝ,
    শরণ যদি না চায় আজো মন
    স্মরণে থেকো জাগিয়া প্রেমরাজ !

২৪ এপ্রিল, ১৯৪৬

বিনতি

নত হব মুখেই বলি
বিনতি কি সহজ কথা ?
প্রতিক্ষণেই রাখি স্মরণ্
পরাধীনের বিফলতা !

মনের কেমন উল্টো ধারা :
পাখা পেয়েও রচে কারা !—
"ভালোবাসি" বলি যখন,
কতই উছাস মুখরতা !
"হও নত"—যেই শুনি, কাঁদি :
"ধুলায় ব্যথা, মলিনতা !"

বুঝবি কবে তুই রে অবুঝ,
নয় এ-ভালোবাসার ব্যথা !
আপনাকে দেয় বিকিয়ে যে—তার
বান ডেকে যায় উচ্ছলতা।

ধরিয়ে তুমি দিলে ফাঁকি,
তাই বুঝি আজ দেখল আঁখি :
বাসতে ভালো শিখেছে যে
ডরায় না সে অধীনতা।
ধুলায় মণি পায় নি যে নাথ,
সে কি জানে প্রেমের কথা ?

১৩ মে, ১৯৪৬

ভুল ভাঙানিয়া

সেই সুরে আজ কণ্ঠ সাধাও—যে-সুর সাধে তোমার বাঁশি।
তোমার বৃন্দাবনের প্রেমেই আজ করো অন্তর উদাসী।
কত ঢঙেই বলি কথা
কত রঙেই রঙাই ব্যথা,
কত ঢেউয়েই ভাসাই তনু—নয় যারা নীল-সিন্ধু-আশী!
এবার দোলাও সেই সুরে—যে বলে: "তোমায় ভালোবাসি,
শুধু তোমায় ভালোবাসি।"

সেই সুরে আজ কণ্ঠ সাধাও—যে-সুর সাধে তোমার বাঁশি।
তোমার বৃন্দাবনের প্রেমেই আজ করো অন্তর উদাসী।
কত কিছুই চাই—যেই পাই, "চাই না" বলি—কে না জানে?
সেই ভুলেরি ডালা তবু আবার সাজাই কিসের টানে?

সুখ রাঙি-ব্রত ভাঙি অপরাধী হই কত!—
নিতি দূরে যাই স'রে—তুমি কাছে আসো যত!
শেষ করো এ-অশেষ মেলা,
পরবাসে ফুরায় বেলা,
যে-ফুল ফোটে বৃন্দাবনে ভুল ভাঙে যার দেখে হাসি,
বনমালী! কোথায় সে-বন? যেথায় বাজে তোমার বাঁশি—
ভুল-ভাঙানো ফুলের বাঁশি, যে গায়: "বাসি, ভালোবাসি।"

২৬ মে, ১৯৪৬

রজনী

যে-আকুলতা চরণে তব লোটে,
ঢেউ যেমন লোটে গিরির পায়,
পাষাণ ভেঙে নিঝরধারে ছোটে,
সে-আকুলতা কোথায় পাওয়া যায় ?

দানের দিন তোমারি আছে বঁধু ,
আলোরে কালো কী বলো দিতে পারে ?
সে নিরালায় বহিতে পারে শুধু
আলোকমুখী পিপাসা—অভিসারে।

সে-পিপাসার সুরটি যেন চিনি,
অধীর করো অধীরতার তরে।
অরুণ-সাথী ! করুণ রাতি জিনি'
বাজাও বাঁশি বিমনা বালুচরে।

বিনা সে-সুর পাতিব কোথা কান ?
তৃষা বিনা কি দিশারে জানা যায় ?
বাদল-বুকে বিজলি-সন্ধান,
বেদনা বিনা মিলে কি চেতনায় ?

২৩ মার্চ, ১৯৪৬

সুর স্পর্শমণি

(লঘুগুরু ছন্দ)

ঐ বাজিল তব বাঁশি !
শুনি' অন্তর মম হে প্রিয়তম, আজি হ'ল উদাসী
তব চরণ-চুম্বনাশী ।

বঁধু ! মন্দির কর' চিত্ত ।
সুখ- আরতি তব জ্বালিব, র'ব তিমিরে নির্লিপ্ত,
চির- অপরাজয়-দীপ্ত ।

মণি- অভিসার-দুরাশা
জিনি' মরণ-ভীতি যাচিল সব-বিসর্জন-পিপাসা,
বরি' প্রেম সর্বনাশা !

হ'ল ধরণীতল মেদুর মধু এ কি ইন্দ্রজালে
তব "আয় আয়" তালে !
যত ধূসর দুখ স্বর্ণিল রবি-তিলক যে পরালে !

ঐ বাজিল তব বাঁশি !
(হৃদি- বৃন্দাবন-বাসী,
সুর অশ্রুত পরকাশি'
শুনি' স্বপ্নকুসুম মঞ্জিল মরি রাশি রাশি রাশি !)

হ'ল অন্তর মম হে প্রিয়তম, রঞ্জিত শরণাশী
তব চরণ-চুম্বনাশী !

বিপদ ?

কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি,
পায়ের নিচে কোথায় ফাঁকি—
শুধাই যদি তোমায় কেঁদে,
দেখিয়ে তুমি দেবে না কি ?

অনেক মোহ গরব গ্লানি
আছে আমার বন্ধু, জানি ঃ
তবু তোমার বিরহে যার
অশ্রুতে আজ অন্ধ আঁখি,
ভয় কোথা তার সাধবে মরণ—
বুঝিয়ে শ্যামল, দেবে না কি ?

গায় মুরলী ঃ "ঘোমটা কালোর
প'রে আছে দাঁড়িয়ে আলো ঃ
কাঁটাবনেই বৃন্দাবনের
মিলবে দিশা—বাসলে ভালো।

ভয় আসে কার ?—চাওয়াতে যার
আছে ফাঁকি তার—শুধু তার।
ভয় যাকে ভয় পায়—চেয়ে তার
মুখ একা যার ঝরে আঁখি,
সাপের মাথার মণি তাকে
দেখায় যে পথ—জানিস না কি ?

৩ জুন ১৯৪৬

জানার জানা

আমার চেয়ে তুমি বড়
—এই কথাটি যদি জানি
জানব আমি সবই—যদি
আর কিছু নাথ নাও মানি।

এই জানাতে আজ যেন তাই
তিল-ফাঁকিও না পায় ঠাঁই
তাহ'লে এ-সান্ধ্য জীবন
পাবে তোমার জ্যোৎস্নাখানি।
দাহের পরে চিরঘুমের
শান্তি পাবে অভিমানী।

চিন্তাজ্বালা নিভিয়ে কি তাই
দিলে—আনতে অন্ধকারে?
যে-চোখে নাথ আমায় দেখি
যায় না দেখা হায় তোমারে।

অন্ধকারেই হারিয়ে আমায়
খুঁজব কেঁদে যখন তোমায়
কালোর কোলেই আলোর চরণ
চতুর্দোলে নেবে টানি',
অতীত-মরণ পথেই দিতে
অনাগতের বরণবাণী॥

৫ জুন, ১৯৪৬

মহালক্ষ্মী

আজ লক্ষ্মী-পূর্ণিমা, বিছায়ে মধুরিমা কে আলো ক'রে এলে আকাশে ?—
মধু হেসে অতিথি-সুরে বাজায়ে হৃদিপুরে অমল করুণার আভাসে ?
প্রাণ সহজে থাকে ভুলে, তাই কি ঢেউ তুলে সম্ভাষণ করো নন্দিতা ?
নিতি বেসুরে সুরমণি-দানে যে করে ধনী—কমলা সেই চিরবন্দিতা !

যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া !
তাই অবিস্মরণীয়া ! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া ?

যেথা সাধ মা আছে যত তব চরণে নত যেমনি হয় ওগো নারায়ণী,
কণা ভিক্ষা লভি' হয় মনে যে, নাই ভয়—অভয়া যবে রাজে অমরণী।
বলো নহিলে অস্তের পটে কে অলখের কিরণ-ঋণ আনে ঝংকারে ?
নিতি ছায়ার বুকে বসি' কাহার কায়া শশী সৃজিয়া নাশে নিশা-শংকারে ?

যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া !
তাই অবিস্মরণীয়া ! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া ?

মাগো বাসনা মরীচিকা, ছলনা অহমিকা—জানি তো সবি—শুধু সাধনে
বুনে কে শত পরমাদ অতীত-মোহে সাধ মিটাতে চায় বরি' বাঁধনে ?
তুমি গ্রন্থি তবু খোলো, মনের বনে চলো কাঁটার কুসুম-রূপান্তরে,
তারি বিছায় মধুরিমা লক্ষ্মী-পূর্ণিমা ধূসরে উদ্ভাসি' সুন্দরে।

যবে বেদনা-অন্তরে চেতনা-কলি ঝরে—কমলিনী-যে থাকে জাগিয়া !
তাই অবিস্মরণীয়া ! তোমারি ডাকে হিয়া ওঠে কি প্রেমরাগে রাঙিয়া ?

লক্ষ্মীপূর্ণিমা—সন্ধ্যা
১০ অক্টোবর, ১৯৪৬

কাণ্ডারী

কীর্তন

জানি চাহিনি আজিও আমি
দিতে কমল-চরণে অমল শরণে সকল সাধ প্রণামী :
তাই দেখি—যবে চাই অন্তরে—নাই তুমি অন্তরযামী।

নিতি যে-নীরবতায় অঙ্কুর চায় আকাশের নীল আলো,
বলো সে-মৌন সুরে কবে হৃদিপুরে বাসিব তোমারে ভালো ?
বঁধু, যে-সুরে আকুলি' হিল্লোলে তুলি' জানায় লাজুক লতা
তার মর্মরতানে মলয়ের কানে প্রেমের প্রাণের কথা,
আমি সে-সুরে আজিও চাই নাই প্রিয়, তোমারে জানি হে জানি :
তাই মধুঝংকারে মরমের তারে বাজে না তোমার বাণী।
সাধি' যে সুর চাতক রয় অপলক চেয়ে নীলমেঘধারা,
জানি সে-সুরে যেদিনে চাহিব অচিনে রব না মিলন হারা।

চায় যেসুরে রজনী নব দিনমণি আঁধার বাসর জাগি'
বৃথা গণি' দীপালিকা রয় অনিমিখা আঁখি দিগন্তে রাখি',—
সেই সুরে যে তোমায় বরিতে না চায়, জনম মরণ সাথী !—
তার পোহাবে কেমনে তপন-স্বপনে বিধুর বিরহ-রাতি ?
জানি আরো জানি আমি অন্তরযামী, তারো পরে জানি—প্রাণে
অমা- গভীর বেদনা-প্রদীপে চেতনা জ্বলিবে তোমারি দানে।
বঁধু যে-দিশা তোমার, তার অভিসার-সাধনা—সে-ও তোমারি :
তরে অকূল-পাথার কে—যদি না পার করো হে পারের পারী !

মহাবল্লীপুরম্
সন্ধ্যা, ৩১ অক্টোবর, ১৯৪৬

অঙ্গীকার

(Credo)

গুণী গায় গান : "এসো এসো সুর !"
আমি গাই : "হবে আমার কবে ?"
ওরা বলে : "সুর অতুল, মধুর !"
আমি বলি : "মধু নিয়ে কী হবে ?"

ওরা গানে চায় রাগিণী-বিলাস,
আমি চাই তব চরণতীর—
যে-বৃন্দাবনে তোমার আভাস
তোমারি বাঁশরী করে অধীর।

ওরা বলে : "সুর সুরা হ'লে তবে
হয় অপরূপ আবেশ তার।"
আমি বলি : "সেই নেশায় কী হবে
যেথা নেই তব প্রেমবিহার ?"

ওরা তো জানে না, তাই দেয় দোষ,
এ তো নয় রূপগুণের কথা।
গানে যে পেয়েছে তোমার পরশ
আর কিছু সে তো চায় না সেথা।

তুমি হে শ্যামল, হ'লে প্রাণপ্রিয়
যে-উছাসে নাই তুমি—সেথায়
মজে না তো প্রাণ—হলেও অমিয়
বিস্বাদই ভ'রে ওঠে যে হায় !

থেমে যাক্ আজ শিল্প-চাতুরী
নেমে এসো তুমি আমার গানে।
কণ্ঠে জাগাও শুধু সে-মাধুরী
যে তোমারি প্রেমকাঁপন আনে।

———

সর্ত

যত ভাবি আমি আমার কথা
তুমি যাও দূরে চ'লে :
অন্তরতম যে-জন—দেখি
নাই অন্তরতলে।

জানি—আপনারে ভুলিতে আমি
শিখিব সহজে যবে,
অন্তরঙ্গ গভীর সুরে
প্রাণে তুমি কথা কবে।

সাধনা আমার সফল হবে
সাধনা বিসর্জিলে
মন্ময়তারে দিলে ভাসায়ে
তন্ময়তা-সলিলে।

মহাবল্লীপুরম্
৩০ অক্টোবর, ১৯৪৬

নবজয়ধ্বনি *

(লঘুগুরু ছন্দ)

ভারতরাত্রি প্রভাতিল, যাত্রী! অরুণশঙ্খ ঐ বাজিল রে!
প্রতি গৃহে স্বপন হ'ল জ্বালা,
হ'ল গাঁথা গৌরবমালা,
নব-আশা-সৌরভঢালা
হৃদি পুলকে নাচিল রে!

ঐ গগনে যৌবনসূর্য
জয় সঘনে মন্দ্রিল তূর্য,
নর নারী সাজিল রে!

প্রতি প্রাণে ঝংকৃল আলো···শিবগানে অশিব মিলালো···
চল আগে···চল আগে···নবজাতির জীবন জাগে···
নব প্রেমে রাঙিল রে!

মিথ্যা শংকা অধর্ম দলি'—বরি' সত্য শুভংকর ধ্যানমণি
প্রতি অন্তর ঝলিবে নিত্য,
চির সুন্দর-বন্দন স্নিগ্ধ,
নবযুগঋষি-মাভৈঃ-দীপ্ত
মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্র স্বনি'।

নবকাল অনাগত জানি'
জপি' বরদা বিজয়া-বাণী
রচিবে নবজয়ধ্বনি।

প্রতি প্রাণে ঝংকৃল আলো···শিবগানে অশিব মিলালো···
চল আগে···চল আগে···নবজাতির জীবন জাগে···
নব প্রেমে রাঙিল রে!

---

* ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতের সুরে গীত

নবজীবন জাগরণম্

ভারতনিশান্তমিহাগতং নবভানুশঙ্খমাধ্মাতং ভোঃ।
গায়তি নবপ্রভাতং ভোঃ॥

প্রোজ্জ্বলদীপে ভবনে গ্রথিতাঃ সুন্দরসুগন্ধিমালাঃ।
ফুল্লাঃ সান্দ্রস্বপ্নহরাশাঃ পুরনরনারীবালাঃ॥
ধমতি প্রবলং যৌবনসূর্যো গগনে গৌরবতূর্যম্।
প্রতন্বন্তি কবিগুণিনঃ সুভগা অমৃতগীতমাধুর্যম্॥

সুখঝঙ্কারে প্রাণবিতানে বিলুপ্তমশিবং শিবতমগানৈ-
র্দক্ষিণনাম খ্যাতং ভোঃ।
ধাবতি পুরতো মানবজাতির্দীব্যতি জীবনজাগরভাতি-
র্বিপুলং প্রেমায়াতং ভোঃ॥

অধর্মশঙ্কা-মৎসরমিথ্যা-বিক্লবমোহাৎ পাতং ভোঃ।
গায়তি নবপ্রভাতং ভোঃ।

অমরধ্যানাসীনা ভবাম মুগ্ধং স্বার্থং মুক্তা।
জপাম যুগর্ষি-মন্ত্রবরাভয়মিহ চিরতরণং বুদ্ধা॥
ভাবী কালো বিনম্য বরদাং কমলাং ভবিতা ধন্যঃ।
নববিজয়ধ্বনিবাণীং বৃত্বা তরিতা হি নির্বিষণ্ণঃ॥

সুখঝঙ্কারে প্রাণবিতানে বিলুপ্তমশিবং শিবতমগানৈ-
র্দক্ষিণনাম খ্যাতং ভোঃ।
ধাবতি পুরতো মানবজাতির্দীব্যতি জীবনজাগরভাতি-
র্বিপুলং প্রেমায়াতং ভোঃ॥

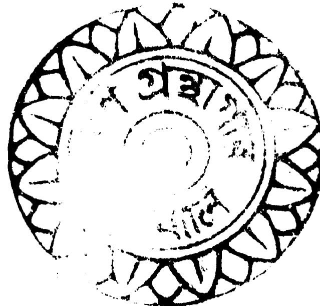
কৃষ্ণনৃত্যম্

যমুনাজয়তীরে বাসন্তসমীরে
করুণাসংকেতং তনোতি মঞ্জীরম্ ।
রাসরজনিকূলে কদম্বতরুমূলে
নিরীক্ষ্য নটকান্তং বিবশং চলনীরম্ ॥

বৃন্দাবনতারা চন্দ্রকিরণ হারা
মিলনপুলকদীপ্তা বিদীর্য ঘনজালম্ ।
শূন্য কাননানি তূর্ণং লুলিতানি
মুখরমর্মরেণ দদতি পাণিতালম্ ॥

লসতি সুখশ্যামা বীথিকাভিরামা
গহনহৃদয়লীনা ফলিতা বিপুলাশা ।
ক্লান্তিং যো হরতি শান্তিমসৌ ভরতি
নন্দিতকবিকণ্ঠে স্ফুরতি তস্য ভাষা ॥

হে সুন্দরবন্ধো ! প্রেমশীতলেন্দো !
উদিতে ত্বয়ি কুত্র বেদনং ক্ব মোহঃ ।
জন্মমরণদাতা ত্বমেবৈকধাতা
দুরিত আধিহন্তা গরলেঽমৃতদোহঃ ॥



ভারতশক্তিঃ

আবির্ভূতা ভারতজননী
যুগশঙ্কাশ্চিরমস্তমিতাঃ।
প্রতিদৃশমুদিতা নবতপনাশা
জলধরসেনাঃ শৃঙ্খলিতাঃ॥
অপরাজেয়া মহিতা মাতা।
লুপ্তা পথি ভো অধর্মবাধা।

স্ফুরিতে হৃদয়ে বন্দনগানে
ক্লৈব্যং জিতমমিতাভপ্রাণে।
গায়তি বিজয়া জ্যোতির্ধাত্রী
"মা ভৈর্বিগতা তামসরাত্রী॥"

মিথ্যা মানং মায়ানিগড়ং
সত্যং তীর্থং শিবমিলনে।
মিথ্যা জড়তা নন্থু পরবশতা
ধরণীপ্রণয়ং বৃণু ভুবনে।
গুরুবর-ঋষিণা মন্ত্রা গীতাঃ
বরণীয়া অন্তরপরিণীতাঃ।

স্ফুরিতে হৃদয়ে বন্দনগানে
ক্লৈব্যং জিতমমিতাভপ্রাণে।
গায়তি বিজয়া জ্যোতির্ধাত্রী
"মা ভৈর্বিগতা তামসরাত্রী॥"

চেতননলিনী নিহিতা চিত্তে
যস্যাঃ কলিকা মে মুদিতা।
•সেবাপ্রার্থনকর্মধ্যানৈ-
রস্যা উন্মেষো ভবিতা॥
দেহি চিরন্তনি! করুণাক্ষরণীং
চিন্ময়দীক্ষাং নবজাগরণীম্।

স্ফুরিতে হৃদয়ে বন্দনগানে
ক্লৈব্যং জিতমমিতাভপ্রাণে।
গায়তি বিজয়া জ্যোতির্ধাত্রী
"মা ভৈর্বিগতা তামসরাত্রী॥"

অয়ি! শরণাগতজাতিং শাধি
প্রেমভরে চরণে প্রণতাম্।
ভ্রান্তিবিলাসান্মুক্তাং কুরু তাং
কৃপয়া জনকল্যাণরতাম্।
জন্মনি জন্মনি সা তব শক্তিং
বৃত্বা তরিতা দুস্তরমব্ধিম্।

স্ফুরিতে হৃদয়ে বন্দনগানে
ক্লৈব্যং জিতমমিতাভপ্রাণে।
গায়তি বিজয়া জ্যোতির্ধাত্রী
"মা ভৈর্বিগতা তামসরাত্রী॥"

অনুপম গীতিকার শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের
"ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে"র সুরে।

সূচীপত্র

দিলীপকুমারের গ্রন্থাবলী

উপন্যাস

মনের পরশ, দুধারা, রঙের পরশ, বহুবল্লভ, দোলা, তরঙ্গ রোধিবে কে, আশ্চর্য, নানারূপী, ছায়ার আলো, Deliverance (শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি"-র অনুবাদ)। Upward Spiral।

কবিতা

অনামী, সূর্যমুখী, দিনে দিনে, প্রতিদিনের তীরে, ভাগবতী কথা, ভাগবতী গীতি, Eyes of Light, মহাভারতী কথা (যন্ত্রস্থ)

প্রবন্ধ

ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা, ভূস্বর্গ-চঞ্চল, সাঙ্গীতিকী, ছান্দসিকী, তীর্থঙ্কর, শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে, এদেশে ওদেশে, আবার ভ্রাম্যমাণ, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, পত্রাবলী। Among the Great।

স্বরলিপি

গীতশ্রী, নবগীতিমঞ্জরী, সুরবিহার (যন্ত্রস্থ)।

নাটক

আপদ, জলাতঙ্ক, শাদাকালো, Fall of Mevar (দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন"-এর অনুবাদ)।